# ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

**গবেষক**

খন্দকার হাফিজুর রহমান

**এম. ফিল অভিসন্দর্ভ**

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১৯

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

জুন ২০১৯

**গবেষক**

খন্দকার হাফিজুর রহমান

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫

রেজিস্ট্রেশন নং-১৪৭

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**তত্ত্বাবধায়ক**

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

**তত্ত্বাবধায়ক-এর অনুমোদন**

...........................................

তত্ত্বাবধায়ক-এর স্বাক্ষর

(অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন)
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# উৎসর্গ

*দেশের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রতি*

# ঘোষণা

আমি খন্দকার হাফিজুর রহমান ঘোষণা করছি যে, 'ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজের কাজ। এখানে উপস্থাপিত সকল তথ্য সত্য। অন্য কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে এটি ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক বা অন্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের উৎস সম্পর্কে তথ্যসূত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মনে করি, এই গবেষণার বিষয়, প্রেক্ষাপট ও প্রাপ্ত ফলাফল ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে সমস্যা সমাধানকল্পে পলিসি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। তিনি তাঁর দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা ও ধৈর্য সহকারে আমাকে গবেষণা করতে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর মতো একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার গবেষণা সম্পন্ন করতে তাঁর অবদান অসামান্য। আমি সৌভাগ্যবান যে, তাঁর মতো একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষণাটি করতে পেরেছি। এছাড়া আমার গবেষণাকর্মে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহের কাজে আমার সাথে সার্বক্ষণিক থেকে সহযোগিতা করেছেন সমাজ বিজ্ঞানের সদ্য স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ মেওয়া চৌধুরী। তার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সকল উত্তরদাতাদের, যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে তথ্য সরবরাহ করে এবং সাক্ষাতকার দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি আমাদের বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, যারা আমাকে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী বইপুস্তক, জার্নাল প্রভৃতি দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। এরপর আমি আমার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি, যাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে এ কাজে শক্তি জুগিয়েছে।

# সারসংক্ষেপ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামীতে দেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবে এটাই স্বাভাবিক। শিশুদের হাত ধরেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের প্রকৃত সোপান তৈরি হবে। এজন্য জাতিসংঘ, মানবাধিকার কমিশন ও ইউনিসেফের মতো সংগঠনগুলোতে শিশুদের যথাযথ অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে শিশুদের অধিকার সচেতনতা নিয়ে কথা বলা অনেকটা বেমানান। কেননা, বিশ্ব এখন উত্তর আধুনিকতার দিকে এগিয়ে চলছে। তথাপি কিছু কিছু দেশের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রম করেছে, যা এনজিও ও সরকারের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যাটিও প্রতিবছর অতিক্রম করে এমন আরও শিশু যোগ হচ্ছে মূল জনস্রোতের সাথে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১২ লাখ ভাসমান শিশু রয়েছে, এই সংখ্যার মধ্যে একটি বিরাট অংশ ছিন্নমূল শিশু। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের এ উদ্বেগজনক অবস্থা পরিলক্ষণ করে গবেষণাটি করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা। এছাড়া প্রধান উদ্দেশ্যকে ভাঙলে যে পাঁচটি গৌণ উদ্দেশ্য বের হয় সেগুলো জানাও গবেষণাটির উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্যেগুলোর মধ্যে রয়েছে- ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি জানা, আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য জানা, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসংক্রান্ত তথ্য জানা, তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎসসংক্রান্ত তথ্য জানা এবং নিগ্রহ, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারসংক্রান্ত তথ্য জানা। গবেষণাটি সাজানো ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ দৈবচয়নের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য ক্রস টেবুলেশন বিভেরিয়েট সারণী ব্যবহার এবং সকল তথ্য এসপিএসএস প্যাকেজের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উত্তরদাতাদের মতে, তারা দরিদ্রতা ও অর্থ উপার্জনের জন্য বাধ্য হয়ে ভাসমান হয়েছে। অন্যদিকে ছিন্নমূল শিশুদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি বিষয় ছাড়াও বাবা-মা না থাকা বড় কারণ হিসেবে গবেষণায় উঠে এসেছে। অধিকাংশ ছিন্নমূল শিশুদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ফুটপাতে পলিথিন দিয়ে তৈরি ভাঙ্গা ঘরই তাদের একমাত্র বাসস্থানের জায়গা। এ শিশুরা দিনে তিন বেলা পরিমাণ মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পায় না। যে বয়সে তাদের স্কুলে থাকা উচিত ছিল, সে বয়সে জীবিকার তাগিদে রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা করে। ফুলের মালা, চকোলেট কিংবা পানি বিক্রি করে নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার হয়। এসব কারণে এদের জীবন অনেকটা অনিশ্চিতের দিকে যাচ্ছে। ফলে তারা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। দ্রুত এসব ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা না হলে অচিরেই এটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হবে এবং এর দায় রাষ্ট্রের ঘাড়ে বর্তাবে। তাই এ সমস্যা উত্তরণের জন্য শীঘ্রই সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক সংস্থা এবং এ সম্পর্কিত এনজিওগুলোকে এগিয়ে এসে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

*Dhaka University Institutional Repository*

# বিষয়সূচক শব্দ (Key Word)

ঢাকা শহর, ছিন্নমূল শিশু, ভাসমান শিশু, আর্থ-সামাজিক অবস্থা

# সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

*উৎসর্গ* ........................................................................ *i*
*ঘোষণা* ........................................................................ *ii*
*কৃতজ্ঞতা স্বীকার* ........................................................................ *iii*
*সারসংক্ষেপ* ........................................................................ *iv*
*বিষয়সূচক শব্দ* ........................................................................ *v*
*সূচীপত্র* ........................................................................ *vi-viii*
*সারণী শিরোনাম* ........................................................................ *ix*

## অধ্যায় এক : ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ........................................................................ ১
১.২ গবেষণার সমস্যার প্রেক্ষাপট ........................................................................ ১
১.২.১ কেন শিশুরা এভাবে ভাসমান হচ্ছে ........................................................................ ৫
১.২.২ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অবহেলিত জীবন ........................................................................ ৯
১.২.৩ শিশু বলতে কাদের বোঝায় ........................................................................ ৯
১.২.৪ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু বলতে কাদের বোঝায় ........................................................................ ৯
১.২.৫ যেভাবে অপরাধী হয়ে উঠে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরা ........................................................................ ১৩
১.২.৬ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ........................................................................ ১৩
১.২.৭ বিশেষজ্ঞ অভিমত : এনজিওগুলোর এগিয়ে আসা উচিত ........................................................................ ১৪
১.৩ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ........................................................................ ১৮
১.৪ গবেষণার সমস্যা ........................................................................ ১৮
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ........................................................................ ১৯

## অধ্যায় দুই : সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা ........................................................................ ২০

## অধ্যায় তিন : তাত্ত্বিক কাঠামো

৩.১ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো ও প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন ........................................................................ ৩০
৩.১.১ ভাসমান শিশু ........................................................................ ৩০
৩.১.২ ছিন্নমূল শিশু ........................................................................ ৩০
৩.১.৩ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ........................................................................ ৩০
৩.২ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো ........................................................................ ৩১
৩.২.১ ইতালিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতত্ত্ব ........................................................................ ৩৪
৩.২.২ ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব (Social Action) ........................................................................ ৩৫
৩.২.৩ সামাজিক বর্জন তত্ত্ব (Social Exclusion Theory) ........................................................................ ৩৬
৩.২.৪ কাঠামোবাদ পদ্ধতি (Structuralism Theory) ........................................................................ ৩৭

## অধ্যায় চার : গবেষণা পদ্ধতি

৪.১ গবেষণা পদ্ধতি ....................................................................................................৩৯
৪.২ গবেষণার এলাকা .................................................................................................৩৯
৪.৩ তথ্যের উৎস ..........................................................................................................৩৯
৪.৩.১ প্রাইমারি তথ্য উৎস ..........................................................................................৪০
৪.৩.১.১ আদর্শ নমুনা চয়ন..............................................................................................৪০
৪.৩.২ সেকেন্ডারি তথ্য উৎস ........................................................................................৪০
৪.৪ ডেটা প্রসেসিং এবং বিশ্লেষণ ...................................................................................৪০
৪.৪.১ গবেষণার গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পদ্ধতি...............................................................৪১
৪.৪.২ পরিমাণগত (কোয়ানটিটেটিভ) পদ্ধতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ.............................................৪১
৪.৫ গবেষণার উপকরণসমূহ.........................................................................................৪২
৪.৬ তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল...................................................................................৪২
৪.৭ গবেষণাটির সীমাবদ্ধতা .........................................................................................৪৩
৪.৮ নৈতিক বিষয়সমূহ ................................................................................................৪৩
৪.৯ ডেটা বিশ্লেষণ ও ফলাফল .......................................................................................৪৪

## অধ্যায় পাঁচ : ফলাফল উপস্থাপন

৫.১ ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি .........................৪৫
৫.১.১ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ............................................................................................৪৫
৫.১.২ উত্তরদাতাদের বয়স..............................................................................................৪৬
৫.১.৩ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ...........................................................................৪৭
৫.১.৪ উত্তরদাতারা ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু .........................................................................৪৮
৫.১.৫ উত্তরদাতারা ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু হওয়ার কারণ ......................................................৪৯
৫.১.৬ উত্তরদাতারা কার/ কাদের সাথে বসবাস করে...............................................................৪৯
৫.১.৭ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন...............................................................................৫০
৫.১.৮ উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের শিক্ষাগতযোগ্যতা...........................................................৫০
৫.১.৯ উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের পেশা...........................................................................৫১
৫.১.১০ উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় ....................................................................৫২
৫.১.১১ ছিন্নমূল শিশুদের সমস্যা অনুভব...........................................................................৫২
৫.১.১২ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য.............................................................৫৩
৫.১.১৩ উত্তরদাতাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য .........................................৫৩
৫.২ আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য ........................................................৫৩
৫.২.১ উত্তরদাতার বাসস্থানের ধরন ................................................................................৫৪
৫.২.২ বাসস্থান সংক্রান্ত সন্তুষ্টি .......................................................................................৫৬
৫.২.৩ আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান .......................................................................৫৬
৫.২.৪ উত্তরদাতাদের বাসস্থান নিরাপদ কতটুকু .................................................................৫৭
৫.২.৫ ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে নিরাপদ কতটুকু ...............................................................৫৮
৫.২.৬ নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে মন্তব্য.........................................................................৫৯
৫.৩ ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য ......................................................৫৯
৫.৩.১ উত্তরদাতারা দৈনিক কয় বেলা খাবার খেতে পান.........................................................৫৯

৫.৩.২ খাবার সংগ্রহের মাধ্যম ........................................................................................................৬০
৫.৩.৩ উত্তরদাতারা কোথায় খাবার খায় .................................................................................৬১
৫.৩.৪ উত্তরদাতারা পর্যাপ্ত খাবার পায় কি না ...........................................................................৬১
৫.৩.৫ উত্তরদাতারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় কি না .......................................................................৬২
৫.৩.৬ উত্তরদাতাদের খাবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কি না.......................................................................৬২
৫.৩.৭ উত্তরদাতাদের খাদ্যে পুষ্টিহীনতার কারণ .........................................................................৬৩
৫.৩.৮ অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণে সমস্যা হয়েছে কি না......................................................................৬৩
৫.৩.৯ বর্তমানে উত্তরদাতারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছে কি না ..........................................................৬৩
৫.৩.১০ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছে কি না ..................................................................................৬৪
৫.৩.১১ উত্তরদাতারা অসুস্থ হলে কি ব্যবস্থা নেন...........................................................................৬৪
৫.৩.১২ উত্তরদাতারা ধূমপান করে কি না .................................................................................৬৫
৫.৪ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস সংক্রান্ত তথ্য..........................................৬৫
৫.৪.১ উত্তরদাতাদের পেশা...................................................................................................৬৫
৫.৪.২ উত্তরদাতাদের আনুমানিক দৈনিক আয় ............................................................................৬৬
৫.৪.৩ অর্থনৈতিক উৎসের জন্য এই এলাকা নিরাপদ কি না এবং কারণ..............................................৬৭
৫.৫ নিগ্রহ, শোষণ ও নিপীড়নের শিকার সংক্রান্ত তথ্য..................................................................৬৭
৫.৫.১ ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে সমাজে নিগৃহীত হয়েছে কি না.......................................................৬৭
৫.৫.২ কেন সমাজে নিগৃহীত হয়েছেন বলে মনে করেন ...............................................................৬৮
৫.৫.৩ কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশি নিপীড়িত হয়েছে ...........................................................৬৮
৫.৫.৪ কি ধরনের শোষণ ......................................................................................................৬৮
৫.৫.৫ কেন নিপীড়িত হয়েছেন বলে মনে করেন ........................................................................৬৯
৫.৫.৬ পুলিশ কখনও মারধর বা ঝামেলা করেছে কি না.................................................................৬৯
৫.৫.৭ চাঁদা দিতে হয় কি না এবং কাদের ...............................................................................৬৯

## অধ্যায় ছয় : ফলাফল পর্যালোচনা

৬.১ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা .........................................................................................৭০
৬.২ সেকেন্ডারি সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ............................................................................৭১
৬.৩ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ...........................................................................................................৭১

## অধ্যায় সাত : উপসংহার ও সুপারিশমালা

৭. উপসংহার ও সুপারিশমালা.............................................................................................৭৩

*পরিশিষ্ট-১ : কেস স্টাডি*.....................................................................................................৭৬
*পরিশিষ্ট-২ : চেকলিস্ট*.......................................................................................................৮১
*পরিশিষ্ট-৩ : সাক্ষাৎকার অনুসূচী* .........................................................................................৮২
*গ্রন্থপঞ্জী* ......................................................................................................................৮৮

# সারণী শিরোনাম



| সারণী | শিরোনাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১ | উত্তর দাতাদের লিঙ্গ | ৪৫ |
| ০২ | উত্তরদাতাদের বয়স | ৪৬ |
| ০৩ | উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৪৭ |
| ০৪ | উত্তরদাতারা ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু | ৪৮ |
| ০৫ | উত্তরদাতারা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু হওয়ার কারণ | ৪৯ |
| ০৬ | উত্তরদাতারা কার/ কাদের সাথে বসবাস করে | ৪৯ |
| ০৭ | উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের শিক্ষাগতযোগ্যতা | ৫০ |
| ০৮ | উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের পেশা | ৫১ |
| ০৯ | উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় | ৫২ |
| ১০ | উত্তরদাতাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য | ৫৩ |
| ১১ | উত্তরদাতার বাসস্থানের ধরন | ৫৪ |
| ১২ | বাসস্থান সংক্রান্ত সন্তুষ্টি | ৫৬ |
| ১৩ | আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান | ৫৬ |
| ১৪ | উত্তরদাতাদের বাসস্থান নিরাপদ কতটুকু | ৫৭ |
| ১৫ | ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে নিরাপদ কতটুকু | ৫৮ |
| ১৬ | উত্তরদাতারা দৈনিক কয় বেলা খাবার খেতে পান | ৫৯ |
| ১৭ | খাবার সংগ্রহের মাধ্যম | ৬০ |
| ১৮ | উত্তরদাতারা কোথায় খাবার খায় | ৬১ |
| ১৯ | উত্তরদাতারা পর্যাপ্ত খাবার পায় কি না | ৬১ |
| ২০ | উত্তরদাতারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় কি না | ৬২ |
| ২১ | উত্তরদাতাদের খাবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কি না | ৬২ |
| ২২ | বর্তমানে উত্তরদাতারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছে কি না | ৬৩ |
| ২৩ | উত্তরদাতারা অসুস্থ হলে কি ব্যবস্থা নেন | ৬৪ |
| ২৪ | উত্তরদাতাদের পেশা | ৬৫ |
| ২৫ | উত্তরদাতাদের আনুমানিক দৈনিক আয় | ৬৬ |
| ২৬ | অর্থনৈতিক উৎসের জন্য এই এলাকা নিরাপদ কি না এবং কারণ | ৬৭ |
| ২৭ | ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে সমাজে নিগৃহীত হয়েছে কি না | ৬৭ |
| ২৮ | কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশি নিপীড়িত হয়েছে | ৬৮ |
| ২৯ | কেন নিপীড়িত হয়েছেন বলে মনে করেন | ৬৯ |

# অধ্যায় এক : ভূমিকা

## ১.১ ভূমিকা

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নদীভাঙন ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক প্রতিনিয়ত রাজধানী ঢাকামুখী হচ্ছে। ঢাকায় ৩০ হাজারেরও বেশি বস্তিতে প্রায় ৩৫ লাখ লোক বাস করে এবং প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য ও অসচেতনতার কারণে এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখাতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু, যার ৪০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় ৭৯ লাখ। এছাড়া রয়েছে লাখ লাখ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু।

শিক্ষানীতি ২০১০-এর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভাসমানসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সব ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। আর এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সিডিজির লক্ষ্য অর্জনের ১. দারিদ্র্য নিরসন ২. নারী ও মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন ৩. মানসম্মত শিক্ষা ৪, সুস্থ জীবন নিশ্চিতের ধারা বাস্তবায়নের জন্য এবং বাংলাদেশ সরকার গৃহীত রূপকল্প-২০২১, ৭ নং অনুচ্ছেদের ক, গ, ঘ, ঙ ও চ উপধারা যথাক্রমে মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সময়ের দাবি। বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনার বাইরে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সিডিজির লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়।

## ১.২ গবেষণার সমস্যার প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু রাস্তায় দিনাতিপাত করে, রাস্তায় কাজ করে, রাস্তায় ঘুমায়, যাদের নির্দিষ্ট কোনো আবাসস্থল নেই, প্রতিদিনের জীবনযাপন রাস্তাকে কেন্দ্র করে, তারাই ভাসমান। জাতিসংঘের তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বে ভাসমান পথশিশু রয়েছে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন। অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু জীবিকা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে দিনে বা রাতে রাস্তায় একা বা পরিবারের সঙ্গে বাস করে, তাদেরকে ভাসমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু বলা হয়। ক্ষুধা, বাল্যবিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, দারিদ্র্য, পুষ্টির অভাব, নদীভাঙন, মারাত্মক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত পিতা-মাতার অকাল মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মাদকাসক্ত কিংবা পিতা-মাতা সংসার পরিচালনায় অক্ষমসহ নানা কারণে ঢাকা শহরের দিন দিন ভাসমান তথা সুবিধা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায়, দেশে বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ ভাসমান রয়েছে; যার ৭৫ ভাগেরই বাস রাজধানী ঢাকায়।[১]

[১] এম. আফতাবুজ্জামান (২০১৭) : বাংলাদেশের পথশিশু সমস্যা ও আগামী বাজেট, *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৩ মে, *পৃষ্ঠা ১১*

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের (বিআইডিএস) হিসাবমতে, শুধু ঢাকা শহরে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু রয়েছে। এসব বিপুল সংখ্যক শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঢাকায় এদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে সদরঘাট, গাবতলী, সায়েদাবাদ, টঙ্গী, এয়ারপোর্ট ও কমলাপুর রেলস্টেশনে এদের অবস্থান বেশি লক্ষণীয়। উন্নত দেশে দেখা যায়, শিশুর সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করে। তেমনি আমাদের দেশের অবহেলিত শিশুদের সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্র নিলে সমাজে আর কোন অরাজকতার সৃষ্টি হবে না। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ (৬.৬ মিলিয়ন) যা পৃথিবীর মোট শিশু শ্রমিকের ২.৬ অংশ। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই শিশু, যাদের বয়স ষোল বছরের কম। সমীক্ষায় দেখা যায়, এদের প্রতি ১০০ জনে ১৯ জন শিশু শ্রমিক। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের রাস্তায় শিশুর সংখ্যা ১২ লাখ ৪৪ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশের শিশুশ্রম নিরসনে সরকার ৭১ কোটি ৩৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করবে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[১]

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে সর্বোচ্চ ছয় মাস থাকে। এদের মধ্যে ২৯ শতাংশ শিশু স্থান পরিবর্তন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারণে আর ৩৩ শতাংশ পাহারাদারের কারণে। উল্লেখ্য, এসব শিশু অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে খোলা আকাশের নিচে ঘুমানোর পরও তাদের ৫৬ শতাংশ শিশুকে মাসিক ১৫০-২০০ টাকা নৈশ প্রহরী, মস্তানদের দিতে হয়, যা অত্যন্ত অমানবিক (বিবিএস, ২০০২-২০০৩)। একই গবেষণায় বলা হয়েছে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রায় ৪৪ শতাংশ মাদকাসক্ত, ৪১ শতাংশ শিশুর ঘুমানোর কোনো বিছানা নেই, ১৯ শতাংশ শিশু বিভিন্ন সময় গ্রেফতারের শিকার হয়েছে; যাদের মধ্যে ৫০ ভাগ নির্দোষ। ৪০ শতাংশ শিশু প্রতিদিন গোসলহীন থাকে, ৩৫ শতাংশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, ৮০ শতাংশ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, ৮৪ শতাংশ কোনো শীতবস্ত্র নেই। ৫৪ শতাংশ অসুস্থ হলে দেখার কেউ নেই এবং ৭৫ শতাংশ শিশু অসুস্থতায় ডাক্তারের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে পারে না। এছাড়া বিভিন্নভাবে এসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়। ২০০5 সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫১ শতাংশ শিশু অন্যদের থেকে অশ্লীল কথা শুনে থাকে, ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয় মেয়েশিশু। এদের সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশ। আর ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভাসমান সার্বিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। [২]

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে নিচের বর্ণনাটি যথেষ্ট দুটি শিশু সন্তান নিয়ে রাজধানীর মগবাজার এলাকায় ভিক্ষা করেন রোজিনা বেগম (৩৮)। বড় ছেলের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর,

---

[১] এম. আফতাবুজ্জামান (২০১৭) : বাংলাদেশের পথশিশু সমস্যা ও আগামী বাজেট, *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৩ মে, *পৃষ্ঠা* ১১

[২] প্রাগুক্ত

ছোট ছেলেটি চারে পা দিয়েছে। অনেক আগেই তাদের ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন পিতা মোঃ মোসলেম। বাংলামোটর পরীবাগ রাস্তার ফুটপাতে পলিথিনের কুঁড়েঘরে থাকে তারা। দোকানদার ও ভাসমানচারীদের কাছে মা রোজিনা বেগম ভিক্ষা চাইলে শিশু দুটিও হাতপাততে শুরু করে। মায়াবি চেহারার শিশুদের হাতে টাকাও তুলে দেন ভাসমানচারীদের কেউ কেউ। কাউকে খেতে দেখলেই চাইতে থাকে শিশু দুটি। অনেকে খাবারের কিছু অংশ তাদের খাওয়ান। অজান্তেই মায়ের সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তি করে যাচ্ছে শিশু কাইয়ুম ও উমর। এভাবে এই দুটি শিশুর মতো দেশের অসংখ্য ভাসমানের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। তাদের অনেকেই নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সোশ্যাল এ্যান্ড ইকনোমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগামের (সিপ) 'ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অমানবিক জীবন ও বিভিন্ন সমস্যা শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থের অভাবে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ৭৫ ভাগ ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না। অসুস্থ হলে তাদের প্রায় ৫৪ ভাগের দেখাশুনার জন্য কেউ নেই। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রায় ৪০ ভাগ প্রতিদিন গোসল করতে পারে না। আর ৩৫ ভাগ শিশু খোলা জায়গায় পায়খানা করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে ওঠে তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে ভাসমানের সংখ্যা। দেশে বর্তমানে ভাসমানের সংখ্যা ১০ লাখ। অথচ ক্রমবর্ধমান এ শিশুদের কল্যাণে নেই কোন নীতিমালা। সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ অর্জন করতে হলে এখনই এ শিশুদের কল্যাণে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি প্রয়োজন। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রায় ৪৪ ভাগ ধূমপান করে এবং রাতে ঘুমানোর জন্য ৪১ ভাগ শিশুর কোন বিছানা নেই। কোন মতে খাবার জোগাড়ের জন্য ৮০ ভাগ ভাসমান বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। ৮৪ ভাগের কোন শীতবস্ত্র নেই। একটি যুগোপযোগী নীতিমালা না থাকায় এই ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ থাকলেও তার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এসব শিশু । ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উন্নয়নে মনোযোগী না হলে, সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন কঠিন হবে। বিগত সরকারের সময়ে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উন্নয়নে একটি কার্যকর ও পরিপূর্ণ নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শতকরা ৩৪ দশমিক ৮ ভাগ ভাসমান কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে ১ থেকে ৬ মাস। ২৯ ভাগ ভাসমান স্থান পরিবর্তন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারণে, আর ৩৩ ভাগ পাহারাদারদের কারণে। এরা ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটালেও প্রায় ৫৬ ভাগ শিশুকে মাসিক ১৫০-২০০ টাকা নৈশ প্রহরী বা মস্তানকে দিতে হয়। [১]

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ঢাকার একটি বড় সমস্যা ভাসমান। এসব ভাসমান পথে পথে থাকে। পথে বসবাসরত ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অনেকেই মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন। পথে কর্মরত ভাসমান যারা রাস্তায় জীবিকা নির্বাহ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারে ফিরে যায়। আর পথে সপরিবারে বসবাসরত ভাসমান যারা পরিবারসহ পথে বসবাস করে। রাজধানীর বিভিন্ন বস্তি, রাস্তার ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাস

[১] নিখিল মানখিন (২০১৫) : দেশে পথশিশু ১০ লাখ রাতে ঘুমানোর বিছানা নেই শতকরা ৪১ জনের, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২ অক্টোবর, পৃষ্ঠা ৩

টার্মিনাল ইত্যাদিতে এদের বসবাস। অবহেলা, অনাদর, অযত্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে ওঠে তারা। তাদের জীবনের মৌলিক অধিকারগুলো হতেও তারা বঞ্চিত। অনেকে স্কুলে গেলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়ে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তাদের অনেক ধরনের কাজের সঙ্গেই জড়িত হতে হয়। ভিক্ষা, ফুল, বিভিন্ন জিনিসপত্র রাজপথে ফেরি করা ছাড়াও গার্মেন্ট কারখানা, বাস-ট্রাকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে ভাগ্য বিড়ম্বিত এ শিশুরা। এ ধরনের কর্মক্ষেত্রের বেশিরভাগই শিশু ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ভাসমানের বিরাট অংশ বিভিন্ন অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। একটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ওই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি বিরাট অংশজুড়ে আছে ভাসমানরা। আর তাদের বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা চিন্তাও করা যায় না। শুধু সরকার, প্রশাসন, সংস্থাই নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়বদ্ধতা আছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে চলতে-ফিরতেই আমরা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দেখি। এই ভাসমানরা আজ কেন পথে, তা ভাবা প্রয়োজন। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভাসমানরা হয়তোবা পড়াশোনার সুযোগ পেলে জিপিএ ৫ বা দেশে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারত। অথচ তারা আজ নানা অপকর্মে লিপ্ত। যে সময়ে একটি কোমলমতি শিশুর বিদ্যালয়ে থাকার কথা, সেই সময়ে সে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবে এবং নানা অপরাধকর্মে লিপ্ত থাকবে। একটি সভ্য সমাজে এটি কীভাবে সম্ভব? মূলত পথে বসবাসরত ভাসমান যারা মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন। এটিও লক্ষ্য করা যায়, পথে কর্মরত ভাসমান যারা রাস্তায় জীবিকা নির্বাহ করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা পরিবারের কাছে ফিরে যায়। আর এক শ্রেণীর ভাসমান আছে, যারা সপরিবারে পথেই বসবাস করে।

এক গবেষণায় জানা যায়, সবচেয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতো বিষয়, এসব ভাসমানের একটা বিরাট অংশ বিভিন্ন অপরাধচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, ১০ থেকে ১৪ বা ১৮ বছর বয়সী অনেক ছেলেমেয়ে প্রকাশ্যে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করছে। ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের আশপাশের শিশুরাই। এমনকি আমার-আপনার শিশুটিও সেসব দেখে শিখছে বা মরণ নেশার পথে পা দিচ্ছে। এমনকি তারা নিজেরাও এসব মাদকদ্রব্য সেবন ও ব্যবহার করছে। কে বা কারা তাদের এসব মাদকদ্রব্যের জোগান দিচ্ছে– এমন প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব কোনো শিশুই দিতে পারে না। ভাসমানরা মাদকদ্রব্য বিক্রি ছাড়াও পকেটমার, চুরি, ছিনতাই, যৌনকর্মসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে। অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ ধারায় বলা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে দিয়ে যৌনকর্ম করানো যাবে না এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের ৩৭৫ ধারামতে, এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[১]

[১] নিখিল মানখিন (২০১৫) : দেশে পথশিশু ১০ লাখ রাতে ঘুমানোর বিছানা নেই শতকরা ৪১ জনের, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২ অক্টোবর, পৃষ্ঠা ৩

### ১.২.১ কেন শিশুরা এভাবে ভাসমান হচ্ছে

অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখে অনেক শিশুই স্কুল ছেড়ে হকারণ পেশার মাধ্যমে পারিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করছে। যে বয়সে শিশুদের পড়াশোনা করার কথা, সমবয়সীদের সাথে খেলার কথা সে বয়সে কাজ করছে। যে ব্যস্ত রাজভাসমান প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে জীবনের এক শিখর থেকে অন্য শিখরে দ্রত পৌঁছে দিচ্ছে, সেই রাজপথেই কিছু শিশু তাদের জীবনের অন্ধকারচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে মন্থর গতিতে ধাববান। গন্তব্যে পৌঁছানের জন্য আমরা যে ভাসমান ব্যবহার করি এই শিশুরা সেই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদেরই কেন্দ্র করে ঘর থেকে বের হয়। আমরা স্কুল যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, আনন্দ করছি। কিন্তু এই শিশুদের জন্য ভাবার কেউ নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে দেখেও আমরা আজ নির্বাক। তাদের মাঝে আমাদের অস্তিত্বের যে টিকে থাকার প্রশ্ন দীপ্তিমান তা আমরা আজ দেখেও না দেখার অভিনয় করছি। অপরাধী হয়ে কেউ জন্ম নেয় না। জন্মের পর পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মানবসন্তান অপরাধী হয়ে উঠে। ভালোবাসাহীনতা, বিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক অনাচার, শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ, অমানবিকতা প্রভৃতির শিশুর কোমল মন নানা কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে আর এ সব কারণে শিশু বিষণ্নতা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার কোমল মনে হতাশা আর ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের স্পৃহা, যার পরিণতিতে শিশু জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। সোনালী শৈশবে সে হয়ে উঠে অপরাধ জগতের বাসিন্দা। অনেক সচ্ছল পরিবারের বাবা-মা ভাবেন, অভাবী বা দরিদ্র পরিবারের সন্তানই কেবল অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, চাহিদা অনুযায়ী না পাওয়াসহ নানা কারণে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই অপরাধী কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। তবে উচ্চবিত্তের সন্তানরাও অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে যাবে না- এমনটা ভাবাও ভুল। রাজধানীসহ সারাদেশে এমন লাখ লাখ শিশু রয়েছে পথেই যাদের জন্ম ও বসবাস। পথে পথে বেড়ে ওঠা এমন শিশুদের ‘টোকাই’, ‘ভাসমানকলি’, ‘ছিন্নমূল’ বা ‘ভাসমান’ বলা হয়ে থাকে। পথে পথে বেড়ে ওঠা এসব কোমলমতি শিশুরা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। দিনে দিনে বেড়ে চলছে এদের সংখ্যা। অপরাধ কী বোঝার আগেই তারা ভয়াবহ অপরাধী হয়ে বেড়ে উঠছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে এসব শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের একটি বড় অংশ শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ভাড়ায় কাউকে খুন করা, নাশকতামূলক কাজ করা, ছিনতাই, মাদক বিক্রি, চুরির মতো অপরাধের সঙ্গে অবলীলায় জড়িয়ে যাচ্ছে তারা। বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন থেকেই তারা জড়িত হয়ে পড়ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। ভাসমানরা মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়া ছাড়াও তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সারাদেশে প্রায় ১৪ লাখ ভাসমান কোন না কোন মাদকে আসক্ত। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ সব ধরনের বাসস্ট্যান্ড, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিভিন্ন পার্কসহ রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মাদকাসক্ত শিশু-কিশোরদের হরহামেশাই দেখা যায়। তবে ঢাকার বাইরেও এরা সংখ্যায় কম নয়।[১]

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট (বিআইবিএস) ও ইউনিসেফের ২০০৫ সালের গবেষণা অনুযায়ী দেশে ৯ লাখ ৭৯ হাজার ৭২৮ জন ভাসমান ও পথশিশু আছে। এর মধ্যে ঢাকাতেই ৭ লাখ। ওই বছর শেষে দেশে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৫৪ জনে। আর ২০২৪ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬ লাখ ১৫ হাজার ৩৩০ জনে। অন্য একটি হিসাব মতে, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় ৭৯ লাখ। আর এ শিশুদের প্রায় ৪৫ লাখ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। এসব শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৬৪ লাখ গ্রামাঞ্চলে এবং বাকি ১৫ লাখ শহরে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে। পিতা-মাতা, আত্মীয় কিংবা স্বজনহারা শিশুরা জীবন-সংগ্রামে নামে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ৮৫ শতাংশই কোন না কোনভাবে মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ হেরোইন, ৪৪ শতাংশ ধূমপান, ২৮ শতাংশ বিভিন্ন ট্যাবলেট এবং ৮ শতাংশ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে থাকে। ঢাকা শহরে কমপক্ষে ২২৯টি স্পট রয়েছে, যেখানে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুরা মাদক সেবন করে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, ঢাকা বিভাগে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েশিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন জানায়, মাদকাসক্ত ৮০ শতাংশ ভাসমান মাত্র সাত বছরের মধ্যে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণা জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, মাদকাসক্ত শিশুদের ড্রাগ গ্রহণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ৪৪ শতাংশ ভাসমান, পিকেটিংয়ে জড়িত ৩৫ শতাংশ, ছিনতাইয়ে ১২ শতাংশ, মানবপাচার সহায়তা কাজে ১১ শতাংশ, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহায়তাকারী হিসেবে ৫ শতাংশ ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ অপরাধে জড়িত ২১ শতাংশ। এ ছাড়া বোমাবাজিসহ অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ১৬ শতাংশ ভাসমান। একাধিক গবেষণায় জানা যায়, বড় অপরাধী বা সন্ত্রাসী চক্র পর্দার আড়ালে থেকে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করে। রাস্তায় বেড়ে ওঠা এবং বস্তিতে বসবাস করা শিশুদের মাদকপাচার, চুরি, ছিনতাই, পিকেটিং, রাজনৈতিক মিছিল, জোর করে ভিক্ষাবৃত্তি, অস্ত্র বহনসহ নানা কাজে শিশুদের ব্যবহার করা হয় বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়। শিশু-কিশোররা ধরা পড়লেও সহজেই ছাড়া পেয়ে যায় বলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের ব্যবহার করা হয় নিশ্চিন্তে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডে এসব কাজে জড়িয়ে একপর্যায়ে এসব শিশু-কিশোর একসময় সমাজের শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্য মূল ভূমিকা পালন করে।[২]

---

[১] শর্মী চক্রবর্তী (২০১৫) : *অপরাধ চক্রের খপ্পরে পড়ে ১৪ লাখ পথশিশু মাদকাসক্ত হচ্ছে, দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ১৯

[২] প্রাগুক্ত

এছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাবও সমানভাবে দায়ী। আমাদের দেশে এই ভাসমানরা নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত। দিনে দিনে আরও অধিকসংখ্যক শিশু অপরাধ জগতে পা বাড়াচ্ছে। শহরে অপরাধের ধরনের জন্য ভাসমানরা খুবই আলোচিত। পথে-ঘাটে চুরি-ছিনতাই তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দ্বারা ডাকাতি, অপহরণ, মাদকপাচার ইত্যাদি অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ককটেল কিংবা পেট্রোলবোমা নিক্ষেপের কাজেও ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। হাল আমলের চলন্ত বাস থেকে মোবাইল, ভ্যানিটি ব্যাগ, গহনা-অলঙ্কার ইত্যাদি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার কাজেও এদের দেখা গেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের পেছনে বিরাট কোন সংঘবদ্ধ চক্রের অস্তিত্ব থাকে। ফলে তারা এ ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে সাহস পায়। শুধু ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দোষ দিলে ভুল হবে। অবস্থাসম্পন্ন ভদ্র ঘরের সন্তানদেরও এ ধরনের অসৎ কাজে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে তাদের অপরাধ করার কারণটা একটু ভিন্ন। কেউ কেউ নিতান্তই আগ্রহ কিংবা কৌতূহল বশে অপরাধের সঙ্গে জড়িত হলেও এদের মোটা অংশ মাদকের টাকা যোগাড় করতেই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এ মাদকের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ, এটা ভাসমান ও বড়লোকের ছেলেমেয়েদের সিংহভাগকেই অপরাধের দিকে ধাবিত করে। প্রতিদিন রাজধানীতে অসংখ্য ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি ছিনতাই হচ্ছে মোবাইল। চলতি পথে সাধারণ মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় একটি চক্র। অনুসন্ধানে জানা যায়, এসব ছিনতাইয়ের কাজে যারা জড়িত তাদের বেশির ভাগের বয়স ১০ থেকে ১৬ বছর। অনেক সময় চক্রটি সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে সাধারণ মানুষের মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফারিয়া সাফা রিক্সাযোগে কলাবাগান থেকে শাহবাগ যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল স্কুলপড়ুয়া ছোট ভাই। তাদের রিক্সা যখন সায়েন্সল্যাব ওভারব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছায়, ঠিক তখনি ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন তারা। সাফা জানান, রিক্সায় করে শাহবাগ যাওয়ার সময় একটা জরুরী কল আসায় মোবাইলটা হাতেই ছিল। এমন সময় রিক্সার পেছন থেকে ১৪/১৫ বছর বয়সী এক ছেলে কিছু বোঝার আগেই মোবাইলটা রিক্সার পেছন থেকে টান দিয়ে নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে পালিয়ে যায়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমি অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করলেও আশপাশের কেউ এগিয়ে আসেননি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নজরদারি, টহল এড়িয়ে এসব কিশোর ছিনতাইকারী নির্বিঘ্নে এসব অপরাধকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। রিক্সা, বাসের জানালা, সিএনজি কিংবা প্রাইভেট গাড়ির জানালা দিয়ে যেসব ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে এগুলোর বেশিরভাগই ঘটাচ্ছে ভাসমান কিংবা টোকাইরা। অনুসন্ধানে জানা যায়, সংসারের ঘানি টানতে কিংবা মাদকের টাকা যোগাড় করতে রোজগারের সহজ ভাসমান হিসেবে টোকাইরা ছিনতাইকে সহজ ভাসমান হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। আবার অভিভাবকহীন ভাসমানরা অনেক সময় ছিনতাই সিন্ডিকেট তৈরি করে সংঘবদ্ধভাবে ছিনতাই করছেন। বর্তমানে মিছিল-মিটিং, বিভিন্ন রাজনৈতিক শোডাউনে কিংবা হরতালের পিকেটিংয়ে অহরহ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, লোক সমাগম বাড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের। টাকার বিনিময়ে কিংবা একবেলা পেটপুরে খাওয়ার বিনিময়ে এসব দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে শিশুরা। শোডাউন ছাড়াও পিকেটিং, ভাংচুর কিংবা ককটেল নিক্ষেপের মতো বিপজ্জনক কাজেও ব্যবহার হচ্ছে টোকাইরা। অনুসন্ধানে জানা যায়, মিছিলে অংশ নিতে একজন

টোকাইকে একবেলা খাওয়াসহ ৫০ থেকে ১০০ টাকা দেয়া হয়। আবার অনেক সময় ঘণ্টাচুক্তিতেও শিশুদের মাঠে নামানো হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রধান নেতা তার অধীনের নেতাকে লোকসমাগম বাড়াতে কয়েকটা ট্রাক বা বাস ভরিয়ে লোক আনার নির্দেশ দেন। পরে অধীনের ওই নেতা ভাসমানের সিন্ডিকেটের প্রধানের সঙ্গে চুক্তি করেন। জানা যায়, বাস জ্বালানো বা ভাংচুর, ককটেল নিক্ষেপ এবং পেট্রোলবোমা নিক্ষেপেও ভাড়া খাটছে ভাসমানরা। তবে এ ধরনের কাজের জন্য তারা একটু বেশি টাকা নেয়। বাস জ্বালানো বা ভাংচুরের জন্য টোকাইরা নেন ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা ককটেল নিক্ষেপের ক্ষেত্রে ভাসমানরা পায় প্রতিটির জন্য ৫০০ টাকা। তবে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপের জন্য পায় কমপক্ষে দুই হাজার টাকা। জালভোট দেয়ার কাজেও ব্যবহার হয় ভাসমানরা। বিশিষ্টজনরা মনে করেন, হরতালের পিকেটিং কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশুদের ব্যবহার করা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ছাড়া কিছু নয়। পিকেটিংয়ের নামে অন্যের চলাচলের অধিকার লঙ্ঘন অন্যায় ও বেআইনী। এই বেআইনী কাজে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নামানো অবশ্যই নিন্দনীয়। রাস্তাঘাটে কিংবা পার্কে আজকাল অহরহ শিশুদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। দেখা যায় রাজধানীর কাওরানবাজারে গভীর রাতে ফুল বিক্রি করতে একদল শিশুকে। এসব শিশু সারাদিনের কাজ শেষে ঘরমুখো মানুষের কাছে ফুল বিক্রি করে। ফুল কেউ না নিলেও অনেক সময় টাকা দাবি করে তারা। বিষয়টি অনেকটা ভিক্ষার মতোই। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের জোর করে এই কাজে নামানো হয়েছে। দিনশেষে নির্ধারিত পরিমাণে টাকা নিয়ে না গেলে তাদের মারধর করা হয়। কাওরান বাজারের ভাসমান ঝুমাকে পথের ধারেই কাঁদতে দেখা যায়। কান্নার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ঝুমা বলে, 'হারাদিনে ৪০ টেহা কামাইছি দেইখা মায়ে আমারে খুব মারছে।' নিজের লম্বা চুল দেখিয়ে ঝুমা বলে, 'মায়ে কইছে কাইলকা ১০০ টেহা কামাবার না পারলে আমার চুল কাইটা দিব।' ঝুমার বয়স আর কতই বা হবে, বেশি হলে ৭ বছর। এ বয়সে তার স্কুলে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে জোর করে ভিক্ষাবৃত্তিতে পাঠানো হচ্ছে। পা ভাঙ্গা, হাতা ভাঙ্গা অনেক সময় বীভৎস ক্ষত নিয়ে শুয়ে ভিক্ষা করছে অনেকে। এদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এদের জোর করে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামানো হয়েছে। এ ধরনের ক্ষত নিয়ে যেসব শিশু ভিক্ষা করছে তাদের আশপাশেই থাকেন তাদের অভিভাবক; যারা দিনের শুরুতে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের বসিয়ে দিয়ে যায় আবার সময় হলে বাসায় নিয়ে যায়। ঢাকার বিভিন্ন বস্তির অলিগলিতে টোকাইয়ের কাজ করে এমন শিশুদের মাদক সেবনের দৃশ্য দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবেন। সারাদিন কাগজ বা অন্যান্য ভাঙ্গারির মালামাল কুড়িয়ে তা সংশ্লিষ্ট দোকানে বিক্রি করে যে টাকা আয় করে, তার প্রায় পুরোটাই তারা ব্যয় করে মাদক সেবনে। অধিক মুনাফালোভী একশ্রেণীর ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী স্কুল পড়ুয়া শিশুদের টোকাই বানিয়ে ফেলছে কৌশলে। টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের কাজে পাঠানো হচ্ছে। আবার একশ্রেণীর মাদক ব্যবসায়ী আছেন, যারা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দিয়েই মাদক সরবরাহ, ব্যবসা কিংবা পাচার করছে। রাজধানীতে এসব চিত্র অহরহ চোখে পড়ে। ফলে মাদক এসব শিশুর হাতের মোয়ায় রূপ নিয়েছে। কিছুদিন মাদক ব্যবসা কিংবা সরবরাহের কাজ করতে করতে এসব ভাসমান কয়েক দিনের মধ্যেই মাদক গ্রহণ করতে শুরু করে- কথাগুলো জানায়, কাওরানবাজার রেলগেট এলাকার টোকাই আরমান। আর এভাবেই তারা আসক্ত হয়ে

পড়ে মহামারী মাদকে। একসময় জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধের সঙ্গে। যাদের অধিকাংশের বয়স ১১ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।[১]

### ১.২.২ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অবহেলিত জীবন

আমাদের সকলের প্রাণের স্পন্দন বাংলাদেশ। যে দেশের মানব সম্পদ এবং মেধা সম্পদ দিয়ে অন্যান্য দেশ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসজ্জিত। অপরদিকে আমরা আজীবন গরিব দুঃখীই থেকে গেলাম। অথচ আমরা সারাজীবন শুধু অন্যদের প্রতিষ্ঠার গান শুনি, অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে নিজেদের উন্নতির কথাই ভুলে যাই। পরিপূর্ণ ভাবে ভুলে যাই কি করা উচিত ছিলো আর কি করছি! যার চূড়ান্ত কুফল আমাদেরকে চাক্ষুস দেখতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু শনির দশা পরিগ্রহ করছে।

### ১.২.৩ শিশু বলতে কাদের বোঝায়

আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ শিশু সনদে বর্ণিত ঘোষণা অনুযায়ী ১৮ বয়সের কম বয়সী সকলেই শিশু। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগই শিশু। বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতিতে শুধু ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের ১১ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক শিশু আবার ১৬ বছরের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু আইনে ১৫ বছরের কম বয়স্কদের শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্যানেল কোড এর ধারা অনুযায়ী। শিশু নির্ধারণে বয়স সীমায় মত পার্থক্য থাকতে পারে। তবে তা কখনোই ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয়।

### ১.২.৪ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু বলতে কাদের বোঝায়

যে সব শিশু পিতৃ কিংবা মাতৃহীন, মা তালাকপ্রাপ্ত কিংবা বাবা মারাত্মক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, মাদকাসক্ত কিংবা পিতা-মাতা সংসার চালাতে পারছে না, সেই সব ঘরের বাইরে রাস্তায় এসে বসবাস শুরু করে তাকে ভাসমান শিশু বলে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। এরা সঠিকভাবে শিশুদের গড়ে তুলতে পারে না। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। তারা ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো খাবার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার/ সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এসব শিশুই তখন জীবন সংগ্রামে নেমে বিভিন্ন কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে- কুলি, হকার, রিক্সা শ্রমিক, ফুল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, হোটেল শ্রমিক, বুনন কর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োজিত করা হয়। সে বয়স থেকেই শিশুকে ধরতে হচ্ছে সংসারের হাল। মোটর, রিক্সা, সাইকেল নির্মাণ বিদ্যুৎ ইটভাটা, হোটেল, রেস্টুরেন্টে, রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী, ওয়েলডিং কারখানায় গার্মেন্টস, জুটমিল, কৃষিসহ বিভিন্ন কাজে শিশুরা জীবন জীবিকার ভাসমান খোঁজে। অনেকেই ট্যাক্সি, ম্যাক্সি, টেম্পু,

---

[১] শর্মী চক্রবর্তী (২০১৫) : *অপরাধ* চক্রের খপ্পরে পড়ে ১৪ লাখ পথশিশু মাদকাসক্ত *হচ্ছে*, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ১৯

মাইক্রোবাসের হেলপার, কেউবা চালাচ্ছে রিক্সা, কেউ কাঠমিস্ত্রির সহকারী। অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে শিশুরা। জলন্ত কয়লার লেলিহান আগুনের শিখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে শিশুরা। এতে ওদের শারীরিক, মস্তিষ্ক গঠনেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ফলে ওদের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এসব শিশু, অনেক সময় পঙ্গুত্ববরণ করে, জীবনী শক্তি ক্ষয়ে অনেক শিশু মারাও যাচ্ছে। দেশের সরকার এবং সচেতন নাগরিকগণ এ ব্যাপারে নির্বাক থাকছেন।[১]

ঢাকা শহরের অতি পরিচিত দৃশ্য হচ্ছে, বস্তা হাতে টোকাই বা ভাসমান শিশুদের বিচরণ। মূলত রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট বস্তুগুলো কুড়ানোই এদের মূল কাজ। প্রায়ই খালি গায়ে কিংবা ছেঁড়া ময়লাযুক্ত জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় এসব শিশু। নিছক জীবিকা বা বাবা-মাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগানোর জন্য কাঁচা বয়সে তাদের এই রকম জীবন যাপন। রাস্তার সিগন্যাল, ফুটপাথ, রেলওয়ে স্টেশন বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় ভাসমান শিশুরা ফুল বিক্রি করছে। তাদের কাছ থেকে আমরা ১০ টাকা দিয়েও ফুল কিনতে চাই না। অথচ ফুল বিক্রি করার ঐ সব মুহূর্তগুলোর যেসব ছবি ফটোগ্রাফার'রা তোলে, সেটা নিয়ে প্রদর্শনী/ এক্সিবিশন হয় এবং আমরা সেগুলো বেশ টাকা খরচ করে দেখি এবং কিনেও আনি! মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফার'রা পুরস্কৃত হন কিন্তু পথের শিশুরা পথেই রয়ে যায়। অপরদিকে, সোশ্যাল মিডিয়াতে এসব ছবি শেয়ার করে লাইক শেয়ার ইত্যাদি ভিক্ষা চাওয়া হয়। অনেকে খুব কষ্ট পেয়েছেন বলে মন্তব্যও করে থাকেন। কিন্তু তাতে কি এসব শিশুদের কোন লাভ হচ্ছে? তাদের যাপিত জীবন আগেও কষ্টের মধ্যে ছিলো এখনো আছে।

মানুষ হিসেবে আমরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। কিন্তু কথায় আছে, আবেগ দিয়ে ভালোবাসা হয়, জীবন চলে না। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জীবনেও হয়তো ভালোবাসা আছে কিন্তু জীবন চলছে তিমিরাবগুণ্ঠিতভাবে। যে বয়সে শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, বিভিন্ন খেলা করে হাসি আনন্দে বেড়ে ওঠার কথা। অথচ সে বয়স থেকেই শিশুকে ধরতে হচ্ছে সংসারের হাল। মোটর, রিক্সা, সাইকেল নির্মাণ বিদ্যুৎ ইটভাটা, চা স্টল, হোটেল, রেস্টুরেন্টে, রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী, ওয়েলডিং কারখানায়, গার্মেন্টস, জুটমিল, কৃষিসহ বিভিন্ন কাজে শিশুরা জীবন জীবিকার ভাসমান খোঁজে। অনেকেই ট্যাক্সি, ম্যাক্সি, টেম্পু, মাইক্রোবাসের হেলপার, কেউবা চালাচ্ছে রিক্সা, কেউ কাঠমিস্ত্রির সহকারী। অভাবের তায়নায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে শিশুরা। জলন্ত কয়লার লেলিহান আগুনের শিখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে শিশুরা। এতে ওদের শারীরিক, মস্তিষ্ক গঠনেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ফলে ওদের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এসব শিশু, অনেক সময় পঙ্গুত্ববরণ করে, জীবনী শক্তি ক্ষয়ে অনেক শিশু মারাও যাচ্ছে। দেশের সরকার এবং সচেতন নাগরিকগণ এ ব্যাপারে নির্বাক থাকছেন। অথচ তাদের একটু সহানুভূতিই বদলে দিতে পারতো এসব শিশু শ্রমিকের জীবন।

---

[১] সাজিদা ইসলাম পারুল (২০১৭) : বস্তির অন্ধকারে অসহায় পথশিশুরা, *দৈনিক সমকাল*, ১৫ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৬

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এসব শিশু পিতৃ কিংবা মাতৃহীন, মা তালাকপ্রাপ্ত কিংবা বাবা মারত্মক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, মাদকাসক্ত কিংবা তারা কর্মহীন থাকতে বেশি পছন্দ করেন। অর্থ উপার্জনের ভার এসে বর্তায় তাদের উপর। সংসারের হাল ধরতেই শিশুরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। শিশু শ্রমিকদের বয়স ১০ থেকে ১৪/১৫ বছর। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়ে রাতের অনেকটা সময় জুড়ে ওরা কাজ করে। একটু ভুল হলেই মালিকের হাতে মার খেতে হয়। কখনও কখনও তাকে চাকরি হারাতে হয়। সারাদিনে কাজের ধরন বুঝে ২/৩ বেলা খাবার পায় এই শিশু শ্রমিকেরা। দিন শেষে ২০ থেকে ৫০/৬০ টাকা কিংবা মাস শেষে ৫০০/৬০০ টাকা পেয়ে থাকে। যা তাদের শ্রম এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য। মালিক পক্ষের কাছে কোন দাবি তুললেই চাকরিচ্যুত হতে হয়। এভাবেই চলছে তাদের কষ্টময় জীবন।[১]

অনেক সময় চোখে পড়ে এ সকল ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু ভিক্ষাবৃত্তির সাথেও জড়িয়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়। একটা দুষ্টু চক্র খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই শিশুদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেবার। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাতে এসব মহল নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হলেও তারা স্ব-অবস্থানেই থেকে যাচ্ছে। কথিত আছে, এসব শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তির উপযোগী বানানোর জন্যে হাত-পা ভেঙ্গে বা খোড়া করে দেয়া হয়। চোখ উপড়ে ফেলতেও তারা দ্বিধা করে না! অথচ আমরা সব জেনেও। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে দুটি পর্যায়ে ৪০ হাজার শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ৫০ হাজার শিশু শ্রমিকের পিতা-মাতাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় ধাপে সরকার ৫০ হাজার শিশু শ্রমিককে ১৮ মাস মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে এদের মধ্যে ৫০ শতাংশকে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজস্ব খাত থেকে ৬৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জুন মাসে সম্পন্ন হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চতুর্থ পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ৭১ কোটি ৬৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। একই সঙ্গে প্রকল্পের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) গঠন করা হয়েছে।

আমাদের সংবিধানে প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু রাজনীতিবিদরা ব্যস্ত আছেন নিজের মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করার নিমিত্বে। শুধু তাদের মৌলিক চাহিদা বললে বড্ড ভুল হবে, বলা উচিত তাদের আগামী চৌদ্দ পুরুষ যেন মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত না হন সে লক্ষ্যে সম্পদের পাহাড় গড়ছেন। আর যাদের মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়ার কথা ছিলো তারাই হচ্ছেন মূলত উপেক্ষিত।

---

[১] আনোয়ারুল ইসলাম (২০১৫) : রাজধানিতে অর্ধ লক্ষ পথশিশু মাদকাসক্ত, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৯ জুন, *পৃষ্ঠা ৮*

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট (বিআইডিএস) ও ইউনিসেফের ২০০৫ সালের গবেষণা অনুযায়ী দেশে ৯ লাখ ৭৯ হাজার ৭২৮ জন ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা শহরে রয়েছে ৭ লাখ ভাসমান শিশু। চলতি বছর শেষে দেশে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৫৪ জনে। আর ২০২৪ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬ লাখ ১৫ হাজার ৩৩০ জনে। অন্য একটি হিসাব মতে, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় ৭৯ লাখ। আর এ শিশুদের প্রায় ৪৫ লাখ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। এসব শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৬৪ লাখ গ্রামাঞ্চলে এবং বাকি ১৫ লাখ শহরে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে। পিতা-মাতা, আত্মীয় কিংবা স্বজনহারা শিশুরা জীবন-সংগ্রামে নামে। অচেনা এ শহরে কাজের অভাবে খেয়ে না খেয়ে তাদের রাত কাটে রাস্তার ধারে বা সরকারি স্থাপনার খোলা বারান্দা বা রেললাইনের পাশে। অভিভাবকহীন এসব শিশুর ভাসমানচলা শুরু হয়েছে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো। এভাবে অধিকাংশ শিশু-কিশোর ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে নেশা ও চুরি-ছিনতাইসহ অপরাধ জগতের অতল গহ্বরে।[১]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ৮৫ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ হেরোইন, ৪৪ শতাংশ ধূমপান, ২৮ শতাংশ বিভিন্ন ট্যাবলেট এবং ৮ শতাংশ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে থাকে। ঢাকা শহরে কমপক্ষে ২২৯টি স্পট রয়েছে, যেখানে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুরা মাদক সেবন করে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, ঢাকা বিভাগে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েশিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন জানায়, মাদকাসক্ত ৮০ শতাংশ ভাসমান মাত্র সাত বছরের মধ্যে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।[২]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণা জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, মাদকাসক্ত শিশুদের ড্রাগ গ্রহণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ৪৪ শতাংশ ভাসমান, পিকেটিংয়ে জড়িত ৩৫ শতাংশ, ছিনতাই, নেশাদ্রব্য বিক্রয়কারী, আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসীদের সোর্স এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ২১ শতাংশ শিশু। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন বস্তির অলিগলিতে টোকাইয়ের কাজ করে এমন শিশুদের মাদক সেবনের দৃশ্য দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবেন। সারা দিন কাগজ বা অন্যান্য ভাঙ্গারির মালামাল কুড়িয়ে তা সংশ্লিষ্ট দোকানে বিক্রি করে যে টাকা আয় করে, তার প্রায় পুরোটাই তারা ব্যয় করে মাদক সেবনে। অধিক মুনাফালোভী একশ্রেণীর ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী স্কুল পড়ুয়া শিশুদের টোকাই বানিয়ে ফেলছে কৌশলে। টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের কাজে পাঠানো হচ্ছে। আবার একশ্রেণীর মাদক ব্যবসায়ী আছেন, যারা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দিয়েই মাদক সরবরাহ, ব্যবসা কিংবা পাচার করছে। রাজধানীতে এসব চিত্র অহরহ চোখে পড়ে। ফলে মাদক এসব শিশুর হাতের মোয়ায় রূপ নিয়েছে। কিছুদিন মাদক ব্যবসা কিংবা সরবরাহের কাজ করতে করতে এসব ভাসমান কয়েক দিনের মধ্যেই মাদক গ্রহণ করতে শুরু করে।

[১] সাজিদা ইসলাম পারুল (২০১৭) : বস্তির অন্ধকারে অসহায় পথশিশুরা, *দৈনিক সমকাল*, ১৫ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৬

[২] মোঃ ওসমান গনি (২০১৮) : ভাসমান শিশুদের রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৫

কথাগুলো জানায়, কারওয়ান বাজার রেলগেট এলাকার টোকাই আরমান। আর এভাবেই তারা আসক্ত হয়ে পড়ে মহামারী মাদকে। একসময় জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধের সঙ্গে। যাদের অধিকাংশের বয়স ১১ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।

### ১.২.৫ যেভাবে অপরাধী হয়ে উঠে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরা

বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন থেকেই তারা জড়িত হয়ে পড়ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। ভাসমানরা মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়া ছাড়াও তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে প্রায় ১৪ লাখ ভাসমান কোনো না কোনো মাদকে আসক্ত। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ সব ধরনের বাসস্ট্যান্ড, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিভিন্ন পার্কসহ রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মাদকাসক্ত শিশু-কিশোরদের হরহামেশাই চোখে পড়বে। তবে ঢাকার বাইরেও এরা সংখ্যায় কম নয়। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভাসমানের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। এদের দেখা যায় বিভিন্ন বস্তি এলাকা ছাড়াও বহদ্দারহাট, রেলওয়ে স্টেশন, কোতোয়ালি ও রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায়। মাদক গ্রহণসহ এদের মধ্যে কেউ কেউ মাদক পাচারসহ নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

দিন দিন সারা দেশে বাড়ছে এসব ভাসমানের সংখ্যা। তাদের দ্বারা বাড়ছে অপরাধ। সেই সঙ্গে বাড়ছে মাদক সেবনকারীর সংখ্যা। ইউনিসেফ বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের কল্যাণে কাজ শুরু করেছে। ঢাকার লালবাগ, সদরঘাট, মোহাম্মদপুর, মহাখালী বাসস্ট্যান্ড, গুলশান, বাড্ডা, মিরপুর ও কারওয়ান বাজার এলাকায় তাদের পরিচালিত স্কুল এদের জীবনমান পরিবর্তনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশেই প্রত্যেকটি জেলা শহরে অনেক ভাসমান রয়েছে। এসব ভাসমানের জন্য সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠন যে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সরকারের এ বিষয়ে নজর দেয়া খুবই জরুরি।

### ১.২.৬ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়, বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মনিটরিং করার জন্য নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্পটগুলোতে টহল পুলিশ রয়েছে। এছাড়া রাতে পুলিশের বিশেষ টিম জনগণে নিরাপত্তায় নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা চিহ্নিতদের আইনের আওতায় এনেছি। কেউ যদি ছিনতাই বা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দ্বারা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন তাহলে অভিযোগ করলে আমরা বিষয়টি তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক মেজর মাকসুদুল আলম বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জনগণের সেবায় এবং নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভাসমান শিশুদের বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। এ ব্যাপারে র‍্যাব নিয়মিত মনিটরিং করছে। অভিযোগ পেলে আমরা ব্যবস্থা নেব। অনেক সময় র‍্যাব অভিযান চালিয়ে ছিনতাই এবং মলমপার্টির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

### ১.২.৭ বিশেষজ্ঞ অভিমত : এনজিওগুলোর এগিয়ে আসা উচিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বলেন, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্য মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাবও সমানভাবে দায়ী। আমাদের দেশে এই শিশুরা নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত। দিনে দিনে আরও অধিক সংখ্যক শিশু অপরাধ জগতে পা বাড়াচ্ছে। ছোটবেলায় পারিবারিক বন্ধনের মাঝে থেকে এই অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারলেও একটু বড় হওয়ার পর এই বন্ধন স্বভাবতই আলগা হয়ে পড়ে। যাদের পরিবারের বালাই নেই, তারা শুরু থেকেই নানা অপরাধমূলক কাজে সিদ্ধহস্ত হয়। ঠিক কত শতাংশ শিশু এই ধরনের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। এ ব্যাপারে যা আছে, তা কেবল ধারণা মাত্র। অপরাধের ধরন ভিন্ন হলেও গ্রাম কিংবা শহর, এই দুই জায়গাতে সমানভাবেই ভাসমানরা অপরাধে লিপ্ত। শহরে অপরাধের ধরনের জন্য ভাসমানরা খুবই আলোচিত। পথে-ঘাটে চুরি-ছিনতাই তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দ্বারা ডাকাতি, অপহরণ, মাদক পাচার ইত্যাদি অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ককটেল কিংবা পেট্রোলবোমা নিক্ষেপের কাজেও ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। হাল আমলের চলন্ত বাস থেকে মোবাইল, ভ্যানিটি ব্যাগ, গহনা-অলংকার ইত্যাদি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার কাজেও এদের দেখা গেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের পেছনে বিরাট কোনো সংঘবদ্ধ চক্রের অস্তিত্ব থাকে। ফলে তারা এ ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে সাহস পায়। শুধু ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দোষ দিলে ভুল হবে। অবস্থাসম্পন্ন ভদ্র ঘরের সন্তানদেরও এ ধরনের অসৎ কাজে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে তাদের অপরাধ করার কারণটা একটু ভিন্ন। কেউ কেউ নিতান্তই আগ্রহ কিংবা কৌতূহল বশে অপরাধের সঙ্গে জড়িত হলেও এদের মোটা অংশ মাদকের টাকা জোগাড় করতেই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই মাদকের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ, এটা ভাসমান ও বড়লোকের ছেলেমেয়েদের সিংহভাগকেই অপরাধের দিকে ধাবিত করে।

এ সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে অধ্যাপক জিয়া বলেন, প্রতিকার দু'ভাবে করা সম্ভব। প্রথমত রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট পলিসি তৈরি করা উচিত। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাদানের পাশাপাশি ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা উচিত। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পুনর্বাসনের

জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত ফান্ড থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরিবার ও সমাজের শিক্ষাটাই বড় ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা পারিবারিক শিক্ষা এবং সঠিক সামাজিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন এনজিওর এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে একেবারে অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে। এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজের ভলান্টিয়ারি করানো যেতে পারে। বিভিন্ন চ্যারিটেবল কাজে তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তাহলেই সমাজে ধীরে ধীরে শিশু অপরাধ কমে আসবে।

আমাদের সকলের প্রাণের স্পন্দন বাংলাদেশ। যে দেশের মানব সম্পদ এবং মেধা সম্পদ দিয়ে অন্যান্য দেশ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসজ্জিত। অপরদিকে আমরা আজীবন গরিব দুঃখীই থেকে গেলাম। অথচ আমরা সারা জীবন শুধু অন্যদের প্রতিষ্ঠার গান শুনি, অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে নিজেদের উন্নতির কথাই ভুলে যায়। পরিপূর্ণভাবে ভুলে যায় কি করা উচিত ছিল আর কি করছি! যার চূড়ান্ত কুফল আমাদেরকে চাক্ষুস দেখতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে শিশু শ্রম শনির দশা পরিগ্রহ করছে। শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষ থেকে কিছুটা আলাদা। এটা বোঝাতে গেলে হয় বোকা সাজতে হবে নইলে অন্যকে বোঝাতে ব্যর্থ হতে হবে। শিশু শ্রম নিয়ে অনেক আইন আছে সুপ্রিম কোর্টের বড় বড় বইয়ের পাতায়। কিন্তু কার্যকরের বেলায় আইন থাকে শূন্যের কোটায় যার ফলে শ্রমিক শিশুরা করে মানবেতর জীবন যাপন আর থাকে বস্তিতে ।

“শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ” আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, শিশুদের মধ্যেই সুপ্ত থাকে ভবিষ্যতের কত কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিভা। দেশে ঘটা করে ‘ভাসমান দিবস’ ২ অক্টোবর পালন করা হয়। শিশু বিষয়ক আরও যে সব দিবস রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস, কন্যা শিশু দিবস ৩০ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব শিশু দিবস ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ বা শিক্ষাবিদ এসে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে যান। তাতে সমবেদনা ঝরে, এমনকি করণীয় কর্মসূচির কথাবার্তাও উচ্চারিত হয়। ওই ‘শিশু দিবস’ উপলক্ষে প্রকাশিত, প্রচারিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় গোলগাল, অতিপুষ্ট শিশুদের হাসিহাসি মুখ। বলা বাহুল্য এসব ছবি বিত্তবান, উচ্চমধ্যবিত্ত, পরিবারভুক্ত শিশুর, অতিপুষ্ট যাদের কারো কারো অন্য সমস্যা। অন্যদিকে অধিবাসী শিশু, শ্রমজীবী পরিবারের শিশু (শহর বা গ্রামের), এমনকি নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুও রোগে বা অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টিই এদের প্রধান ব্যাধি। এদের তো বিজ্ঞাপনে দেখানো চলে না।অনেক ছিন্নমূল শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনাদরে অবহেলায় মানুষ হচ্ছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এ দেশের দরিদ্র ও অসহায় শিশুরা। রাজধানী ঢাকায় কয়েক দশক ধরে দেখছি এদের, এবং এদের একাংশ অসহায় ভাসমান। একসময় এদের ‘ভাসমানকলি’র শোভন নামে আখ্যায়িত করে স্বাভাবিক জীবনস্রোত ফিরিয়ে নেবার পরিকল্পনা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত তা বেশি দূর এগোয়নি। ওদের ভাগ্য রাজপথেই নির্ধারিত থাকে। জীবনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিন্নমূল ও ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সাহায্য দু-একটি এনজিও এগিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত অবস্থার হেরফের হয়নি। তাই স্বনামখ্যাত কার্টুনশিল্পী রফিকুন নবীর তুলিতে, কলমে

এরা ‘টোকাই’ নামে পরিচিতি পেয়ে যায়। শিক্ষিত মহলের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এরা এক অর্থে পরিবার বর্জিত, সমাজের উপেক্ষিত সদস্য।

ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের নিয়ে কেক কাটা, বছরে একদিন তাদের সঙ্গে ইফতার করা, শিশু দিবসে কিছু প্রোগ্রাম করা; এতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে পথের ফুলকলি শিশুদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। অন্যদিকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থমকে গেছে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া পর্যন্ত। তা বাস্তবায়নের মুখ খুব কমই দেখা গেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) করেছিলেন। যার মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি আদায়, সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও খারাপ কাজে ব্যবহার হওয়া ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু জাতির জনকের মৃত্যুর পর অনেক বছর পরও তা আলোর মুখ দেখেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিশুবান্ধব নানা কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যদিও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩তে সুবিধা বঞ্চিত তথা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে বেশকিছু শিশুবান্ধব উদ্যোগ লক্ষ করার মতো। তাই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাস্তব অবস্থা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে ঘোষণা করেন: ‘আমাদের শিশুরা কেন রাস্তায় ঘুমাবে? একটা শিশুও রাস্তায় ঘুমাবে না, একটা শিশুও এভাবে মানবেতর জীবনযাপন করবে না’। তিনি ওই বছরই মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণেরও তাগিদ দেন। পরবর্তীতে ওই দুটি মন্ত্রণালয় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে সব কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখেনি। মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মোট বরাদ্দের ২ হাজার ১৫১ দশমিক ২ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় হয় ১ হাজার ৮৫৪ দশমিক ৭ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা এবং নারী উন্নয়নে ব্যয় হয় ১ হাজার ৬৫৬ দশমিক ৩২৫ কোটি টাকা। আর ভাসমান পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যয় হয় ৩ দশমিক ২ হাজার ৭৮ কোটি টাকা এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ব্যয় হয় ১ দশমিক ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এ বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থ সুবিধাভোগীদের চেয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকতা-কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খাতে খরচ হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শিশু বাজেটের ১০০ কোটি টাকা অলস পড়ে থাকে। সরকারের সাতটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ বাজেটটি খরচ করার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো যথাযথ পরিকল্পণা নিতে না পারায় কাজটি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

তাই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের কল্যাণে সত্যিই কিছু করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হয়ে বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে। আগামী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রয়োজনে ১ হাজার কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিতে হবে। একইসঙ্গে ভাসমান প্রকল্পটি সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণার অন্তর্ভুক্ত করে এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া এবং বাজেটটি রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা, আর একনেকের মাধ্যমে প্রকল্প ও বাজেটের অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। ভাসমান কার্যক্রমের সুফল আনতে হলে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ভাসমান

কার্যক্রমকে যে কোনো একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে ভালো হয়। এছাড়া ভাসমান নিয়ে যেসব অভিজ্ঞ সংস্থা কাজ করছে, তাদের নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জন্য এগিয়ে আসছে সরকারী-বেসরকারী সংস্থা। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বর্তমান সরকার ৪০ হাজার ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে আট হাজার শিশুকে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে। তারা নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। মন্ত্রণালয় তাদের লেখাপড়ার তদারকিও করছে। পর্যায়ক্রমে সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এদিকে সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউসেফের মতো কিছু সংস্থা ও মানবাধিকার কর্মীরা সীমিত পরিসরে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজের সুযোগও করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে টাকা দিয়েও সহায়তা করছে। এছাড়া ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের স্বপ্নপূরণ করার জন্য অপরাজেয় বাংলাদেশ, পদক্ষেপ, বার্ড, বিকবাংলাদেশ, টিএসটিসি, সুইশ বাংলাদেশ, জাগো ফাউন্ডেশন, একমাত্রা, এএসডিসহ বেশ কয়েকটি এনজিও কাজ করছে। এসব এনজিওগুলোর মধ্যে কিছু এনজিওতে ডে-নাইট উভয় সময়ই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে অধিকাংশ ভাসমানই এসব ডে কেয়ার সেন্টারের কথা জানে না। অপরাজেয় বাংলাদেশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সহায়তাসহ নানারকমের পড়াশোনা ও খেলাধুলার কাজে নিয়োজিত করে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে।

তাই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের কল্যাণে সত্যিই কিছু করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হয়ে বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে। আগামী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রয়োজনে ১ হাজার কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিতে হবে। একইসঙ্গে ভাসমান প্রকল্পটি সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণার অন্তর্ভুক্ত করে এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া এবং বাজেটটি রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা, আর একনেকের মাধ্যমে প্রকল্প ও বাজেটের অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। ভাসমান কার্যক্রমের সুফল আনতে হলে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ভাসমান কার্যক্রমকে যেকোনো একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে ভালো হয়। এছাড়া ভাসমান নিয়ে যেসব অভিজ্ঞ সংস্থা কাজ করছে, তাদের নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

তাই এসব ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করতে সবার আগে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বাস্তব কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এর সঙ্গে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম পরিকল্পনাকারী সংস্থাকে সংগঠিত করে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য আরো বাস্তব সেবামূলক কর্মসূচি বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ড্রপ ইন সেন্টার

(ডিআইসি), উন্মুক্ত ভাসমান স্কুল, শেল্টার, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি। আর এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিশুদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞ বিভিন্ন এনজিওকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

## ১.৩ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে দেশে বড় বড় সমস্যার মধ্যে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু সমস্যা অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল শিশুদের বিদ্যমান পরিস্থিতি গোটা জাতির জন্য আজ শংকার কারণ। বিশেষ করে রাজধানীর বিভিন্ন বস্তি ও রাস্তাঘাটে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উপস্থিতি উদ্বেগজনক। সমাজ ও দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যের একটি প্রধান প্রেক্ষিত শিশু উন্নয়ন। প্রচলিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারায় শিশুর জন্য ছিল, পৃথক বরাদ্দ, পৃথক লক্ষ্য। পঞ্চম পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের জন্য উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এতে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সমস্যা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন না থাকায় শিশুদের প্রতি বৈষম্য-নির্যাতন এখনো চলছে। অহরহই হরণ করা হচ্ছে তাদের অধিকার। এ সকল ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরর পুনর্বাসন ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত ও টেকসই কাজের প্রতুলতা রয়েছে। সামাজিক গবেষণা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির এক অপরিহার্য বাহন। সভ্যতা আধুনিকায়নের বিকাশে সামাজিক গবেষণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে আসছে। সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক গবেষণার প্রকৃত উন্মেষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে থাকলেও সামাজিক গবেষণার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য অতি প্রাচীনকালের। আধুনিক সভ্যসমাজ সামাজিক গবেষণার পথ নির্দেশ ছাড়া এক পাও অগ্রসর হতে পারে। কেননা সামাজিক গবেষণা সুপরিকল্পনার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ নগরায়নের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিকল্পিত হচ্ছে ঢাকা শহরে। ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ছিল ৬০ লাখ ৪৮ হাজার এবং ২০২৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫ মিলিয়নে। এ সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

## ১.৪ গবেষণার সমস্যা

একজন গবেষকের জন্য গবেষণা কার্যক্রমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে গবেষণার সমস্যা নির্বাচন। গবেষণা সমস্যা বলতে বুঝায় মূলত গবেষণার বিষয় অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে জনমনে ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে এবং তার উত্তর সন্ধান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। সাধারণত গবেষক এমন একটি বিষয়ে গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন যার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত কোন না কোন পর্যায়ে সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসতে পারে।

এক্ষেত্রে আমার নির্ধারিত গবেষণার বিষয় হচ্ছে, ‘ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা’। বর্তমানে এসব শিশু কিভাবে দিনাতিপাত করছে ওদের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কেমন তা খুঁজে বের করাই হচ্ছে, এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

## ১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অন্য কথায় গবেষণা হলো পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান বা পুনরায় অনুসন্ধান। আর এ অনুসন্ধান কার্যটি পরিচালনার পশ্চাতে থাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য। কারণ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। অনুরূপভাবে আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণার পেছনেও বেশকিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা এই গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার উদ্দেশ্য মূলত নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর।

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা। প্রধান উদ্দেশ্যকে ভাঙ্গলে পাঁচটি গৌণ উদ্দেশ্য জানা যায়।

**এই পাঁচটি উদ্দেশ্য হলো-**

১. ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি জানা।
২. আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য জানা।
৩. ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য জানা।
৪. জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস সংক্রান্ত তথ্য জানা এবং
৫. নিগ্রহ, নির্যাতন ও নিপীড়ণের শিকার সংক্রান্ত তথ্য জানা।

# অধ্যায় দুই : সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রেই একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কেননা এর মাধ্যমেই কোন গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ সম্বলিত বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। তাই আমাদের অত্র 'ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমার শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বহু বছর ধরে ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হয়ে আসছে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ঢাকা যে হারে নগরায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে হারে পারিপার্শ্বিক কিছু সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। নগরায়নের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রাম থেকে মানুষ শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেভাবে ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের ঢাকা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতে আগমন বেড়েই চলছে। গত কয়েক বছরে ভাসমান বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলসহ, সরকারি, এনজিও এবং গণমাধ্যমে আলোচিত হয়ে আসছে। সকালে খবরের কাগজ খুললেই এদের খবর। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের আর্থ-সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ গবেষণার সারবস্তু হিসেবে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণাকর্মে ফুটে উঠেছে।

খুলনা শহরের ৬-১৮ বছর বয়সী ১০০ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, তারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করতে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। খুলনা শহরের অধিকাংশ (৬৪%) ভাসমানরা বস্তিতে বসবাস করে। দরিদ্রতা ও ক্ষুধা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যেখানে ৮৯% ভাসমান দরিদ্রতার জালে আটকা পরে আছে। নিজেদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে বাল্যকালেই বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশা ও কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায় ৬.৫ গড়ে প্রত্যেকটা ভাসমান নিজেদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখে যাতে মুখে দুমুঠো খাবার খেতে পারে। তাদের কর্মক্ষেত্র নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। গবেষণাটিতে দেখা গেছে, প্রত্যকজন ভাসমান গড়ে ৪৪.৯ টাকা আয় করে প্রায় ৭ ঘণ্টার কাছাকাছি কাজ করে। যদিও অধিকাংশ ভাসমান দিনে ২ বেলা খাবার খেতে পারে সেদিকে প্রায় ১৩% ভাসমান শিশু দৈনিক একবেলা খাবার পেতে পায়। তাছাড়া প্রায় ৬৯% ভাসমান শিশু অনেকবার শারীরিক, মানসিক এবং মৌখিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে। গবেষক সুপারিশ করেছেন সরকারি এবং এনজিও সংস্থার উচিত ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রতি আরও সুনজর দেয়া এবং বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা। যাতে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অবস্থা আরও ভালো হয়।[১]

[১] Khatun, T. M. & Jami, H. (2013) : Life Style of the Street Children in Khulna City, *Bangladesh Research Publications Journal,* ISSN: 1998-2003, Volume: 9, Issue: 1, Page: 50-56.

বাংলাদেশে সর্বত্র ভাসমানে পরিপূর্ণ এবং এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বিভিন্ন সংগঠিত অপরাধের বড় হোতাদের বলা হয় 'মস্তান' এবং মস্তানদের নেতৃত্বে ভাসমানরা সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে অপরাধমূলক কাজ করে। উক্ত মস্তান সম্প্রদায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীরর বসবাসকৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও মস্তানদের সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য উঠে আসে বিভিন্ন গবেষণায়। প্রায় তিন বছর গভীরভাবে পর্যবেক্ষেণ এবং ২২ জন ভাসমানের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উক্ত মস্তান সম্প্রদায় সত্যিকার অর্থে মাফিয়া গোষ্ঠীর অংশ এবং সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলে বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ-গ্যাস, পানি ব্যবস্থা নিয়য়ন্ত্রণ করে। সেক্ষেত্রে বড় বড় অপরাধ কাজে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ব্যবহার করছে, সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠী (Organized Crime Group). ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দিয়ে তারা বিভিন্ন অস্ত্র বহন ও পৌঁছে দেয়া, নেশা দ্রব্য বিক্রিসহ চাঁদাবাজি এবং রাজনৈতিক নাশকতামূলক কর্মকান্ড করাচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় চুরি কারবার, পাচার কাজে এসব ভাসমানরা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু কিছু ভাসমান বাড়ি থেকে মালিকদের উচ্ছেদ এবং এমনকি চুক্তিতে খুন করার কাজে লিপ্তে আছে। ভাসমানরা কাজ ছাড়া চলতে পারবে না এবং সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সংগঠিত আপরাধ গোষ্ঠী, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের লক্ষ্য করছে তাদের কাজ হাসিল করার জন্য। অন্যদিকে জীবন-জীবিকার তাগিদে, ভাসমানরা বাধ্য হয়ে অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে ।[১]

ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইলের ১১টি এলাকাতে একটি Cross-Sectional গবেষণা করা হয় প্রায় ২৪০ জন ছিন্নমূল শিশুদের উপর। উক্ত গবেষণাটি ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয় এবং ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়। কাঠামোগত (Structured) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্যদাতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং দৈবচয়িত পদ্ধতিতে তথ্যদাতা বাছাই করা হয় যাতে পুরো এলাকারর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। উক্ত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ছেলে শিশুরা (প্রায় ৮৫%) গৃহহীন মেয়েদের থেকে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গৃহহীন শিশু অপুষ্টিহীনতায় ভুগছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০.৪২% ওজন অনেক কম এবং ৬.২৫% এর ওজন অনেক বেশি। গবেষনায় আরও দেখা গেছে প্রায় ৬০.৪২% শিশু দিনে ৩ বেলা খাবার খেতে পারে। অন্যদিকে বাকি ৩৬.২৫% শিশু ২/১ বেলে খাবার যোগাড় করতে পারে। অধিকাংশ শিশু খাবার পূর্বে হাত ধুয়ে নেয় এবং প্রায় ৫৭.৫% দৈনিক গোসল করে। তাছাড়া অধিকাংশ শিশু (প্রায় ৬১.৫%) গবেষণা চলাকালীন সময়ের ৩ মাস পূর্বে বিভিন্ন রোগে অসুস্থ ছিল। প্রায় ৩৮.৩৩% শিশু কর্মরত এবং প্রায় ৬১.৬৭% মাদক থেকে দূরে আছে।[২]

শিশুদের জন্য পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা। বিশেষ করে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জন্য। কারণ সারাদিন ওরা জীবিকার তাগিদে রাস্তায় ফেরি করে বেড়ায়। ঢাকার শাহবাগ এলাকার ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পুষ্টিহীনতা সম্পর্কে জানা জন্য, ২০১৫ সালে একটি গবেষণা করা হয়।

---

[১] Atkinson-Sheppard, S. (2017) : Street Children and Protective Agency : Exploring Young People's Involvement in Organized Crime in Dhaka, *Childhood*, Vol. 24 (3):1-14.

[২] Rahman, A. & Hakim, A. Md. (2016) : Malnutrition Prevalence and Health Practices of Homeless Children: A Cross-Sectional Studies in Bangladesh*, In Science Journal of Public Health*, 4(1-1): 10-15. ISSN: 2328-7942.

১২০ জন ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উপর গবেষণাটি করা হয় যারা প্রত্যেকেই ছেলে ভাসমান এবং বয়স ছিল ৬-১৮ বছর। একটি নির্দিষ্ট প্রসবনমালার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া গবেষক নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং গুণতাত্ত্বিক প্রশ্নপত্রের খাবার তালিকার মাধ্যমে উক্ত এলাকার ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পুষ্টিহীনতার অবস্থা বুঝার চেষ্টা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বলে যে, প্রায় ৬১.৭% (Under Weight) শিশুরা নির্দিষ্ট পরিমান ওজনের নিচে অবস্থান যদিও ৩৮.৩% শিশুরা স্বাস্থ্যবান ছিল। তাছাড়া প্রায় ৩১.৭% শিশু বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত, অন্যদিকে বেশিরভাগ শিশুরা কোন কাজ করে না। অন্যান্য গবেষণার মত, বেশিরভাগ শিশুরা ৩ বেলা খাবার খেতে পায়। প্রায় ৬৩.৩% শিশুরা গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে এবং বাকিরা ঢাকা ওয়াসা সংযোগ থেকে পানি নেয়। রহমান এবং হাকিম (২০১৬) গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মতই, উক্ত গবেষণার তথ্যদাতার বেশির ভাগ খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে নেয় এবং গবেষণার ৩ মাস পূর্বে অসুস্থ ছিল।[১]

আরেক গবেষণায় দেখা গেছে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের অভাব, শারীরিক অসুস্থতা, কষ্টকর অতীত, অর্থের অভাব, অগোছালো জীবনধারা, আত্মার অবমূল্যায়ন, প্রচলিত ব্যবহার শেখার সুযোগ না পাওয়া, প্রয়োজনীয় চাহিদার অভাব, সুযোগের অভাব, নির্যাতন এবং আত্মগ্লানি হচ্ছে ভাসমানদের সাধারণ চিত্র। যার দরুন শিশু শ্রমের সাথে তাদের নিত্য বসবাস। কিছু করার নেই তাদের। কারণ বেঁচে থাকতে হলে সমাজের নিগ্রহ সহ্য করে হলেও নিজের জীবন বাঁচাতে হবে। এভাবেই সমাজ থেকে একসময় তারা ছিটকে পরে এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক অবমাননার সম্মুখীন হচ্ছে। সভ্যসমাজ এবং মানুষ থেকে আলাদা হয়ে অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে।[২]

দুই ধরনের শিশুদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এক. যারা বিভিন্ন ধরনের অর্থ উপার্জনের পেশার সাথে জড়িত এবং তারা পরিবারের সাথে ভালোভাবে সম্পৃক্ত ও পরিবারের সাথে বসবাস করে। দুই. ভাসমান যারা কাজ করে কিন্তু পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত না এবং যাদের পরিবারের সাথে ক্ষীণ সম্পর্ক আছে অথবা পরিবার নেই, নির্দিষ্ট কোন আবাসন নেই। গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে, সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী বেশিরভাগ ভাসমান বাল্যকালেই কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং আনুমানিক ৭ বছর বয়সেই কাজে যোগ দেয়। অনেকে আবার অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। প্রায় ৮১% শিশু একক পরিবারে বাস করে (মা অথবা বাবার, ভাই অথবা বোনের সাথে)। সাধারণত ভাসমানরা কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি বসবাস করে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের ধরন তাদের পরিবার থেকে আলাদা করছে। ভাসমানরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেয় এবং অধিকাংশের বাবা-মা পড়াশুনা জানে না। বহুবিবাহ, তালাক এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্য পরিবার ভেঙ্গে যায় এবং শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। তাছাড়া প্রায় ৬২% পরিবারের মাসিক আয় ৪০০০ টাকার কাছাকাছি এবং ৩২% পরিবারের গড় আয় ৬,০০০ টাকা, যা দিয়ে পরিবারের ভরণ-

---

[১] Talukder, U.M. (2015) : *Studies on The Nutritional Status of the Street Children at Shabagh Area of Dhaka City*, Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 240-245. ISSN: 2327-2694.

[২] Ahmed, T. (2013) : *Survival Pattern and Psycho-Social Consequences of Disadvantaged Children: A Studies on Dhaka City,* Dhaka : Dspace, 27 April.

পোষণ করা কঠিন। বিশেষ করে, যে পরিবারে বাবা নেই সেই পরিবারের শিশুরা একাধিক কাজের সন্ধান করে যদিও কর্ম পাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার না। অন্যদিকে বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্ক অনেকটা চাপময় (Stressful)। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, দরিদ্রতা এবং দরিদ্রতা সম্পর্কৃত কারণসমূহ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিক কলহে রূপান্তরিত হয় অভাবের জন্য। পরিশেষে সম্পর্কের ছেদ হয় এবং শিশুরা একটা Strama মধ্য দিয়ে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। গবেষণাটিতে আরও দেখা গেছে, অধিকাংশ শিশুরা স্থানান্তরিত পরিবার থেকে আসে যারা সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের অদিবাসী। দরিদ্রতা এবং বেকারত্বের করুন থাবা থেকে বাঁচতে শহর কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিশুদের খাবার, বাসস্থান এবং পরিবেশ নির্ভর করে তারা কেমন কাজ করে। অধিকাংশ ভাসমানরা কাঠমিস্ত্রি, বৈদ্যুতিক কাজ, ঢালাই, রেস্তোরাঁ, বস্ত্র বিতান, টেম্পু হেলপার, কারখানার শ্রমিক, গৃহকর্মী, বিক্রেতা, রিক্সা চালানোসহ অন্যান্য কর্ম করে। আবার অনেকে শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। উক্ত গবেষণার প্রায় অর্ধেক শিশুরা দৈনিক ১১-১৫ ঘণ্টা কাজ করে। গৃহে কর্মরত শিশুরা ১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করে। তাছাড়া অনেক শিশুরা বিনা বেতনে একটু খাবারের জন্য কাজ করে থাকে। অধিকাংশ শিশুরা বারবার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে এবং তাদের কোন অবসর সময় নেই। বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতেই হবে।[১]

আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ক্রমবর্ধমান ভাসমান একটা বড় সমস্যায় পরিণত হবে। যার ফলস্বরূপ প্রতি বছর নির্দিষ্ট ভাসমান মোট ২৬ লক্ষ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সাথে যোগ হচ্ছে।[২]

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সহানুভূতিশীলতা পিছনে পড়ে থাকে কারণ সমাজের মানুষের কাছে বারবার নিগ্রহ, অসম্মান, প্রত্যাখ্যান এবং নির্যাতন তাদের মধ্যে দয়া-মায়া, মমতার জায়গাটে প্রতিনিয়ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য চেপে রাখে।[৩]

শিশুশ্রম ও ভাসমান হচ্ছে দরিদ্রতা, নির্যাতন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বলপ্রয়োগ, সংবেদনশীলতা মুক্ত অবস্থানের নামান্তর।[৪]

ভাসমান আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত একটি বিষয়, আমাদের দেশের শহর বন্দরে প্রতিদিন অসংখ্য ভাসমান শিশুদের আনাগোনা আমরা দেখতে পাই। শহরগুলোর মধ্যে বিশেষ করে, চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ভাসমান শিশুদের দেখা যায়। ভাসমান শিশু বলতে আগে যা বোঝানো হতো তা এখন নেতিবাচক রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। মাদকের সহজলভ্যতা এবং বিভিন্ন মহল কর্তৃক এই শিশুদের ব্যবহার তাদের

---

১ Reza, H. Md. (2005) : *Struggle for Survival: A Studies on the Needs and Problems of the Street and Working Children in Sylhet City,* Retrieved from www.publishingindia.com , 14 November.

২ Susanna, A. (1986) : *Street children, a growing urban tragedz: a report for the Independent Commission on International Humanitarian*, Issues. Weidenfield and Nicolson, 123, p.8

৩ Aptekar (1988) : *Colombian Street Children, Gamines and Chupagruesos, In Adolescene, Vol. 24.*

৪ Myron, W. (1991) : *The Child and the State in India, Child Labor and Education Policy in Comparative Perspective*, Princeton : Princeton University Press.

(শিশুদের) নিজেদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তোলার পাশাপাশি অপরাধ প্রবণ হয়ে বেড়ে উঠা এই শিশুরা অদূর ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, যার দায়ভার সরকার ও সুশীল সমাজের ঘাড়ে বর্তাবে। সরকার ও সুশীল সমাজই পরবর্তীতে এই শিশুদের অপরাধ কর্মের ভুক্তভোগী হবে। অথচ সরকার ও সুশীল সমাজের যুগোপযোগী পদক্ষেপে এই ভাসমান শিশুগুলো হয়ে উঠতে পারে অপার সম্ভাবনাময়। এরা দেশের জন্য হুমকি না হয়ে হতে পারে দেশের সম্পদ। চট্টগ্রামের রেল স্টেশনগুলো একবার ঘুরে দেখলে বোঝা যাবে তাদের অবস্থা কি? তারা বাসস্থান সুবিধা হতে বঞ্চিত, খাবার পেলে খায়। ভিক্ষা ও অন্যান্য অস্বাভাবিক উপায়ে খাবার আসে, সমাজের চোখে ভাসমান শিশুদের খাবার যোগাড় করার একটি বাধ্যগত পন্থা শিশু শ্রম। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নানা প্রকার অপরাধ কর্মে লিপ্ত করে। অনেক সময় এসব অপরাধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও এই শিশুরাই হয় বলির পাঁঠা। বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্যের সহজ লভ্যতা এবং মাদক ব্যবসায়ী কর্তৃক মাদক দ্রব্য বিপণনে ভাসমান শিশুদের ব্যাবহার তাদের মাদকাসক্ত করে তোলে। যা জাতিকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে এক পর্যায়ে এই শিশুরাই হবে দাগী অপরাধী আর সংখ্যা বেশি হলে পুরো দেশ হয়ে উঠবে অপরাধীর স্বর্গরাজ্য। একটি বিষয় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমন্ডি এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের খুলশী, মেহেদীবাগের অভিজাত বাড়িতে বসবাসকারী শিশুদের মতোই একই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জন্ম হয়েছে। জন্ম পরবর্তীতে দুই শিশুর মানসিক বিকাশ হয়েছে দুই ভাবে, এলিট শিশুকে শেখানো হয়েছে অপরিচিত লোকের দেওয়া কিছু খাবে না, অন্যদিকে ভাসমান প্রয়োজনের তাগিদে নিজেই শিখে নিয়েছে বৈধভাবে ক্ষুধা নিবারণ না হলে চুরি কর (প্রয়োজন মানে না কোন আইন)। সমাজবিজ্ঞানী আর. কে. মার্টন প্রদত্ত সোশাল এনোমি তত্ত্ব মতে এক শ্রেণীর সুবিধা বঞ্চিতরা অস্বাভাবিক উপায়ে তাদের চাহিদা পূরণ করবে, পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর সুবিধা বঞ্চিতরা সমাজে বিপ্লবী হয়ে উঠবে। ভাসমান শিশুরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত খাবার জুটে না যাদের বস্ত্র কেনা তাদের নিকট একটি দুঃস্বপ্ন, সুখের কথা এই যে, সভ্যতার আলোয় তারা বস্ত্রহীন থাকে না, মানবতাবাদীদের দয়ায় লজ্জা নিবারণের মতো অত্যন্ত পুরাতন অথবা ছেঁড়া বস্ত্র তারা পায়। ঐ বস্ত্র দেখেই বোঝা যায় কোনটি ভাসমান শিশু নিয়মিত গোসল করতে না পারায় নোংরা শরীর ও অপরিষ্কার এলোমেলো চুল এগুলো ভাসমানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ সরকার, স্যোসাল সেফটি নেটের আওতায় ভাসমান শিশুদের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে আর সমাজসেবা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ভাসমান শিশুদের অপরাধ প্রবণতা থেকে বের করে সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসতে পারে। এর জন্য সমন্বিত প্রয়াস আবশ্যক।[১]

৫০টি শিশু হকারদের নিয়ে যে জরিপ করা হয়েছিল জরিপে ছেলে শিশু ছিল ৩৮ জন আর মেয়ে শিশু ছিল ১২ জন। জরিপে দেখা গেছে যে, এ পেশায় মেয়েদের থেকে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ এ ধরনের কাজ মেয়েরা বেশি করে না। এর কারণ হল অধিকাংশ মেয়েদের পরিবার এ কাজ করতে তাদের সম্মতি দেয় না। তাছাড়া মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। নিজস্ব বাড়ির ভিতরে কন্যার নিরাপত্তা পাওয়া

[১] জান্নাতুল ফেরদৌস (২০১৭) *: ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কী আমরা গড়ে তুলতে পারি?*, *সময়ের নিউজ*

কঠিন, সেখানে রাস্তায় মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা সত্যিই আতঙ্কজনক। বাংলাদেশের পরিবারগুলো পুরুষতান্ত্রিক। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের আগেই ঝরে পড়েছে এমন শিশুর সংখ্যা ২৬ জন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ঝরে পড়েছে এমন শিশুর সংখ্যা হল ২৪ জন। এ পেশায় শিশুরা কেউ কেউ নিজ ইচ্ছায় আবার কেউ কেউ পরিবারের চাপে। নিজ ইচ্ছায় কাজ করছে ২০ জন। পরিবারের চাপে কাজ করছে ৩০ জন। এসব শিশু বিভিন্ন খাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা নিজেদের যে যে খাত থেকে বঞ্চিত মনে করে: শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র এবং স্যানিটেশন। এদেশে পুরুষেরা বাইরে কাজ করে আর মেয়েরা গৃহেই থাকে। তাই অনেক মেয়ে শিশুরা এই কাজ করতে পারে না। দারিদ্র পরিবারে একটি বিশেষ জিনিস দেখা যায় তা হল পরিবারের লোকসংখ্যা। সাধারণের তুলনায় তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক বেশি থাকে। লোকসংখ্যার তুলনায় তাদের পরিবারের দৈনিক আয়ের পরিমাণ অনেক কম। এই সীমিত অর্থে পরিবার চালানো সম্ভব হয় না। তখন তারা শিশুদের দিয়ে কাজ করায়। এর কারণ হল অজ্ঞতা। দারিদ্র্য পরিবারগুলোর পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন বিশেষ ধারণা না থাকার ফলে এমনটি হচ্ছে।[১]

রাজধানীসহ সারাদেশে এমন লাখ লাখ শিশু রয়েছে পথেই যাদের জন্ম ও বসবাস এবং পথেই তাদের জীবনের যবনিকা ঘটে। পথে পথে বেড়ে ওঠা এমন শিশুদের 'টোকাই', 'ভাসমানকলি', 'ছিন্নমূল' বা 'ভাসমান' বলা হয়ে থাকে। পথে পথে বেড়ে ওঠা এসব কোমলমতি শিশুরা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। দিনে দিনে বেড়ে চলছে এদের সংখ্যা। অপরাধ কী বোঝার আগেই তারা ভয়াবহ অপরাধী হয়ে বেড়ে উঠছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে এসব শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের একটি বড় অংশ শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ভাড়ায় কাউকে খুন করা, নাশকতামূলক কাজ করা, ছিনতাই, মাদক বিক্রি, চুরির মতো অপরাধের সঙ্গে অবলীলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন থেকেই তারা জড়িত হয়ে পড়ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। ভাসমানরা মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়া ছাড়াও তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সারাদেশে প্রায় ১৪ লাখ ভাসমান কোন না কোন মাদকে আসক্ত। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ সব ধরনের বাসস্ট্যান্ড, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিভিন্ন পার্কসহ রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মাদকাসক্ত শিশু-কিশোরদের হরহামেশাই দেখা যায়। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের ৮৫ শতাংশই কোন না কোনভাবে মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ হেরোইন, ৪৪ শতাংশ ধূমপান, ২৮ শতাংশ বিভিন্ন ট্যাবলেট এবং ৮ শতাংশ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে থাকে। ঢাকা শহরে কমপক্ষে ২২৯টি স্পট রয়েছে, যেখানে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুরা মাদক সেবন করে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, ঢাকা বিভাগে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েশিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে

[১] আনোয়ারা বেগম ফাল্গুনী (২০১০) : শিশু হকার: জাতির উন্নতির অন্তরনাল, *আমাদের জার্নাল*, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা ৪

কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন জানায়, মাদকাসক্ত ৮০ শতাংশ ভাসমান মাত্র সাত বছরের মধ্যে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণা জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, মাদকাসক্ত শিশুদের ড্রাগ গ্রহণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ৪৪ শতাংশ ভাসমান, পিকেটিংয়ে জড়িত ৩৫ শতাংশ, ছিনতাইয়ে ১২ শতাংশ, মানবপাচার সহায়তা কাজে ১১ শতাংশ, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহায়তাকারী হিসেবে ৫ শতাংশ ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ অপরাধে জড়িত ২১ শতাংশ। এ ছাড়া বোমাবাজিসহ অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ১৬ শতাংশ ভাসমান। একাধিক গবেষণা থেকে জানা যায়, বড় অপরাধী বা সন্ত্রাসী চক্র পর্দার আড়ালে থেকে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করে। রাস্তায় বেড়ে ওঠা এবং বস্তিতে বসবাস করা শিশুদের মাদকপাচার, চুরি, ছিনতাই, পিকেটিং, রাজনৈতিক মিছিল, জোর করে ভিক্ষাবৃত্তি, অস্ত্র বহনসহ নানা কাজে শিশুদের ব্যবহার করা হয় বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়।[১]

প্রতিদিন রাজধানীতে অসংখ্য ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি ছিনতাই হচ্ছে মোবাইল। চলতি পথে সাধারণ মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় একটি চক্র। অনুসন্ধানে জানা যায়, এসব ছিনতাইয়ের কাজে যারা জড়িত তাদের বেশির ভাগের বয়স ১০ থেকে ১৬ বছর। অনেক সময় চক্রটি সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে সাধারণ মানুষের মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি, টহল এড়িয়ে এসব কিশোর ছিনতাইকারী নির্বিঘ্নে এ ধরনের অপরাধকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। রিকশা, বাস, সিএনজি কিংবা প্রাইভেট গাড়ির জানালা দিয়ে যেসব ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে এগুলোর বেশিরভাগই ঘটাচ্ছে ভাসমান কিংবা টোকাইরা। অনুসন্ধানে জানা যায়, সংসারের ঘানি টানতে কিংবা মাদকের টাকা জোগাড় করতে রোজগারের সহজ পথ হিসেবে ছিনতাইকে বেছে নিচ্ছে। আবার অভিভাবকহীন ভাসমানরা অনেক সময় ছিনতাই সিন্ডিকেট তৈরি করে সংঘবদ্ধভাবে ছিনতাই করছে। রাতের আঁধারে ঘরে ফেরার সময়টাকে ছিনতাইয়ের মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নেয় সিন্ডিকেটের সদস্যরা। কয়েকটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, পাড়া কিংবা মহল্লায় লোকালয় ছেড়ে একটু গলিতে ঢুকলেই পথ আগলে ধরে ছিনতাই করে এক শ্রেণীর ভাসমান। এ ধরনের ছিনতাইয়ে টোকাইরা ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের চাকু ব্যবহার করে। সিন্ডিকেটের টার্গেটে থাকে মোবাইল ও মানিব্যাগ। ভাংচুর, ককটেল নিক্ষেপ এবং পেট্রলবোমা নিক্ষেপেও ভাড়া খাটছে তারা। তাছাড়া রাস্তাঘাটে কিংবা পার্কে আজকাল অহরহ শিশুদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। দেখা যায়, রাজধানীর কারওয়ানবাজারে গভীর রাতে ফুল বিক্রি করতে একদল শিশুকে। এসব শিশু সারাদিনের কাজ শেষে ঘরমুখো মানুষের কাছে ফুল বিক্রি করে। ফুল কেউ না নিলেও অনেক সময় টাকা দাবি করে তারা। বিষয়টি অনেকটা ভিক্ষার মতোই। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের জোর করে এই কাজে নামানো হয়েছে। দিনশেষে নির্ধারিত পরিমাণে টাকা নিয়ে না গেলে তাদের মারধর করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে গেলে এরকম ঘটনা নজরে পড়ে অহরহ।[২]

---

[১] শর্মী চক্রবর্তী (২০১৫) : অপরাধ চক্রের খপ্পরে পড়ে ১৪ লাখ পথশিশু মাদকাসক্ত হচ্ছে, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ১৯

[২] *আতাউর রহমান (২০১৫) :* অপরাধ জগতে হাঁটছে পথশিশুরা, *দৈনিক যুগান্তর*, ৯ জুন, পৃষ্ঠা ১১

অনেক সময় চোখে পড়ে এসব শিশুরা ভিক্ষাবৃত্তির সাথেও জড়িয়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়। একটা দুষ্টু চক্র খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই শিশুদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেবার। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাতে এসব মহল নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হলেও তারা নিজের অবস্থানেই থেকে যাচ্ছে। কথিত আছে, এসব শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তির উপযোগী হিসেবে বানানোর জন্য হাত-পা ভেঙ্গে বা খোড়া করে দেওয়া হয়। চোখ উপড়ে ফেলতেও তারা দ্বিধা করে না! অথচ আমরা সব জেনেও না জানার ভান করে বসে থাকি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায়  ৬৫ লক্ষ (৬.৬ মিলিয়ন), যা পৃথিবীর মোট শিশু শ্রমিকের ২.৬ অংশ। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই শিশু, যাদের বয়স ষোল বছরের কম। সমীক্ষায় দেখা যায়, এদের প্রতি ১০০ জনে ১৯ জন শিশু শ্রমিক। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বাংলাদেশের রাস্তায় ছিন্নমূল ও ভাসমান  শিশুর সংখ্যা ১১ লাখ ৪৪ হাজার।[১]

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে সর্বোচ্চ ছয় মাস থাকে। এদের মধ্যে ২৯ শতাংশ শিশু স্থান পরিবর্তন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারণে আর ৩৩ শতাংশ পাহারাদারের কারণে। একই গবেষণায় বলা হয়েছে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রায় ৪৪ শতাংশ মাদকাসক্ত, ৪১ শতাংশ শিশুর ঘুমানোর কোনো বিছানা নেই, ১৯ শতাংশ শিশু বিভিন্ন সময় গ্রেফতারের শিকার হয়েছে; যাদের মধ্যে ৫০ ভাগ নির্দোষ। ৪০ শতাংশ শিশু প্রতিদিন গোসলহীন থাকে, ৩৫ শতাংশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, ৮০ শতাংশ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, ৮৪ শতাংশ কোনো শীতবস্ত্র নেই। ৫৪ শতাংশ অসুস্থ হলে দেখার কেউ নেই এবং ৭৫ শতাংশ শিশু অসুস্থতায় ডাক্তারের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে পারে না। এছাড়া বিভিন্নভাবে এসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়। ২০05 সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫১ শতাংশ শিশু অন্যদের থেকে অশ্লীল কথা শুনে থাকে, ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয় মেয়েশিশু। এদের সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশ। আর ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভাসমান সার্বিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।[২]

সে বয়স থেকেই শিশুকে ধরতে হচ্ছে সংসারের হাল। মোটর, রিকশা, সাইকেল নির্মাণ, বিদ্যুৎ, ইটভাটা, চায়ের দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্টে, রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী, ওয়েলডিং কারখানায় গার্মেন্টস, জুটমিল, কৃষিসহ বিভিন্ন কাজে শিশুরা জীবিকার জন্য কাজ করে। অনেকেই ট্যাক্সি, ম্যাক্সি, টেম্পু, মাইক্রোবাসের হেলপার, কেউবা চালাচ্ছে রিকশা, কেউ কাঠমিস্ত্রির সহকারী। অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে শিশুরা। জলন্ত কয়লার লেলিহান আগুনের শিখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে শিশুরা। এতে ওদের শারীরিক, মস্তিষ্ক গঠনেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার ফলে ওদের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এসব শিশু, অনেক সময় পঙ্গুত্ব বরণ করে, জীবনী শক্তি

[১] মুর্শিদ হক (২০১৭) : অবহেলিত জীবন: প্রসঙ্গ– পথশিশু, *নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৫ মে, পৃষ্ঠা ১৩

[২] এম. আফতাবুজ্জামান (২০১৭) : বাংলাদেশের পথশিশু সমস্যা ও আগামী বাজেট, *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৩ মে, পৃষ্ঠা ১১

ক্ষয়ে অনেক শিশু মারাও যাচ্ছে। দেশের সরকার এবং সচেতন নাগরিকগণ এ ব্যাপারে নির্বাক থাকছেন।[১]

বিআইডিএসের তথ্যমতে, শুধু ঢাকা শহরে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ ভাসমান রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে ভাসমানরা চোখের সমস্যা ও মাথাব্যথাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগে। তাই ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।[২]

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জন্য এটা এক বড় ইস্যু। ঢাকা ডেমরা এলাকা অন্যতম নোংরা এবং আবর্জনা স্তূপপূর্ণ এলাকা। নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাসমান এ এলাকাতে বিভিন্ন বর্জ্য থেকে লোহা, টিন এবং বিক্রয় করা যাবে এসন জিনিসপত্র সংগ্রহের কাজ করে। এরকম একটা নোংরা এবং দুর্গন্ধময় জায়গাতে কেউ যেতে সাহস পাবে সেখানে ভাসমানরা জীবন ধারণের জন্য পুরাতন বোতল, কন্টেইনার এবং প্লাস্টিক সামগ্রী খুঁজে বেড়ায়। যা বিক্রি করে তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনিক ১০০ টাকা বা তারও কম সঞ্চয় করার তাগিদ অনুভব করে। অনেকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে যন্ত্রপাতির বর্জ্য ফেলা হয়েছে এমন জায়গা খুঁজে বেড়ায় যদি মূল্যবান কোন লৌহসামগ্রী পেয়ে যায়। এসব ভাসমান গ্রাম থেকে এসেছে এবং ছোট ছোট নৌকাতে রাত্রি যাপন করে অভাবের তাড়নায়।[৩]

এক গবেষণায় দেখা গেছে, দরিদ্রতা, বাবা-মার প্রহার, সৎ মা কর্তৃক নির্যাতনসহ অন্যান্য কারণে ভাসমান হতে বাধ্য হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাসমান, রেলস্টেশন, ফুটপাতে, ফুটওভার ব্রিজে রাত্রি যাপন করে যাদের দৈনন্দিন জীবন তালিকা অনেক কষ্টের। বেশিরভাগ সময় রাস্তা দিয়ে চলা মানুষদের থেকে খাবার খাওয়ার টাকা চেয়ে নেয়। ফুটপাতে অনেক সময় নেশাগ্রস্ত লোকদের টাকা দিতে হয়। সমস্ত ভাসমানরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাস্তাতে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী কর্তৃক পরিচালিত পাঠশালাতে পড়াশুনা করে। রাস্তায় রাত্রি যাপনকালে পুলিশ কর্তৃক প্রহারের সম্মুখীন হয়। মেয়ে শিশুরা অনেক সময় Sexually Abused হয়। তাছাড়া মশার উপদ্রব, বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির জন্য এবং শীতকালে ঠাণ্ডার জন্য ঘুমাতে পারে না। অসুস্থতার সময় সঠিক চিকিৎসার অভাববোধ খুব সাধারণ ঘটনা। তাছাড়া বিভিন্ন সময় জোরপূর্বক অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আমজনতা ‘টোকাই’ বলে তাদের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে এবং বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করে। মেয়ে শিশুদের অবস্থা আরও খারাপ। রাস্তাঘাটে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ কর্তৃক "Eve Teasing” এর সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের ‘খারাপ মাইয়া’ বলে সম্বোধন করা হয়। তাদের বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। তাদের খাবার, কাপড়

[১] সঙ্গীতা সরকার (২০১৬) : *অবহেলিত জীবনঃ পথশিশু-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, *ব্লগ*, ২৬ জানুয়ারি
[২] আপেল মাহমুদ (২০১৭) : ঢাকার বস্তিতেই ৪০ লাখ পথশিশু, *মহানগর সময়*, ২০ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ১২
[৩] Taufiq Apu (2002) : Bangladesh Street Children Face Bleak Future, *BBC News*, 15 February, Page 15.

এববং টয়লেট নিয়ে সমস্যায় ভুগতে হয়। রাত্রিযাপনের জন্য তাদের কোন নিরাপদ জায়গা নেই। সর্বত্র মানুষ তাদের খারাপ নজরে দেখে। ভাসমানরা আশা করে, তারা পড়াশুনা করে ভালো মানুষ হবে।

অনেক অর্থ উপার্জন করবে, অনেক কিছু জানবে, অনেক ভালো চাকরি করবে। তাদের কেউ বাজে কিছু বলতে পারবে না। তাদের কেউ অশিক্ষিত বলে গালি দিতে পারবে না। অনেক বই পড়ে জ্ঞানার্জন করবে।[১]

এসব ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের কোন ভালো বাসস্থান, শোবার বিছানা, রান্নাঘর এবং ওয়াশরুম নেই। তাদের নেই কোন হোল্ডিং নং, পোস্টাল কোড, টেলিফোন নাম্বার অথবা ই-মেইল এড্রেস। রাতে তারা খোলা আকাশের নিচে, ফুটপাতে, পার্কের বেঞ্চে, লঞ্চের টার্মিনালে, বাসস্টপে অথবা রাস্তার মাঝখানে সড়ক দ্বীপে ঘুমিয়ে পড়ে। দরিদ্রতা, নগরায়ন, ঘনবসতি, প্রাকৃতিক ও মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্যোগ তাদেরকে এ অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। অনাদরে, অবহেলাই তাদের জীবন চলছে।[২]

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জীবনের পারিবারিক পটভূমি ও নিরাপত্তার বিষয় মোসাম্মাৎ শামসুন নাহার ও মোসাম্মাৎ জহুরুন নেসার (২০০৩) তাঁদের গবেষণায় এনেছেন। কোন ধরনের পরিবার বা কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক গণ্ডি থেকে তারা আজকের ছিন্নমূল বা ভাসমান শিশু, তার একটি বিবরণচিত্র আছে। এতে সমাজ বিকাশের পথে শিশু উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। জেসমিন আক্তার (২০০৪) তার গবেষণায় ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সুযোগ-অসুবিধা ও তাদের জীবনযাত্রার মানের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। শিশুরা কিভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বাস্তবের কঠিন জীবনের মুখোমুখি হয় তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

কামরুল হক (১৯৯৫) তার কর্মশালার মাধ্যমে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও সাধারণ শিশুদের ওপর টেলিভিশনের প্রভাব দেখিয়েছেন। তিনি শিশুর গড়ে ওঠা মানসিক ধ্যান ধারণা ও শিক্ষার প্রভাব আলোকপাত করেছেন। সমাজ থেকে এরা কতটুকু শিখতে পারছে এরই ওপর রয়েছে তার গবেষণা। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিরাপত্তা ও জীবনের গতি-প্রকৃতি, তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্ট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছে ইউনিসেফ বাংলাদেশ (২০০৯)।[৩]

পিআইবির প্রতিবেদনে (১৯৯৫) বাংলাদেশের ভাসমান শিশুদের নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের এ সকল শিশুরা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন তারা। ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী (২০০৭) তাঁর গবেষণায় দেখান, ছিন্নমূল শিশুরা জন্মের পর থেকেই অনিশ্চিত জীবনের সম্মুখীন হয়।

---

[১] *Pankaj Karmokar (2018) :* Report on Educational Condition of the Street Children in Dhaka City, *Assignment Point*, 2 March, Page 13.

[২] Kazi Anis (2010) : Tale of Homeless Children in Bangladesh, *Daily Sun,* 2 June, Page 6.

[৩] কামরুল হক (১৯৯৫) : *শিশু-কিশোরদের উপর বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রভাব*, ঢাকা : পিআইবি

এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তথ্যানুসন্ধানেরর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনস্বীকার্য।

# অধ্যায় তিন : তাত্ত্বিক কাঠামো

## ৩.১ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো ও প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন

গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এর মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক কাজ। এটি গবেষণা সমস্যার যথার্থকরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। আমার গবেষণার বিষয় 'ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা। এই বিষয়ে প্রত্যয় সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি। নিম্নে এগুলো সংজ্ঞায়িত করা হলো–

### ৩.১.১ ভাসমান শিশু

ভাসমান শিশু শাব্দিক অর্থেই বোঝা যায় এরা বাস্তুহারা, অর্থাৎ যাদের স্থায়ী বা নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গা নেই। যারা বাবা-মা বা পরিবারসহ রাস্তায়, ফুটপাতে, কিংবা স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে, যারা পথে পথে ফেরি, ভিক্ষা, ফুল বিক্রি, টোকাইয়ের কাজ, কুলি কিংবা অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ভাসমান শিশু বলে। ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাবা-মা নাও থাকতে পারে কিন্তু তারা জন্ম পরিচয় জানে।

### ৩.১.২ ছিন্নমূল শিশু

ভাসমান শিশুদের মতোই ছিন্নমূল শিশুদের সংজ্ঞায়ন শুধু পার্থক্য হচ্ছে এদের বাবা-মা বা কোন জন্ম পরিচয় নেই। ছোটবেলা থেকেই পিতা-মাতাহীন। আত্মীয়-স্বজন বলতে রক্তের নিকটাত্মীয় বা দুঃসম্পর্কেরও কেউ নেই। একেবারে একা। পারিবারিক কোন বন্ধনের অস্তিত্ব এদের জীবনে নেই।

### ৩.১.৩ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সামাজিক অবস্থান কেমন, তারা কোথায় থাকে, তাদের প্রাত্যহিক বা মাসিক আয় কত, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাবা-মায়ের অবস্থা, সমাজের অন্য মানুষের তাদের কোন দৃষ্টিতে দেখে। তারা কিভাবে জীবন নির্বাহ করে, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে, কোন পরিবেশে বসবাস করে। সমাজে নিগৃহীত হয় কি না। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কি না, রাস্তায় কাজ করার সময় কোন সমসসাই পড়ে কি না ও অন্যান্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

## ৩.২ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

সামাজিক গবেষণায় তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে সমাজতাত্ত্বিকদের প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ধারায় বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়। তাত্ত্বিক কাঠামো বিনির্মাণের উপরই কোন গবেষণার সফলতা ও প্রয়োগ নির্ভর করে। তাত্ত্বিক কাঠামো সাধারণত কোন গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য ও ঘটনা প্রবাহের আলোকে নির্মিত হয়। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের আলোকে ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য দিক নির্ণয়ের চেষ্টা থাকবে।

সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী J.H. Turner তিনটি আঙ্গিক বা ধরন ব্যাখ্যা করেছেন। যথা–

**(ক) স্বতঃসিদ্ধমূলক বা Axoimatic format**

**(খ) কারণিক বা Causal format**

**(গ) শ্রেণী বিন্যাসমূলক বা Classificatory or Typological Format**

এক্ষেত্রে আমি আমার অত্র গবেষণায় তত্ত্ব নির্মাণে ও তত্ত্ব অভীক্ষণে Causal format অর্থাৎ কারণিক আঙ্গিক ব্যবহার করে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে গবেষণার লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট থাকব। Causal Process Format বা কারণিক আঙ্গিকে কার্যকারণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। স্বতঃসিদ্ধমূলক আঙ্গিকের মতোই এখানে উপযুক্ত কার্যকরী সংজ্ঞায়নসহ বিমূর্ত এবং বাস্তব Concept থাকে। এখানে তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাগুলো কার্যকারণিক সম্পর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং কিভাবে স্বাধীন চলকগুলো অধীন চলকসমূহকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা হয়।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অংশগ্রহণ দরকার। সেক্ষেত্রে ভাসমান বা ছিন্নমূল শিশুদের Mainstream (মূল অংশ) থেকে বাদ দিয়ে উন্নতির কথা চিন্তা করলে হবে না। আর এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থা অবলোকন করতে সচেষ্ট হলে তা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অবস্থার উন্নতিতে ভূমিকা পালন করবে বলে ধারণা করা যায়। এই গভীর লক্ষ্যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অত্র সমাজ গবেষণায় প্রয়োগের প্রয়াস নেয়া হবে।

বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষেণ করে তাদের প্রধান সমস্যা এবং তাদের এ অবস্থানে আসার কারণসমূহ বের করতে সক্ষম হলে, একটি সমাধানের পথ আবিষ্কার হবে। আর এ সম্পর্কিত গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি বিনির্মাণে সমাজতাত্ত্বিকদের সমজাতীয় চলকসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচরে রেখে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। আর এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও গবেষণা পর্যালোচনা করে প্রথমেই প্রখ্যাত ফরাসি

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম-এর সামাজিক ঘটনা (Social Fact) তত্ত্বের আলোকে আমাদের অত্র গবেষণা কর্মের সমস্যা ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে সফল ও ফলপ্রসূ গবেষণার দিকে অগ্রসরমান হওয়া যেতে পারে।

এমিল ডুর্খেইম তাঁর "The Rules of Sociological Method" গ্রন্থে বলেছেন, "Here, then is a category of facts with very distinctive characteristics : it consists of ways of acting, thinking and feeling, external to the individual, and endowed with a power to coercion, by reason of which they control him. These ways of thinking could not be confused with biological phenomena, which exist of representations and of actions; nor with psychological phenomena, which exist only in the individual conciousness and through it."(১৯৬২:৩). তাহলে সামাজিক ঘটনা বলতে কোন জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা, প্রবণতা ও রীতি-নীতি প্রভৃতিকে বুঝায়। ডুর্খেইমের ভাষায়- "...........the collective aspects of the beliefs, tendencies, and practices of a group that characterizes truly social phenomena." (1938: 7). ডুর্খেইম সামাজিক ঘটনাকে প্রকৃত বস্তু হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, Social Phenomena are things and ought to be treated as things." (1933: 27). সামাজিক ঘটনা অবশ্যই কোন বিজ্ঞানীর চিন্তা-চেতনার ফসল নয় বরং একটি আলাদা সত্তা এবং অবশ্যই কোন বিজ্ঞানীর ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করে এই অনন্য সাধারণ ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ সামাজিক ঘটনাকে উদঘাটন করতে হবে। সামাজিক ঘটনাকে দেখতে হবে তা কিভাবে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। এটা যেহেতু ব্যক্তি নিরপেক্ষ সেহেতু ব্যক্তি কিভাবে একে দেখে থাকে সেদিক থেকে এর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাবে না।

শরীর বৃত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে নিহিত নয় এবং সেসব ক্ষেত্রে একে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সামাজিক ঘটনা আসলে সমাজের যৌথ প্রতিরূপের মাঝেই নিহিত। ব্যক্তি দিয়ে দল বা গোষ্ঠী সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে দল বা গোষ্ঠীই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দল বা গোষ্ঠী আইন-কানুন, রীতি-নীতি, আদর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজস্ব চরিত্র অর্জন করে যা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা থেকে আলাদা। সামাজিক ঘটনার ক্ষেত্রে তাহলে ব্যক্তির শরীরবৃত্তিক ও মনস্তাতাত্ত্বিক কোন দিকই যুক্ত নয়। এখানে যে বিষয়টি যুক্ত তা হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক ঘটনাবলী। তাহলে সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলী হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্তা। সে কারণে একটি সামাজিক ঘটনাকে অন্যান্য সামাজিক ঘটনার মাধ্যমেই উদঘাটন করতে হবে। সামাজিক ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা তা উদঘাটিত হতে পারে না। এভাবে ডুর্খেইম দেখান যে, একটি সামাজিক ঘটনা অন্যান্য সামাজিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক সামাজিক ঘটনা আরেক সামাজিক ঘটনার কারণ এবং কোন কোন সামাজিক ঘটনাসমূহ পরস্পর কার্য কারণ সম্পর্কে যুক্ত তা খুঁজে বের করতে হলে তাদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তা করতে হবে।

সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞান। আমাদের অত্র সমাজ গবেষণায় ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণ করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। যেহেতু সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ করে, সে জন্য সমাজবিজ্ঞানীকে

সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হতে মুক্ত হতে হয় এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়। যে কোন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে নিজস্ব বিষয়ের ঘটনাসমূহকে শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং কতক প্রত্যয়ের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করা। আর এভাবে ঐ ঘটনাসমূহ সম্পর্কে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনাসমূহকে বিশেষত সামাজিক ঘটনাসমূহকে কিভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করা যায়? ডুর্খেইমের মতে এর প্রধান ভাসমান হচ্ছে সামাজিক ঘটনাসমূহকে তাদের নিজস্ব বাস্তব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা। সমস্যা হচ্ছে এটা করতে গিয়ে আমাদের নিজ ধারণার উপর নির্ভর করতে হয়। এটা তখনই বৈজ্ঞানিক হবে যখন সামাজিক ঘটনা গবেষকের নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণার দ্বারা পর্যবেক্ষিত ও সংজ্ঞায়িত হবে। সামাজিক ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে হলে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রয়োজন। প্রথমত, যে সমস্ত সামাজিক ঘটনা সহজে বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা যায় তা করতে হবে। এভাবে একটু একটু করে সামাজিক জীবনের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে প্রত্যয় ও তথ্যাদির নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে। ডুর্খেইমের মতে, ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়েই যেহেতু সামাজিক জগৎকে উদঘাটন করতে হবে, সেহেতু প্রথমবারেই তা সম্ভব হবে না। কতক কতক ঘটনা উদঘাটন করে পরবর্তীতে অন্যান্য ঘটনা পাঠে উদ্যোগী হতে হবে এবং এভাবেই সামাজিক বাস্তবতা অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। ডুর্খেইমের ভাষায়– "The subject matter of every Sociological studies should comprise a group of phenomena defined in advance by certain common external characteristics, and all phenomena so defined should be include within this group." (1938 : 35).

অত্র গবেষণায় ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মধ্যকার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের জীবন চিত্র তুলে ধরা হবে এবং এর প্রেক্ষিতে তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনাকে গবেষণা সমস্যার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। সর্বোপরি পৃথক পৃথক সামাজিক সত্তার বক্তব্যকে একত্রিত করে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি গবেষণা এককের অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকে আলাদা আলাদা ঘটনা হিসেবে আমলে নিয়ে সামগ্রিক ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। অত্র গবেষণা প্রস্তাবনার সামাজিক ঘটনাবলী ডুর্খেইমের 'সামাজিক ঘটনা' তত্ত্বের সাথে বেশ সাযুজ্যতাপূর্ণ। সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে ডুর্খেইম দেখান যে, "........in their emergent existence, that is over and above, or external to any individual case, social facts constituted a distinctive and separate reality. It was a social reality, the reality of a society. It was the reality that Sociologists alone should studies. (Cuff and Payne, ১৯৮৬:৩৪). ডুর্খেইম দুধরনের সামাজিক ঘটনার কথা বলেছেন। যথাঃ

**(i) স্বাভাবিক (Normal) এবং**

**(ii) রোগ সম্পর্কীয় (Pathological)**

সমাজ ও সামাজিক জীবনের ব্যাপকভিত্তিক ও ইতিবাচক ঘটনাসমূহের সমষ্টি হচ্ছে, Normal Social fact এবং পক্ষান্তরে ব্যতিক্রমী ও হতাশাব্যঞ্জক ঘটনাবলীই হচ্ছে Pathological Social Fact. যেমন–

Suicide. তবে আমাদের অত্র গবেষণায়, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মধ্যকার স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা হবে।

### ৩.২.১ ইতালিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতত্ত্ব

অত্র গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনে বিখ্যাত ইতালিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতত্ত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর ইকুইলিব্রিয়াম (Equilibrium) সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিশীল অবস্থায় অবস্থানকেই এখানে ইকুইলিব্রিয়াম বলা হয়েছে। প্যারেটো এর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজকে দেখতে হবে কতিপয় পরস্পর নির্ভরশীল শক্তিসমূহের একত্রিত চলমান কাঠামো হিসেবে। প্যারেটোর সমাজতত্ত্ব এই মডেলকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে সমাজ এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থা থেকে অন্য একটি ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। কোন কারণে যদি ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়, তাহলে গোটা সমাজ এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পুনঃসমন্বয় সাধণ করে আবার নতুন একটি ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থায় ফিরে আসে। তবে এক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়াম (Equilibrium) সিস্টেম নিয়ে প্যারেটোর আগেও অধ্যাপক ওয়ালরাস আলোচনা করেছিলেন।

প্যারেটোর যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়ার আলোচনাও এক্ষেত্রে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। প্যারেটো মানব ক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি যৌক্তিক ক্রিয়া (Logical Action), অপরটি যুক্তিহীন ক্রিয়া (Non-Logical action)। যৌক্তিক ক্রিয়া বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেইসব ক্রিয়া যা যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত। পক্ষান্তরে যুক্তিহীন ক্রিয়া বলতে তিনি যেসব যুক্তি সঙ্গত নয় সেইসব ক্রিয়াকেই বুঝিয়েছেন। তবে তাঁর মতে কোন ক্রিয়া যুক্তিহীন হলেও তার অর্থ এ নয় যে এটা অযৌক্তিক। খানিক বিশ্লেষণ করে বলে যায় যে, যখন কোনক্রিয়ার এন্ডস-মিনস (Ends-means) সম্পর্ক নির্বাহক (Performer) এবং পর্যবেক্ষক (Observer) এই দু'য়ের দৃষ্টিতে একই ভাবে বিবেচিত, তখন তাকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলা হয়। ঠিক তেমনি যখন কোন ক্রিয়ার এন্ডস-মিনস সম্পর্ক নির্বাহক এবং পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ভিন্নভাবে ভিন্নবিচারে বিবেচিত, তখন তাকে যুক্তিহীন ক্রিয়া বলা হয়। ফাইনারের ভাষায়, "Thus the criterion as to what is logical and what is non–logical is a comparison, a comparison between the ends – means relationship as seen by the performer and as seen by the observer. where the two correspond, the action is logical. Where they fail to correspond, the action is non–logical. (Finer 1966 : 36).

প্যারেটোর যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়ার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে র‍্যামন্ড এ্যরন বলেছেন, "For an action to be logical, the means–ends relation in objective reality must correspond to the means–end relation in tha mind of the actor." (Aron 1967; 114). প্যারেটোর মতে বাস্তবে যৌক্তিক ক্রিয়ার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর Treatise এ মাত্র কয়েকটি এ ধরনের ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমনঃ তত্ত্ব গঠন (Formulation of Scientific theory), অর্থনৈতিক ক্রিয়া (Economic action)

এবং আইনজ্ঞদের আচরণ (Behaviour of Lawyers) প্রভৃতি। আবার প্যারেটো তাঁর যুক্তিহীন ক্রিয়ার অন্তর্গত The Persistance of Aggregates Residues এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা হচ্ছে জড়তার প্রতীক। এটা মানুষের সেই প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কিত যার ফলে সে রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় এবং পরিবর্তন পরিপন্থী হয়ে স্থবির জীবনযাপনের আওতাভুক্ত থাকতে চায়। প্যারেটো দেখিয়েছেন যে, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন ক্রিয়া করে থাকে। এই যুক্তিহীন ক্রিয়াগুলোকে পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ নানারকম যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির আশ্রয়ে ন্যায়সঙ্গত, যথার্থ অথবা যৌক্তিক বলে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

### ৩.২.২ ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব (Social Action)

অত্র গবেষণার প্রপঞ্চসমূহের বিশ্লেষণে ও তত্ত্ব নির্মাণর ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবারের “Social Action” বা সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্বের আলোচনা করা যেতে পারে। সামাজিক ক্রিয়া বলতে ওয়েবার মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি মূলত প্যারেটোর যুক্তি-পরীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হন। প্যারেটো যেমন মানব ক্রিয়াকে যৌক্তিক ও যুক্তিহীন ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন, তেমনি ওয়েবারও মানব ক্রিয়াকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যথা ঃ

**(ক) যৌক্তিক ক্রিয়া (Rational Action)**

**(খ) ভাবগত ক্রিয়া (Affective or Emotional Action)**

**(গ) ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়া (Traditional Action)**

ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর যৌক্তিক ক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে কৃত ক্রিয়া, ভাবগত ক্রিয়ায় মানসিক আবেগ তাড়িত হয়ে সংঘটিত ক্রিয়া, এবং ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়ায় সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-প্রথা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন।

গবেষণার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বুঝা যাচ্ছে যে, গবেষণাটির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যোক্তিক ক্রিয়ায় সাথে অগ্রসর হতে হবে। ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা এ অবস্থানে আসার পিছনে একটি যৌক্তিক কারণ আছে এবং তার ফলে সমাজের এ অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, যা ম্যাক্স যৌক্তিক ওয়েবারের ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

### ৩.২.৩ সামাজিক বর্জন তত্ত্ব (Social Exclusion)

সামাজিক বর্জন অথবা Social Marginalization হচ্ছে, সমাজের মূল অংশ এবং সমাজের মধ্য থেকে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অবস্থা। এই শব্দটা প্রথমে ইউরোপের ফ্রান্সে সূত্রপাত হয়। শিক্ষা, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সমাজের নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করতে।

সামাজিক বর্জন তত্ত্ব এমন একজন (Individual) অথবা গোষ্ঠীর (People) অবস্থা বুঝাতে সাহায্য করে যারা, ধারাক্রমে অথবা ক্রমানুসারে (Systematically) সমাজের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, অধিকার যা সহজাতভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ভোগ করে, যেমন– বাসস্থান, চাকরি, চিকিৎসা সেবা, নাগরিক অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য সেসব থেকে Blocked (or Denied Full Access to) হয়ে পড়ে।

সামাজিক বর্জন ২ ধরনের। যথা ঃ

- **স্বতন্ত্র বা একক বর্জন (Individual Exclusion)**
- **শ্রেণী বা সম্প্রদায় বর্জন (Community Exclusion)**

**স্বতন্ত্র বা একক বর্জন (Individual Exclusion):**

“The marginal man...is one whom fate has condemned to live in two societies and in two, not merely different but antagonistic cultures....his mind is the crucible in which two different and refractory cultures may be said to melt and, either wholly or in part, fuse, (Park, 1937)”

স্বতন্ত্র বর্জন হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সমাজের অর্থপূর্ণ বা যৌক্তিক অংশগ্রহণ থেকে আলাদা করে দেয়া। উদাহরণস্বরূপ: কোন single mother কে সমাজের কল্যাণমূলক ধারা থেকে বাদ দেয়া যা ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। আধুনিক কল্যাণমূলক সমাজ ব্যক্তিকে গ্রহণ করে যখন সমাজকে কোন উৎপাদনশীল কাজ করে সমাজের উপকার করতে পারে। একজন মা কেবল সমাজের formal কাজ করেই সমাজের সাহায্য করতে পারে না পাশাপাশি বাচ্চার ভরণপোষণ এবং দেখাশুনা করে পরবর্তীতে সমাজের ভবিষ্যৎ হিসেবেও রূপান্তরিত করতে পারেন।

এজন্যই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, ‘আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।’ পরবর্তীতে এই নিয়ম কে পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া সমাজে এখনও নারীরা বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্জিত হয়ে আসছে। প্রথমদিকে Social Exclusion or Marginalization

তত্ত্ব কেবল নারীবাদ নিয়ে আলোচিত হয়ে থাকলেও এখন যেখানে কোন ব্যক্তিকে সমাজের বিশেষ অংশ থেকে বর্জন বা বর্জনের চেষ্টা করা হলেই এই তত্ত্বের আলোকে আলোচিত হয়ে আসছে।

যেমন– কোন অক্ষম (Disabled) ব্যক্তিকে কাজে অংশগ্রহণের বাধা দেয়া বা পুরোপুরি বিতারিত করাও এক ধরনের বর্জন বা marginalization ।

Grandz discusses an employer's viewpoint about hiring individuals living with disabilities as jeopardizing productivity, increasing the rate of absenteeism, and creating more accidents in the workplace.

তাছাড়া Lesbian-gay-biosexual-transgender (LGBT) Ges অন্যান্য intersexual মানুষদের তাদের জৈবিক কারণে সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে বাধা দেয়া বা নিষেধাজ্ঞাও এক ধরনের বর্জন।

"Isolation is common to almost every vocational, religious or cultural group of a large city. Each develops its own sentiments, attitudes, codes, even its own words, which are at best only partially intelligible to others, (Thrasher, 1927)."

## শ্রেণী বা সম্প্রদায় বর্জন (Community Exclusion):

নির্দিষ্ট একটা দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে সমাজের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যেমন, শিল্পায়নের যুগে শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ভোগ করতে পারত না। মালিকের মুখের উপর কোন কথা বলার অধিকার ছিল না। অন্যদিকে সমাজের ছিন্নমূল ও ভাসমানরা আমাদের মূল সমাজ থেকে বর্জিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের নানা উদ্দ্যেশে ব্যবহার করে। সমাজ থেকে ওরা অনেক দূরে বসবাস করে। স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ পায় না ওরা। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে, তাদের পরিচয় কেবল একজন ভাসমান হিসেব, যাদের বাবা-মা সাথে নেই। বর্ণ, চেহারা, শ্রেণীর ভিত্তিতে সহজেই তাদের উন্নত সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়।

বর্তমান সময়, মসামাজিক বর্জন তত্ত্বটি কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, শিক্ষাক্ষেত্র, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি জীবনে আলোচিত হয়ে আসছে।

## ৩.২.৪ কাঠামোবাদ পদ্ধতি (Structuraliism Theory)

কাঠামোবাদের দৃষ্টিতে সমাজ পর্যালোচনার ওপর তাগিদ দেন ফরাসি চিন্তাবিদ লেভিস্ট্রস (খবারংঃৎধঁংং), যিনি সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ বিশেষ করে লোক-বিশ্বাস, কল্পনা ইত্যাদির ব্যাখ্যায় কাঠামোবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোষ্ঠীটির মতে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ একটির সাথে অন্যটির পারস্পরিক কার্যকরণ সূত্রে আবদ্ধ যা, বস্তুত একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর রূপ দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোন গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বা ভিত্তি নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা স্বার্থক ও ফলপ্রসূ গবেষণার পূর্বশর্ত। আমার 'ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকদের বাস্তবধর্মী তত্ত্বের আলোকে নির্মিত ও পরিচালিত হবে।

# অধ্যায় চার : গবেষণা পদ্ধতি

## ৪.১ গবেষণা পদ্ধতি

প্রত্যেক সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রপঞ্চ সঠিকভাবে বুঝা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমে এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার এ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে । এছাড়াও গবেষণার গভীর প্রয়োজনে কেস স্টাডি মেথডোলজি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকার ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের মধ্য থেকে নমুনায়নের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের মতামতের প্রতিফলনই গবেষণার সারবস্তু।

অত্র গবেষণায় এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

## ৪.২ গবেষণার এলাকা

যে কোন গবেষণার জন্যই গবেষণার স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গবেষণাতেও কিছু এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা অনেকদিন ধরেই বসবাস করে আসছে। ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বসবাসের কারণ এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জন্য বিবেচিত এলাকা বিচারের প্রবণতার ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট এলাকার ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের বেছে নেয়া হয়েছে। কারণ ঢাকা শহরের অধিকাংশ ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা উক্ত এলাকাতে বসবাস করে। এখানে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র” এবং হাইকোর্ট মাজার সংলগ্ন স্থান মনোনীত করা হয়েছে। এ এলাকাতে ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় বৃত্তি ও পেশার সুযোগ রয়েছে।

## ৪.৩ তথ্যের উৎস

প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গবেষণা করা হয়েছে।

### ৪.৩.১ প্রাইমারি তথ্য উৎস

প্রশ্নাবলী জরিপের মাধ্যমে সরাসরি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে এবং আদর্শ নমুনা চয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

#### ৪.৩.১.১ আদর্শ নমুনা চয়ন

ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য Non-Probability আদর্শ নমুনা পদ্ধতি চয়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় যখন জনসংখ্যার সুনির্দিষ্ট তালিকা বা রেকর্ড পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও সময়সাপেক্ষ, তখন স্বল্প সময়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নন-প্রবাবিলিটি সেম্পলিং ব্যবহার করা হয়।

এই গবেষণায়, প্রথমে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বিভিন্ন ভাসমান স্কুল, যেমন- ঘাসফুল থেকে তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট এলাকায় বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের তালিকা আলাদা করা হয়েছে। তারপর একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা হয়।

উল্লেখ্য, উক্ত তালিকায় অধিকাংশ শিশু গবেষণা এলাকাতে বসবাস করে।

### ৪.৩.২ সেকেন্ডারি তথ্য উৎস

শুধুমাত্র প্রাইমারি উপাত্ত দিয়ে উক্ত গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য কিছু সেকেন্ডারি সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ডকুমেন্টের সেকেন্ডারি সূত্রটি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও, আর্কাইভ, লাইব্রেরি, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথি ও প্রকাশনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ৪.৪ ডেটা প্রসেসিং এবং বিশ্লেষণ

ডেটা গুণমান উন্নত করার জন্য সম্পাদনা করে প্রক্রিয়াভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের রূপান্তর করার জন্য কোড আকারে রূপান্তর করা হয়েছে, যা ভেরিয়েবলের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছে। গবেষণাটি গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) এবং পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান স্টাটিস্টিকাল প্রোগ্রাম সফটওয়্যার (SPSS) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ডেটাগুলি উপযুক্ত সংমিশ্রণ অর্জন করতে পারে।

### ৪.৪.১ গবেষণার গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পদ্ধতি

গবেষণাটির গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের সংমিশ্রণ থেকে গঠিত ধারণাগত কাঠামোর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কোয়ান্টিটেটিভ বা পরিমাণগত পদ্ধতি এই গবেষণার সম্পূর্ণ আকৃতি দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করেছে। পদ্ধতির মধ্যে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন Tool বা কর্মসম্পাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- গবেষক সরাসরি গবেষণা এলাকায় উপস্থিত থেকে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের কর্যক্রম পর্যবেক্ষেণ করেছেন। তারা কিভাবে তাদের পেশার সাথে সারাদিন সম্পৃক্ত থাকে, কোথায় খাবার খায় এবং ঘুমায়, অন্য ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং আশপাশের মানুষের সাথে তাদের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রে কিছু কোয়ালিলেটিভ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যাতে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অবস্থা এবং তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

### ৪.৪.২ পরিমাণগত (কোয়ানটিটেটিভ) পদ্ধতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

কোয়ানটিটেটিভ পদ্ধতির মধ্যে, নমুনা জরিপ মাধ্যমকে তথ্য সংগ্রহের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পুরো এলাকার ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের প্রতিনিধিত্বশীল তথ্যদাতাদের নির্ধারণ করা যায় এবং কম সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা অংশের কার্যকর তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাটিকে ফলপ্রসূ করা যায়।

পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) তথ্য বিশ্লেষণ সাধারণত Univariate Ges Bivariate বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। প্রধানত ইউনিভ্যারিয়েট বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে, ভেরিয়েবলের বর্ণনার জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন, ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণের জন্য শতাংশ, সেন্ট্রাল প্রবণতা পরিমাপের জন্য গাণিতিক গড়, পরিমাপ ইউনিট একত্রীকরণ করা হয়।

অন্যদিকে, বাইভ্যারিয়েট বিশ্লেষণের জন্য Correlation ব্যবহার করা হয়।

### ৪.৫ গবেষণার উপকরণসমূহ

টেবিল নং-১

| ক্রমিক নং | তালিকার শিরোনাম | বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| ১। | ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি | তথ্যদাতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বসবাস, পরিবারের ধরন, বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাবা-মায়ের পেশা, পরিবারের মাসিক আয়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ |
| ২। | আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য | বাসস্থানের ধরন, আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান, বাসস্থান নিরাপত্তা, আবাসন নিরাপত্তা ঝুঁকি |
| ৩। | ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য | খাদ্য তালিকা, খাবার খাওয়ার পরিমাণ, পুষ্টিগুণ, শারীরিক অসুস্থতা ও পরামর্শ, সেবা |
| ৪। | জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস সংক্রান্ত তথ্য | দৈনিক আয়, পেশা, নির্দিষ্ট এলাকাতে বসবাসের কারণ এবং উক্ত এলাকা অর্থনৈতিক উৎসের জন্য নিরাপদ সম্পরকৃত |
| ৫। | নিগ্রহ, শোষণ ও নিপীড়নের শিকার সংক্রান্ত তথ্য | বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক নিগ্রহ, শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে অভিমত |

তথ্যদাতাদের থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে একটি, "Consent Letter" দেখানো হয়েছে, যেখানে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনা ও "Questionnaire Checklist" ছিল। প্রশ্নমালার মধ্যে, কোয়ান্টিটেটিভ ও কোয়ালিটেটিভ প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নমালার তালিকাকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

### ৪.৬ তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল

নমুনা জরিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যেমন-

- **গবেষণা এলাকাতে প্রবেশ :** গবেষণা এলাকাতে প্রবেশের পূর্বে স্থানীয় (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের) লোকদের থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশেষ করে কোন সময়ে ভাসমান

ও ছিন্নমূল শিশুরা আশে-পাশের এলাকাতে অবস্থান করে। তারপর তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া হয়।

- **পরিবেশ বিন্যাস :** যেহেতু শিশুদের বয়স কম তাই, প্রথমে ওদের সাথে গল্প করে মূল আলোচনাই আসা হয়েছিল। তাছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় নীরব স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে ওদের সাথে ভালোভাবে কথা বলা যায়।
- **নৈতিক বিষয়ঃ** যেকোনো সময় তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করার অগ্রধিকার ছিল।
- **সম্পর্ক স্থাপনঃ** তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় ও নির্দিষ্ট বিরতিতে গল্প করে সম্পর্ক স্থাপন করে কার্যকর তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অর্থবহ তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাটিকে ফলপ্রসূ করা যায়।
- **ব্যক্তিগত পক্ষপাত পরিহার :** তথ্যদাতাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষকের কোন পক্ষপাত ছিল না।
- **পর্যবেক্ষণ :** গবেষক নিবিড়ভাবে সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ করেছেন যাতে, তথ্যদাতাদের বাচনভঙ্গি, তথ্য প্রদানের আগ্রহের বিষয়টি বুঝতে পারেন।

## ৪.৭ গবেষণাটির সীমাবদ্ধতা

- গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য যদিও দৈব চয়নের মাধ্যমে ৬২ জনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তথাপি নমুনা আরও বেশি হলে উত্তরদাতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতো।
- বিভিন্ন এলাকা থেকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে ঢাকা শহরের সমস্ত ভাসমান/ছিন্নমূল শিশুদের একসাথে এনে তাদের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতো।
- তাছাড়া কিছু কিছু বিষয় যেমন, অপরাধ প্রবণতা, নেশা এগুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

## ৪.৮ নৈতিক বিষয়সমূহ

- যেহেতু অধিকাংশ উত্তরদাতাদের বয়স কম ছিল সেক্ষেত্রে ওদের উপযোগী করে প্রশ্ন করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে উক্ত গবেষণা কোন প্রশ্নের উত্তর বা প্রশ্ন নিয়ে ওদের মনে কষ্ট না লাগে।
- উত্তরদাতাদের স্বার্থ পরিপন্থী কোন প্রশ্নের উত্তর যাতে না আসে সেটা দেখা হয়েছে। অন্যদিকে তাদের গোপনীয়ততার স্বার্থে কিছু প্রশ্নের উত্তর গবেষণায় সংযুক্ত করা হয়নি।
- যেহেতু তারা সারাদিন কাজ করে সেহেতু তথ্য সংগ্রহের সময় তাদের কিছু উপহার (টাকা) দেয়া হয়, অন্তত যে সময়টা তাদের ব্যয় হয়েছে সেটির জন্য।

- সবসময় বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাদের স্বার্থেই এবং পাশাপাশি গবেষকের কাজের জন্য জরিপটি করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এ নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।
- পরিশেষে, তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের তথ্য উপস্থাপন করা হবে।

### ৪.৯ ডেটা বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের মধ্যে সাক্ষাতকার থেকে চিহ্নিত প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি তথ্যের প্রধান ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ আঁকা হয়েছে। এইখানে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের জীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

# অধ্যায় পাঁচ : ফলাফল উপস্থাপন

## ৫.১ ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি

প্রশ্নাবলী সরবরাহ করে ৬২টি নমুনা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাসমান/ছিন্নমূল শিশু, ভাসমান/ছিন্নমূল শিশু হওয়ার কারণ, কার সাথে বসবাস করে, পরিবারের ধরন, বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাবা-মায়ের পেশা, পরিবারের মাসিক আয়, ছিন্নমূল শিশুদের সমস্যা অনুভব, ছিন্নমূল শিশুরা বাবা-মা থাকলে যেসব সুযোগ পেত, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে টেবিল এবং Cross Tabulation ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

### ৫.১.১ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ

টেবিল নং- ০২

| লিঙ্গ | সংখ্যা | শতাংশ |
|---|---|---|
| ছেলে | ৩৪ | ৫৪.৮ |
| মেয়ে | ২৮ | ৪৫.২ |
| মোট | ৬২ | ১০০.০ |

গবেষণায় ৬২ জন ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মধ্যে ৩৪ জন ছেলে (৫৪.৮%) এবং ২৮ জন মেয়ে (৪৫.২%) ছিল। যদিও দৈব চয়নের মাধ্যেম করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তালিকা অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে উভয়েরই আসার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি ছেলে মেয়ের সংখ্যাটা কাছাকাছি হওয়ায় গবেষণার ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

### ৫.১.২ উত্তরদাতাদের বয়স

টেবিল নং-০৩

| বয়স | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| ৬-৮ বছর | ১৭ | ২৭.৪ |
| ৯-১১ বছর | ২৮ | ৪৫.২ |
| ১২-১৩ বছর | ১১ | ১৭.৭ |
| ১৪-১৫ বছর | ৬ | ৯.৭ |
| ১৬-১৭ বছর | ০ | ০ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

টেবিল-৩ এ দেখা যাচ্ছে, যে ৬২ জনের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ ৪৫.২% (২৮ জন) এর বয়স ৯-১১ বছর। অন্যদিকে ১৬-১৭ বছর বয়সের কারও কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ৬-৮ বছর বয়সের শিশুরা ২য় এবং ১২-১৩ বছর বয়সের প্রায় ১৭.৭% উক্ত এলাকায় বসবাস করে। তাছাড়া ১৪-১৫ বছর বয়সের শিশুরা প্রায় ৯.৭% গবেষণায় জরিপে অংশগ্রহণ করেছে। তথ্যদাতাদের বয়সের তথ্য বিশ্লেষণ করে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে উক্ত এলাকায় হয়ত কাজ পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায় তাই অন্যত্র স্থান্তারিত হয়ে যায়।

সেকেন্ডারি সোর্স থেকে জানা যায় যে, কোন ছিন্নমূল বা ভাসমান শিশু প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর স্থান পরিবর্তন করে।

### ৫.১.৩ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

টেবিল নং- ০৪

| উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (Cross Tabulation) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | | | | সর্বমোট |
| | | নিরক্ষর | ১ম - ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ – ৫ম শ্রেণী | ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের পাঠশালা | |
| উত্তরদাতাদের লিঙ্গ | ছেলে | ৩ | ৯ | ৪ | ১৮ | ৩৪ |
| | মেয়ে | ৫ | ৬ | ৬ | ১১ | ২৮ |
| সর্বমোট (জন) | | ৮ | ১৫ | ১০ | ২৯ | ৬২ |

গবেষণার অধিকাংশ (২৯ জন) শিশুদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পাঠশালা নামে ভাসমান স্কুলে সারাদিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বা বিকালে পথের ধারে বা কোলা আকাশের নিচে ঘাসে বসে পড়াশুনা করে। যাদের অধিকাংশ এসব স্কুলে নিয়মিত যায় না। তবে সিক্ষার্থীদের পরিচালিত এসব স্কুলের শিক্ষকগণ অনেক আন্তরিত তাই অনেকেই নিয়মিত স্কুলে যায়। অন্যদিকে ৮ জন একেবারেই নিরক্ষর। যারা বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে উল্ল্যেখ করেছে তারাও নিয়মিত স্কুলে যায় না।

অনেকে অর্থ উপার্জনের জন্য অথবা দারিদ্র্যের কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। অনেকে আবার ভর্তি হবার পর থেকে স্কুলেও যায় নি কোন দিন। সব মিলিয়ে ভাসমান পাঠশালায় তাদের কাছে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে তারা বই-পুস্তকের জ্ঞানের বাইরেও অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছে।

### ৫.১.৪ উত্তরদাতারা ছিন্নমূল/ভাসমান শিশু

টেবিল নং- ০৫

| উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও উত্তরদাতা ভাসমান/ছিন্নমূল শিশু (Cross Tabulation) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | উত্তরদাতা ভাসমান/ছিন্নমূল শিশু | | সর্বমোট |
| | | ভাসমান | ছিন্নমূল | |
| উত্তরদাতাদের লিঙ্গ | ছেলে | ২৫ | ৯ | ৩৪ |
| | মেয়ে | ২৭ | ১ | ২৮ |
| সর্বমোট | | ৫২ | ১০ | ৬২ |
| শতকরা % | | ৮৪ | ১৬ | ১০০ |

গবেষণার মোট ৬২ জন উত্তরদাতাদের মধ্য ৮৪% (৫২ জন) ভাসমান অর্থাৎ যাদের বাবা মা বেঁচে আছেন। যাদের মধ্যে ২৫ জন ছেলে ভাসমান এবং ২৭ জন মেয়ে ভাসমান। অন্যদিকে ১৬% (১০ জন= ১ জন মেয়ে এবং ৯ জন ছেলে) একেবারে ছিন্নমূল শিশু অর্থাৎ যাদের বাবা-মা নেই এবং তাদের মূল সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। শুধুমাত্র একজন ছিন্নমূল শিশু বলেছে তার মা ছিল কিন্তু পাগল হওয়ার পর কোথাও চলে গেছে তার কোন খোঁজ নেই। এ গবেষণার তথ্য থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ ছেলে ভাসমান। কিন্তু মেয়েরা কমই পরিবার থেকে আলাদা হয় বলে তাদের সংখ্যাও কম।

### ৫.১.৫ উত্তরদাতারা ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু হওয়ার কারণ

টেবিল নং- ০৬

| ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশু ও ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশু হওয়ার কারণ (Cross Tabulation) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশু হওয়ার কারণ | | | | সর্বমোট |
| | দরিদ্রতা | অর্থ উপার্জনের জন | বাবা নেই | মা নেই | |
| ভাসমান | ৪০ | ১১ | ১ | ০ | ৫২ |
| ছিন্নমূল শিশু | ৩ | ৬ | ০ | ১ | ১০ |
| সর্বমোট | ৪৩ | ১৭ | ১ | ১ | ৬২ |

দরিদ্রতা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা। উক্ত গবেষণার প্রায় ৬৯% উত্তরদাতা (ভাসমান ৪০ জন ও ছিন্নমূল ৩ জন) বলেছে যে, দরিদ্রতার কারণে তারা পথে পথে জীবনের তাগিদে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফেরি করছে। অন্যদিকে ২৭% শিশু (১১ জন ভাসমান ও ৬ জন ছিন্নমূল শিশু) বলেছে, অর্থ উপার্জনের জন্য এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে তারা। অধিকাংশ ছিন্নমূল শিশু জীবন নির্বাহের অর্থের তাগিদে এ পথে এসেছে। একজন ভাসমান শিশু বাবা না থাকায় এবং একজন মা নেই বলে ছিন্নমূল হয়েছে বলে জানায়। অর্থ এবং দরিদ্রতা অধিকাংশ শিশুদের ভাসমান বানাতে বাধ্য করেছে।

### ৫.১.৬ উত্তরদাতারা কার/ কাদের সাথে বসবাস করে

টেবিল নং- ০৭

| কাদের সাথে বসবাস | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| বাবা-মা'র সাথে | ৩১ | ৫০.০ |
| বাবার সাথে | ১ | ১.৬ |
| মায়ের সাথে | ১৫ | ২৪.২ |
| একা | ১১ | ১৭.৭ |
| অন্যান্য | ৪ | ৬.৫ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ৫০% ভাসমান শিশুর বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও ভাসমান। বাবা-মা দরিদ্রতার কারণে ওদের ভরণপোষণ করতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এ ভাসমান অবলম্বন করেছে। মমায়ের সাথে ১৫ জন (২৪.২%) বসবাস ককরলেও অন্যদিকে মাত্র একজন বাবার সাথে থাকে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাবার ওদের প্রতি কর্তব্য নেই। অনেক ভাসমান শিশু বলেছে, তাদের বাবা অন্য আরেকটি বিয়ে করে তাদের ফেলে অন্যত্র চলে গেছে। কোন খোঁজ-খবর রাখে না তাদের। ১০ জন ছিন্নমূল শিশুই একা বসবাস করে। যে চার জন ভাসমান অন্যান্য কোটায় আছে, ওরা কেউ নানি, বোন, খালা কিংবা কোন এক পরিচিত দোকানদারের কাছে থাকে কর্মসূত্রে।

### ৫.১.৭ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন

সকল উত্তরদাতাই একক পরিবারে একত্রে বসবাস করে।

### ৫.১.৮ উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের শিক্ষাগতযোগ্যতা

টেবিল নং- ০৮

| বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) | | মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নিরক্ষর | ২৫ | ৪০.৩ | | নিরক্ষর | ৩৮ | ৬১.৩ |
| স্বাক্ষর দিতে পারে | ১১ | ১৭.৭ | | স্বাক্ষর দিতে পারে | ১১ | ১৭.৭ |
| প্রাইমারি পাস | ৩ | ৪.৮ | | প্রাইমারি পাস | ২ | ৩.২ |
| বাবার সাথে থাকে না | ৩ | ৪.৮ | | মায়ের সাথে থাকে না | ১ | ১.৬ |
| প্রযোজ্য নয় | ২০ | ৩২.৩ | | প্রযোজ্য নয় | ১০ | ১৬.১ |
| সর্বমোট | সর্বমোট | ৬২ | | সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

অধিকাংশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাবা-মা নিরক্ষর। যেমন– ৫২ জন ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মধ্যে ২৫ জন নিরক্ষর এবং ৩৮ জন মাও নিরক্ষর। ১১ জন শিশুর বাবা-মা কেবল স্বাক্ষর দিতে পারে। ৩ জন শিশুর বাবা এবং ২ জনের মা প্রাইমারি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। অন্যদিকে ২০ জন শিশুর (যাদের মধ্য ১০ জন ছিন্নমূল) বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশে প্রযোজ্য নয় মানে, যাদের বাবার কোন খবর নেই কিংবা ওদের রেখে চলে গেছে ফিরে না তাদের সম্পর্কে জানা যায়নি। অন্যদিকে ১০ ছিন্নমূল শিশুর মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায়নি। প্রযোজ্য নয় অংশটি এটিই প্রতিনিধিত্ব করে। আবার ৩ জন ভাসমান বাবার সাথে থাকে না তাই কোন তথ্য দিতে পারে পারে একইভাবে ১ জন ভাসমান তার মায়ের সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারে নি। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাবা-মা নিরক্ষর।

### ৫.১.৯ উত্তরদাতাদের বাবা-মায়ের পেশা

টেবিল নং-৯

| বাবার পেশা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) | মায়ের পেশা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| দিনমজুর | ২১ | ৩৩.৯ | গৃহিণী | ২৩ | ৩৭.১ |
| রিক্সা চালক | ১১ | ১৭.৭ | দিনমজুর | ৬ | ৯.৭ |
| চাকরি | ৬ | ৯.৭ | কিছু করে না | ৫ | ৮.১ |
| প্রযোজ্য নয় | ২০ | ৩২.৩ | ক্ষুদ্র ব্যবসা | ১৪ | ২২.৬ |
| ভিক্ষা | ৪ | ৬.৫ | প্রযোজ্য নয় | ১০ | ১৬.১ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ | ভিক্ষা | ৮ | ৬.৫ |
| | | | সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

অধিকাংশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের বাবা দিন আনে দিন খায় অর্থাৎ দিনমজুর। অন্যদিকে অধিকাংশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের মা গৃহিণী। ২০ জন ভাসমান শিশুর বাবা যেহেতু সাথে থাকে না এবং একই রকমভাবে ছিন্নমূল শিশুদের বাবা না থাকায় ‘প্রযোজ্য নয়’ অংশে বিরাট অংশ পরে গেছে। তাছাড়া প্রায় ১৭.৭% ভাসমানের বাবা রিক্সা চালায়। চাকরি বললে এখানে বিভিন্ন জায়গায় মাসিক হারে যে পরিমাণ টাকা পায় সেটা বুঝানো হয়েছে এবং ৬ জন ভাসমানের বাবা মাসিক বেতনে চাকরি করে। অন্যদিকে প্রায় ৬.৫% ভিক্ষাবৃত্তি করে। একইভাবে ২২.৬% ভাসমানের মা তাদের পেশায় সাহায্য করে অর্থাৎ ফুলের মালা বিক্রির জন্য ফুল সংগ্রহ ও গেঁথে দেয় যা ক্ষুদ্র ব্যবসার অন্তর্গত। তাছাড়া ৬ জন রাস্তা ঘাটে দৈনিক টাকায় মজুরি খাটে এবং ৪ জন ভিক্ষাবৃত্তি করে। অন্যদিকে ৫ জন শিশুর মা কিছুই করে না। ভাসমান শিশুর সংগ্রহ করা খাবার ও তাদের আয়ের ওপর নির্ভর করে।

### ৫.১.১০ উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয়

টেবিল নং- ১০

| বয়স | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| ১০০০-২০০০ টাকা | ৯ | ১৪.৫ |
| ৩০০০-৪০০০ টাকা | ৩৮ | ৬১.৩ |
| ৫০০০-৬০০০ টাকা | ৭ | ১১.৩ |
| ৭০০০-৮০০০ টাকা | ৭ | ১১.৩ |
| ৯০০০-১০০০০ টাকা | ১ | ১.৬ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

অধিকাংশ (৬১.৩%) ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবারের মাসিক আয় ৩,০০০-৪,০০০ টাকার মধ্যে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এদের পক্ষে এই স্বল্প আয়ে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। ১৪.৫% শিশুদের পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ১,০০০-২,০০০ টাকার মধ্যে এবং এর মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে ছিন্নমূল শিশু। যাদের ভরণপোষণ নিজেদেরই করতে হয়। সহায়-সম্বল হিসেবে তাদের কেউ নেই। ১১.৩% শিশুদের পরিবারের আয় ৫,০০০-৬,০০০ টাকা এবং একই সংখ্যার পরিবারের আয় ৭,০০০-৮,০০০ টাকা। মাত্র একটি পরিবারের মাসিক আয় ৯,০০০-১০,০০০ টাকা।

### ৫.১.১১ ছিন্নমূল শিশুদের সমস্যা অনুভব

ছিন্নমূল শিশুদের সমস্যার অন্ত নেই। একদিকে তারা যেমন ভাসমান অন্যদিকে তাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বলে তাদের কেউ নেই। যখন তারা কাজে বের হতে পারে না বা রোজগার করতে পারে না তখন তাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার মত কেউ নেই। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিঁজে কষ্ট করেই ওদের জীবন নির্বাহের জায়গা খুঁজে বের করতে হয়। অনেকে মাঝে মাঝে অন্য শিশুদের সাথে খাবার ভাগাভাগি করে খায়। রাস্তায় বিভিন্ন জনের ধমক ও বকা শুনতে হয়। এরপরও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না তারা। ভালো জায়গায়, ভালো পরিবেশে, ভালোভাবে বেড়ে উঠার সুযোগ পাচ্ছে না। যদি বিপদে কাউকে পাশে পেতো, কেউ হয়ত মুখে খাবার তুলে দিতো, বিপদে ছায়া হতো। এরকম হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ওদের জীবন।

### ৫.১.১২ ছিন্নমূল শিশুরা বাবা-মা থাকলে যেসব সুযোগ পেত

ছিন্নমূল শিশুদের মতে, তাদের বাবা-মা কাছে থাকলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো না তারা। অন্য সাধারণ শিশুদের মত হেসে-খেলে ভালো পরিবেশে বড় হতে পারত বলে মনে করে। বিভিন্ন সময় কেউ ওদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন, অমানবিক র্যাতন ও নিগ্রহ করতে পারত না। সর্বত্র ওদের অংশগ্রহণের সুযোগ পেতো। এছাড়া অসুখে-বিসুখে বাবা-মাকে পাশে পেত। সমস্ত বিপদ থেকে আলগে রাখত বলে তারা বিশ্বাস করে।

### ৫.১.১৩ উত্তরদাতাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য

টেবিল নং-১১

| পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| বসবাসের উপযোগী | ৪ | ৬.৫ |
| বসবাসের উপযোগী না | ৫৮ | ৯৩.৫ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ৯৩.৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা যে পরিবেশে বসবাস করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বসবাসের জন্য উপযোগী না। অন্যদিকে মাত্র ৬.৫% মনে করে তারা যে পরিবেশে বসবাস করছে তার অবস্থা ভালো। তাদের পরিবেশ বসবাসের উপযোগী কারণ এর থেকে ভালো অবস্থানে তারা কখনও থাকতে পারবে না। জীবন ধারণের জন্য যা যা দরকার তারা তা পাচ্ছে। অন্যদিকে অধিকাংশের মতে, তাদের বসবাসের পরিবেশ ভালো না কারণ চারদিকে নোংরা, আবর্জনা, ধুলাবালি দূষণ, দুর্গন্ধ, পানি জমে থাকে, বৃষ্টির দিনে চারপাশ পানিতে ডুবে থাকে। ময়লার স্তূপের জন্য হাঁটা যায় না। এরকম নোংরা ও আবর্জনা ঠিকমত পরিষ্কার করার দাবিও জানায় তারা। পাশাপাশি ড্রেনের লাইনগুলো যাতে ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় যাতে বৃষ্টির পরে পানি জমে না থাকে। তাতে অন্তত তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে।

### ৫.২ আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য

প্রশ্নাবলী সরবরাহ করে ৬২টি নমুনা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতার বাসস্থানের ধরন, বাসস্থান সংক্রান্ত সন্তুষ্টি, আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান, উত্তরদাতাদের বাসস্থান নিরাপদ কতটুকু, ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে নিরাপদ কতটুকু, নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে মন্তব্য সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে টেবিল এবং Cross Tabulation ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

### ৫.২.১ উত্তরদাতার বাসস্থানের ধরন

টেবিল নং- ১২

| | উত্তরদাতার বাসস্থানের ধরন | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ভাসমান | ছিন্নমূল শিশু | | |
| বাসস্থানের ধরন | সংখ্যা (জন) | সংখ্যা (জন) | সর্বমোট | শতকরা (%) |
| ফুটপাত | ২৩ | ১০ | ৩৩ | ৫৩.২ |
| আধাপাকা | ১ | ০ | ১ | ১.৬ |
| সেমিপাকা | ২ | ০ | ২ | ৩.২ |
| টিন শেড | ৪ | ০ | ৪ | ৬.৫ |
| কাঁচা | ২১ | ০ | ২১ | ৩৩.৯ |
| মাজার | ১ | ০ | ১ | ১.৬ |
| সর্বমোট | ৫২ | ১০ | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের অধিকাংশ প্রায় ৫৩.২% (১০ জন ছিন্নমূল শিশুর মধ্যে ১০ জনই এবং ভাসমান ৫২ জনের মধ্যে ২৩ জন) ফুটপাতে রাত্রি যাপন করে। যাদের ছাদ হয় খোলা আকাশ কিংবা প্লাস্টিক বা পলিথিন দিয়ে ছাদ দেয়া হয় বাইরের ধুলাবালি, বৃষ্টি ও আব্রু রক্ষা করার জন্য।

ছিন্নমূল শিশুরা রাস্তার ধারে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের বারান্দায় রাত্রি যাপন করে। বিশেষ করে অধিকাংশ শিশুরা যারা বাবা-মায়ের সাথে থাকে না বা শুধু বাবা/ মায়ের সাথে থাকে তারা মাজার অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘টিএসসি’ এর সামনের বারান্দায় রাত্রিযাপন করে।

অন্যদিকে ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের একটা বড় অংশ ৩৩.৯% বাবা-মায়ের সাথে কাঁচা (পলিথিনের বেড়া দেয়া, মেজে বাঁশের বা মাটির) বিভিন্ন বস্তি এলাকায় কম বাড়ায় বসবাস করে। মাত্র ২ জনের বাসস্থান সেমি পাকা, মোটামুটি ভালোভাবেই থাকা যায় এবং ১ জন মাজারে ও ১ জন আধা পাকা বাড়িতে বসবাস করে। সব মিলিয়ে যাদের আয় কম তারা ভাড়া দিতে অসামর্থ্য বিধায় ফুটপাতে দিনাতিপাত করছে। এ হচ্ছে উত্তরদাতাদের বাসস্থানের করুণ দৃশ্য।

*ছবির স্থান: ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ছবিঃ-০১*

আনুমানিক রাত ৯.৩০ এর সময় ছবিটি উঠানো হয়। ছবি দেখেই বুঝা যাচ্ছে, ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরা কিভাবে, কোথায়, কতটা অসহায়ের মতো রাত্রিযাপন করে। চারপাশে নোংরা-আবর্জনা, নেই বিছানা পত্র। খালি শরীর, ধুলো মাখা শরীর। এই একটি ছবি যেন ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের নিত্য দিনের জীবনের গল্প বলে দিচ্ছে।

### ৫.২.২ বাসস্থান সংক্রান্ত সন্তুষ্টি

টেবিল নং- ১৩

| বাসস্থান বিষয়ে সন্তুষ্টি | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| সন্তুষ্ট না | ৫৮ | ৯৩.৫ |
| সন্তুষ্ট | ৪ | ৬.৫ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ৯৩.৫% উত্তরদাতা তাদের বাসস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট না। মাত্র ৪ জন অর্থাৎ ৬.৫% তাদের বাসস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট সেটা জানিয়েছে। তারাই সন্তুষ্ট যারা সেমি বা আধাপাকা টিনশেডে বসবাস করে। কিন্তু যারা ফুটপাত কিংবা কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন তারা তাদের বাসস্থান নিয়ে একদমই সন্তুষ্ট না।
এর কারণ অধিকাংশ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশু যেহেতু ফুটপাতে কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানের (বিশ্ববিদ্যালয়) বারান্দায় ঘুমায় সেহেতু প্রায়ই নিরাপত্তার স্বার্থে ওদের ওই জায়গা হতে উচ্ছেদ করা হয়। তাই তারা এ রকম বাসস্থান নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট না। আবার যারা ফুটপাতে ঘুমায় তাদের দেখা যায়, রোদের দিনে খরা অবস্থায় রাস্তার পাশে শুয়ে আছে। পাশ দিয়ে পথচারীরা হেঁটে যায়। আবার বাতাসে রাস্তায় শুয়ে থাকা ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের উপর ধুলাবালি, ময়লা এসে উড়ে পড়ে।
যা থেকে পরবর্তীতে অনেক রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে ওরা বিভিন্ন অসুখে ভোগে। শীত ঋতুতে খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বস্ত্রহীন এই শিশুরা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। আবার অনেকে অধিক ঠাণ্ডায় রাস্তার পাশে পরে থাকা কাগজ, পাতা এবং প্লাস্টিক ব্যাগ সংগ্রহ করে আগুন ধরিয়ে কিছুটা শীত নিবারণ করে। বেশি ঠাণ্ডায় অনেকে রাতে ঘুমাতে পারে না।
অন্যদিকে বৃষ্টির দিনে, সে তো ভয়াবহ অবস্থা। ফুটপাতে বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা সারাদিন বৃষ্টি ভিজতে হয় কেননা তাদের ফুটপাতের বেশিরভাগ বাসস্থানগুলোর ছাদ পলিথিন কিংবা প্লাস্টিকের দিয়ে তৈরি যা ফুটো হয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। অনেকে বলেছে এ অবস্থায় অন্য স্থানে যাওয়াও যায় না। সব মিলিয়ে তাদের বাসস্থান নিয়ে তারা পুরোপুরি অসন্তুষ্ট।

### ৫.২.৩ আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান

টেবিল নং- ১৪

| আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| কখন সমস্যা হয়নি | ৪ | ৬.৫ |
| সমস্যা হয়েছে | ৫৮ | ৯৩.৫ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

অধিকাংশ উত্তরদাতারা তাদের আবাসন নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। প্রায় ৯৩.৫% উত্তরদাতারা বলেছেন তাদের অসংখ্যবার আবাসন নিয়ে সমস্যা হয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ৬.৫% বলেছেন তাদের কোন সমস্যা পোহাতে হয় নি। বিশেষ করে যারা আধা পাকা বা সেমি পাকা বাসায় বসবাস করেন তাদের বাসা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয় নি। অন্যদিকে যে সমস্ত উত্তরদাতারা ফুটপাতে বসবাস করেন তাদের সমস্যা অনেক প্রকট। পুলিশ ও প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যরত পাহারাদাররা তাদের বহুবার তাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে যারা ফুটপাতে বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন, হাইকোর্ট মোড় কিংবা দোয়েল চত্বরের আশপাশে বসবাস করে তাদের সমস্যা খুবই ভয়াবহ। টহল পুলিশ এসে তাদের পলিথিনের চাউনি বারবার ভেঙ্গে দিয়ে গেছে ও বহুবার উচ্ছেদ করেছে। অন্যদিকে যারা কাঁচা বাড়িতে বসবাস করে তাদের বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। লম্বা লাইনে দাঁড়িয় কিংবা রাস্তার পাশে টেপ থেকে পানি সংগ্রহ করে এবং খাবার হিসেবও সেই পানি ব্যবহার করে তাদের পরিবার। যারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাস করে তাদের পানি সংকট নেই। সমস্যা সমাধানের চেষ্টে করা হলেও কোন লাভ নেই। কারণ একদিকে তারা দরিদ্র, অন্যদিকে আয়ের পরিমাণ কম এবং এই স্বল্প আয়ে এত কিছুর সমাধান করা সম্ভব না। তাই সমস্যা নিয়েই তাদের জীবন অগ্রসর হতে হচ্ছে। সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে যেখান থেকে উত্তরণের উপায় তাদের জানা নেই।

### ৫.২.৪ উত্তরদাতাদের বাসস্থান নিরাপদ কতটুকু

টেবিল নং- ১৫

**উত্তরদাতার লিঙ্গ ও বাসস্থান নিরাপদ কি না**
**(Cross Tabulation)**

| উত্তরদাতার লিঙ্গ | বাসস্থান নিরাপদ কিনা | | সর্বমোট (জন) |
|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | |
| ছেলে | ৬ | ২৮ | ৩৪ |
| মেয়ে | ২ | ২৬ | ২৮ |
| সর্বমোট | ৮ | ৫৪ | ৬২ |

মোট ৬২ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪ জন বলেছেন তাদের বাসস্থান তাদের জন্য নিরাপদ না। যাদের মধ্যে ছেলে ২৮ জন এবং মেয়ে ২৬ জন। আধিকাংশ ছেল। ছেলেদের দিক থেকে ‘হ্যাঁ বোধক’ উত্তরটা আসলেও মেয়েরা ‘না বোধক’ উত্তর বেশি দিয়েছেন। সব মিলিয়ে তাদের বাসস্থান তাদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।

নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, রাস্তা ঘাটের মানুষ তাদের নিয়ে বিভিন্ন সময় নোংরা কথা বলে, মেয়েদের বাজে ইঙ্গিত দেয়। দুষ্ট ও খারাপ প্রকৃতির ছেলেরা ওই মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। অন্যদিকে ছেলেদের বেশি অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। যারা তাদরে বাসস্থানকে নিরাপদ বলেছে তারা ভালো বাসস্থানে থাকে বিধায় এ সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার সামনাসামনি তাদের হতে হয় নি।

### ৫.২.৫ ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে নিরাপদ কতটুকু

টেবিল নং-১৬

| উত্তরদাতার লিঙ্গ ও রাস্তায় নিরাপদ কিনা (Cross Tabulation) | | | |
|---|---|---|---|
| উত্তরদাতার লিঙ্গ | রাস্তায় নিরাপদ কিনা | | সর্বমোট (জন) |
| | হ্যাঁ | না | |
| ছেলে | ১ | ৩৩ | ৩৪ |
| মেয়ে | ২ | ২৬ | ২৮ |
| সর্বমোট | ৩ | ৫৯ | ৬২ |

অধিকাংশ উত্তরদাতারা (৬২ জনের মধ্যে ৫৯ জন) বলেছেন যে, ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশু হিসেবে তারা মোটেও রাস্তাঘাটে নিরাপদ না। কেননা তাদের প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে শারীরিক-মানসিক অত্যাচার করা হয়। তাদের নানাভাবে কটূক্তি করা হয় যেহেতু তারা পথে পথে ঘুরে। তাছাড়া বিভিন্ন জন তাদের অনেক বাজেভাবে গালি গালাজ করে। প্রতিদিন এসব শুনতে শুনতে তাদের সয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে অনেক মন খারাপ হয় যখন নিজেদের বয়সী অন্যান্য শিশুর বাবা-মায়ের সাথে অত্র এলাকায় আনন্দে ঘুরে বেড়াতে আসে এবং তাদের অবস্থানের কথা চিন্তা করে আরও মন খারাপ হয়ে যায়। অন্যদিকে যারা নিরাপত্তা পায় বলেছে তারা বেশিরভাগ ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পাঠশালার শিক্ষকদের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা পায়। অন্যদিকে যারা হাইকোর্ট মাজারে থাকে সেখানককার হুজুররা তাদের নিরাপত্তা দেয়।

নিরাপত্তাহীনতা বোধ করার অন্যতম কারণ তারা পথে পথে থাকে এবং বাবা-মা আশে-পাশে থাকে না বিধায় তাদের সমস্যার সময়ে কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে পায় না। এক্ষেত্রে তাদের বয়স অনেক কম থাকায় কাকে কিভাবে বুঝিয়ে বলতে হয় তা তারা জানে না।

### ৫.২.৬ নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে মন্তব্য

প্রায় সকল তথ্যদাতাই বলেছে, তাদের জন্য রাস্তায় নিরাপত্তা জোরদার করা হোক। যাতে শ্রেণীর মানুষই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করতে পারে। এছাড়া তাদের উপর মানসিক অত্যাচার বন্ধেরও দাবি জানিয়েছে। উত্তরদাতারা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যেমন, পুলিশ বা প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি, শিক্ষার্থী, আমজনতা, ধনী এবং অন্যদের কাছে দাবি জানাতে চেয়েছে, যেন তাদের নিরাপত্তা দেয় এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। কেননা তারা তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী না।

### ৫.৩ ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নাবলী সরবরাহ করে ৬২টি নমুনা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতারা দৈনিক কয় বেলা খাবার খেতে পায়, খাবার সংগ্রহের মাধ্যম, কোথায় খাবার খায়, উত্তরদাতারা পর্যাপ্ত খাবার পায় কি না, উত্তরদাতারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় কি না, উত্তরদাতাদের খাবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কি না, উত্তরদাতাদের খাদ্যে পুষ্টিহীনতার কারণ, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণে সমস্যা, বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ কি না, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছে কি না, উত্তরদাতারা অসুস্থ হলে কি ব্যবস্থা নেন, উত্তরদাতারা ধূমপান করে কি না সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে টেবিল এবং Cross Tabulation ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

### ৫.৩.১ উত্তরদাতারা দৈনিক কয় বেলা খাবার খেতে পান

টেবিল নং-১৭

| কতবার | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| ১ বার | ২ | ৩.২ |
| ২ বার | ২২ | ৩৫.৫ |
| ৩ বার | ৩১ | ৫০.০ |
| ৪ বার | ২ | ৩.২ |
| নির্দিষ্ট না | ৫ | ৮.১ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৫০% অংশ দৈনিক ৩ বেলা খাবার খেতে পায় এবং ৩৫.৫% দৈনিক ২ বেলা খাবার সংগ্রহ করতে পারে। ৩.২% উত্তরদাতারা ৪ বেলা খাবার সংগ্রহ করতে পারে। অন্যদিকে ৩.২% কেবল ১ বেলা খাবার খেতে পায় এবং ৮.১% উত্তরদাতা কোন সঠিক তথ্য দিতে পারে নি। কেননা তারা মাঝে মাঝে ৩ বেলা, কখনও বা ১ বেলা, ২ বেলা এবং কখনও খাবারই সংগ্রহ করেতে পারে। খাবার সংগ্রহ না করতে পারার তালিকায় ছিন্নমূল শিশুদের সংখ্যা উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশি।

### ৫.৩.২ খাবার সংগ্রহের মাধ্যম

টেবিল নং- ১৮

| | উত্তরদাতাদের খাবার সংগ্রহের মাধ্যম | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ভাসমান শিশু | ছিন্নমূল শিশু | | |
| বাসস্থানের ধরন | সংখ্যা (জন) | সংখ্যা (জন) | সর্বমোট | শতকরা (%) |
| পরিবার | ২৩ | ০ | ২৩ | ৩৭.১ |
| রাস্তার অপরিচিতদের থেকে | ২৫ | ৯ | ৩৪ | ৫৪.৮ |
| মাজার | ৩ | ১ | ৪ | ৬.৫ |
| টাকা দিয়ে কিনে | ১ | ০ | ১ | ১.৬ |
| সর্বমোট | ৫২ | ১০ | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৫৪.৮% বিভিন্ন স্থান থেকে ঘুরতে আসা অপরিচিত ব্যক্তি এবং পরিবারের থেকে খাবার সংগ্রহ করে। এছাড়া ৩৭.১% শিশু পরিবার থেকে খাবার সংগ্রহ করে। পাশাপাশি তারা অপরিচিতদের থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারলে আর পরিবারে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয় না। হাইকোর্ট মাজারে প্রতিদিনই প্রায় খাবার বিতরণ করা হয় সেখান থেকে ৬.৫% শিশু খাবার সংগ্রহ করে। মাত্র ১ জন বলেছে যে, নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে খায়। ছিন্নমূল শিশুদের খাবার সংগ্রহের একমাত্র ভরসা হল ভাসমানচারী কিংবা ঘুরতে আসা অপরিচিত জন।

### ৫.৩.৩ উত্তরদাতারা কোথায় খাবার খায়

টেবিল নং-১৯

| স্থান | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| পরিবারের সাথে | ২৩ | ৩৭.১ |
| অন্যান্য ভাসমান/ ছিন্নমূল শিশুদের সাথে | ৩৫ | ৫৬.৫ |
| একা | ৪ | ৬.৫ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

সাধারণত উত্তরদাতাদের ৫৬.৫% অন্যান্য ভাসমান বা ছিন্নমূল শিশুদের সাথে বসে খাবার খায়। যাদের মধ্যে ১০ জন ছিন্নমূল শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ৩৭.১% শিশু পরিবারেরর সাথে খাবার খেয়ে থাকে এবং ৬.৫% শিশু একা একা খাবার খেয়ে থাকে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, বেশিরভাগ উত্তরদাতারা কোথায় কি খাচ্ছে সে বিষয়ে পরিবার অর্থাৎ তাদের বাবা-মা অবগত নেই। অনেক শিশু বলেছে, তারা যে খাবার সংগ্রহ করে থাকে তা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য নিয়ে যায়। অন্যদিকে ছিন্নমূল শিশুদের খোঁজ-খবর রাখার তো কেউই নেই। তাই কোথায় খাচ্ছে, না খাচ্ছে তাতে কারও তো চিন্তার বিষয় নেই।

### ৫.৩.৪ উত্তরদাতারা পর্যাপ্ত খাবার পায় কি না

টেবিল নং-২০

| | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২৯ | ৪৬.৮ |
| না | ২৭ | ৪৩.৫ |
| কখনও পায় কখনও না | ৬ | ৯.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৪৬.৮% জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সংগ্রহ করতে পারে। অন্যদিকে একটা বড় অংশ প্রায় ৪৩.৫% ভাসমান বা ছিন্নমূল শিশুদের জীবন ধারণের জন্য খাবার পায় না যতটুকু দরকার ততটুকু এবং এ সংখ্যাটা যারা পাচ্ছে তাদের একদম কাছাকছি। মাত্র ৩.৩% এর ব্যবধান। যাদের মধ্যে ১০ জন ছিন্নমূল শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে প্রায় ৯.৭% উত্তরদাতা ঠিকমত খাবার পায় কি না এ বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেনি।

### ৫.৩.৫ উত্তরদাতারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় কি না

টেবিল নং-২১

| উত্তর | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২১ | ৩৩.৯ |
| না | ৩০ | ৪৮.৪ |
| জানি না | ১১ | ১৭.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৪৮.৪% যে খাবার খায় তা স্বাস্থ্যসম্মত না। অন্যদিকে প্রায় ৩৩.৯% ভাসমান জীবন ধারণের জন্য খাবার খায় তা স্বাস্থ্যসম্মত। তবে ১০ জন ছিন্নমূল শিশুর অধিকাংশ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে পায় না। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ প্রায় ১৭.৭% তাদের স্বাস্থ্যসম্মত কি না এ বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেনি।

### ৫.৩.৬ উত্তরদাতাদের খাবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কি না

টেবিল নং-২২

| উত্তর | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ২০ | ৩২.৩ |
| না | ৩২ | ৫১.৬ |
| জানি না | ১০ | ১৬.১ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৫১.৬% যে খাবার খায় তা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন না। অন্যদিকে প্রায় ৩৩.৯% ভাসমান জীবন ধারণের জন্য খাবার খায় তা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন তবে ১০ জন ছিন্নমূল শিশুর অধিকাংশ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার খেতে পায় না। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ প্রায় ১৬.১% তাদের পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কি না এ বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য দিতে পারে নি। তারা জানেই না যে খাবার খাচ্ছে তা কততুকু পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কিংবা কতটুকু নিরাপদ। পরবর্তীতে কোন সমস্যা হবে কি না।

### ৫.৩.৭ উত্তরদাতাদের খাদ্যে পুষ্টিহীনতার কারণ

অনেকে শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার খায়। কাজেই এই খাবারগুলো কতটুকু নিরাপদ বা স্বাস্থ্যসম্মত কিংবা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন তা তাদের বিচার করার সময় নেই। কারণ ছিন্নমূল বা ভাসমান শিশুদের পরিবার তাদের ভরণ পোষণ দিতে পারছে না, এক্ষেত্রে এতো ভাবার তো সময় নেই। না খেয়ে মরার চেয়ে কিছু খেয়ে তো কিছুদিন বাঁচা ভালো– এমনই মনে করে তারা। তাই দরিদ্রতা এবং পরিবারের অবহেলা খাদ্যে পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ। অবশ্য পরিবার কিংবা মা-বাবাও নিরুপায়। তাদের সামর্থ্য নেই।

প্রায় ৯৮.৪% (৬২ জনের মধ্যে ৬১ জন) উত্তরদাতা মনে করে, অন্যান্য সাধারণ শিশুদের তুলনায় তাদের পুষ্টিকর খাদ্য অনেক বেশি প্রয়োজন। কেননা সারাদিন তাদের রোদ, বৃষ্টি, শীত, ঝড়-তুফান সব উপেক্ষা করে দরিদ্রতার কারণে অর্থ উপার্জন করতে হয়। সেক্ষেত্রে তাদের অনেক বেশি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ও সুষম খাদ্য প্রয়োজন। পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার বেশি খেতে পারলে তারা অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় ও সুস্থ-সবল থাকতে পারবে এবং অনেক পরিশ্রম করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। ১.৬% (১ জন) মনে করেন তাদের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। শতভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন, অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বেশি প্রয়োজন।

### ৫.৩.৮ অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণে সমস্যা হয়েছে কি না

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন, অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ফলে তাদের পেটে নানাবিধ সমস্যা যেমন– বমি, আমাশয়, ডায়রিয়া ও জ্বর হয়েছে। তবে এসব বিষয় নিয়ে ভেবে তাদের কাজ নেই। কারণ তাদের এছাড়া অন্য কোনো উপায় বা বিকল্প ব্যবস্থা নেই, যে তারা এই অপুষ্টিকর খাবার পরিত্যাগ করবে। তাই তাদের এভাবেই নিত্য সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে, অসুখ-বিসুখকে আমৃত্যু সঙ্গী করে।

### ৫.৩.৯ বর্তমানে উত্তরদাতারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছে কি না

টেবিল নং-২৩

| উত্তর | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৫১ | ৮২.৩ |
| না | ১১ | ১৭.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

জরিপ চলাকালীন সময় প্রায় ৮২.৩% (৬২ জনের মধ্যে ৫১ জন) শারীরিকভাবে সুস্থ ছিল। অন্যদিকে ১৭.৭% শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিল। অসুস্থদের মধ্যে অনেকের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় প্রায় ২/৩ বছর ভুগছিল এবং তাদের অধিকাংশই হচ্ছে 'টোকাই'। তবে ময়লাস্থান বা ডাসবিন থেকে তারা বিভিন্ন জিনিসপত্র সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে বিধায় তাদের এ সমস্যা।
অন্যদিকে ২ জন কিডনি জনিত সমস্যায় ৩/৪ বছর ধরে ভুগছে। আবার কারও কারও হাঁপানির সমস্যা ছিল। সরেজমিনে দেখা যায়, একজনের পা কাটা কিন্তু ব্যান্ডেজ করা ছিল না। নির্দিষ্ট একটা গ্রুপের জন্য তার এ সমস্যা হয়েছে এবং তাকে আগেও মারধর করা হয়েছে। জরিপরে স্বার্থে এ বিষয়টা গোপন রাখতে হবে। তাছাড়া এদের পেটের সমস্যা খুবই সাধারণ ঘটনা।

### ৫.৩.১০ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছে কি না

কিডনি ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় যারা ভুগছে তারা কেবল ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছে। কিন্তু বাকিরা ডাক্তার দেখায় নি বা প্রয়োজন মনে করে নি এবং অর্থাভাবেও অনেকে ডাক্তার দেখাতে পারে নি।

### ৫.৩.১১ উত্তরদাতারা অসুস্থ হলে কি ব্যবস্থা নেন

টেবিল নং-২৪

| | **উত্তরদাতারা অসুস্থ হলে কি ব্যবস্থা নেন (Cross Tabulation)** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ভাসমান শিশু | ছিন্নমূল শিশু | | |
| ব্যবস্থা | সংখ্যা (জন) | সংখ্যা (জন) | সর্বমোট | শতকরা (%) |
| ডাক্তারের কাছে যাই | ৫ | ০ | ৫ | ৮.১ |
| ফার্মেসিতে গিয়ে বলি কি হয়েছে | ৩৯ | ৫ | ৪৪ | ৭১.০ |
| কিছু করি না | ৩ | ১ | ৪ | ৬.৫ |
| অন্যান্য | ৫ | ৪ | ৯ | ১৪.৫ |
| সর্বমোট | ৫২ | ১০ | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৭১% অসুস্থ হলে সোজা ফার্মেসিতে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বলে ব্যবস্থাপত্র (Prescription) ছাড়াই ওষুধ সংগ্রহ করে। সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন সমস্যা হলে ফার্মেসি কর্তৃপক্ষেরর কোন দ্বায় থাকে না। আমরা জানি, ফার্মেসি থেকে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ নেওয়া বেআইনি। কিন্তু এসমস্ত শিশুরা দিনের পর দিন ব্যবস্থাপপত্র ছাড়াই ওষুধ নেয়। মাত্র ৮.১% ডাক্তার পরামর্শ নিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ (কিডনি ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা) বড় সমস্যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে। অন্যদিনে অধিকাংশ ছিন্নমূল অসুস্থ হলে চোখেমুখে সামান্য পানির ঝাপটা দিয়ে থাকে বলে জানিয়েছে। তাছাড়া ৬.৫% কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সব মিলিয়ে অর্থাভাবে স্বল্প খরচে রোগ মুক্তির প্রবণতা রয়েছে দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত উত্তরদাতাদের।

কিছু না করার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে, জীবিকার তাগিদে এতো ব্যস্ত থাকে যে, নিজেদের অসুস্থ শরীরের দিকে নজর দেয়ার সময় তাদের নেই। তারা মনে করে, কিছু করতে হবে না, এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়েই কষ্ট সহ্য করে দিন অতিবাহিত করে।

### ৫.৩.১২ উত্তরদাতারা ধূমপান করে কি না

গবেষণার ৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে কেউই ধূমপান করে না বলেছে। এটা একটা ভালো দিক যে, উক্ত এলাকার কোন ছিন্নমুল/ ভাসমান ধূমপান করে না বা এই ভয়াবহ পথে পা দেয়নি।

## ৫.৪ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস সংক্রান্ত তথ্য

এ অংশে উত্তরদাতাদের পেশা বা বৃত্তি, উত্তরদাতাদের আনুমানিক দৈনিক আয়, অর্থনৈতিক উৎস জানার জন্য গবেষণার এলাকা নিরাপদ কি না এবং কারণ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে টেবিল এবং Cross Tabulation ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ৫.৪.১ উত্তরদাতাদের পেশা

টেবিল নং-২৫

| পেশার নাম | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| টোকাই | ৯ | ১৪.৫ |
| ভিক্ষা | ২৬ | ৪১.৯ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী | ২৬ | ৪১.৯ |
| কুলি | ১ | ১.৬ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

৪১.৯% উত্তরদাতাদের পেশা ভিক্ষাবৃত্তি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা (ফুলেরর মালা, চকোলেট, পানি বিক্রি)। সেক্ষেত্রে যারা মায়ের সাথে থাকে বা যাদের মা আছে, তাদের মায়েরা ফুল কুড়িয়ে বা স্বল্প দামে শাহবাগ থেকে ক্রয় করে, মালা গেঁথে দেয় এবং তারা (ভাসমানরা) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর আশপাশে ফেরি করে বিক্রি করে।

অনেকে মালার যে বাজারমূল্য তা থেকে বেশি দামে বিক্রি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফুল কিনতে ক্রেততারা আগ্রহী না হলে তারা টাকা দেয়ার জন্যও জোর করে। অনেকে ঝামেলা পোহাতে চায় না। তাই ওদেরকে এমনিতেই টাকা দিয়ে দেয়। আবার অনেক ধমক-বকা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় (পর্যবেক্ষেণ থেকে প্রাপ্ত)। যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে তারা টাকা না দেয়া পর্যন্ত ছাড়তে রাজী হয় না। সম্ভব হলে ভিক্ষুকেরা হাত-পা জড়িয়ে ধরে রাখে। টাকা দেয়ার পর ছাড়ে (পর্যবেক্ষেণ থেকে প্রাপ্ত)। এ অবস্থায় অনেকেই টাকা দিয়ে তাদের থেকে রেহাই পায়, আবার অনেকেই বিরক্ত হয়ে কোন উপায় না পেয়ে সেখান থেকে চলে যায়। মাত্র ১.৬% কুলির কাজ করে।

### ৫.৪.২ উত্তরদাতাদের আনুমানিক দৈনিক আয়

টেবিল নং-২৬

| আয় | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| ১০০ টাকার কম | ৩০ | ৪৮.৪ |
| ১০০-২০০ টাকা | ২৬ | ৪১.৯ |
| ২০০-৩০০ টাকা | ৬ | ৯.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে, প্রায় ৪৮.৪% ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দৈনিক আয় ১০০ টাকার কম। অন্যদিকে ৪১.৯% এর আয় ১০০-২০০ টাকা। মাত্র ৯.৭% এর আয় ২০০-৩০০ টাকা। সব মিলিয়ে দেখা যায়, টোকাই, ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসা (ফুলের মালা, চকোলেট এবং পানি বিক্রি করে) দিয়ে দৈনিক যে আয় করে তা দিয়ে নিজের চলার জন্য এবং পরিবারকে সাহায্য করার মতো পর্যাপ্ত নয়। যেখানে দৈনিক তিন বেলা খাবার যোগানোই কষ্টকর হয়ে যায় সেখানে পড়াশুনা তাদের কাছে বিলাসিতাই মনে হতে পারে। আবার প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় টাকা খরচ করার মতো সামর্থ তাদের নেই। পরিবারও তাদের তেমন সাহায্য করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের চাপে পড়ে এ পথে আসতে বাধ্য হলেও সেই বাবা-মাকেও তারা তেমন সহযোগিতা করতে পারে না। ছিন্নমূলদের তো সেক্ষেত্রে কেউই নেই। তাদের জীবনদৃশ্য আরও করুণ, আরও শোচনীয়।

### ৫.৪.৩ অর্থনৈতিক উৎসের জন্য এই এলাকা নিরাপদ কি না এবং কারণ

টেবিল নং-২৭

| উত্তর | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৫৭ | ৯১.৯ |
| না | ৫ | ৮.১ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

উত্তরদাতাদের ৬২ জনের মধ্যে ৫৭ জন (৯১.৯%) মনে করেন অর্থনৈতিক উৎসের জন্য এ এলাকা অনেক নিরাপদ। কারণ সারাদিনই ছাত্রছাত্রীসহ অনেক চাকরিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য পেশার লোকজনের সমাগম 'টিএসসি'-তে। এতে করে সারাদিনে ১০০-২০০ টাকা সহজেই আয় করা যায়। যদিও অনেক সময় তাদের বকা শুনতে হয় এসব লোকদের কাছ থেকে।
কেবল ৮.১% মনে করে এ এলাকা নিরাপদ না। কারণ তারা মাঝে মাঝে খুব বাজে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা। অনেকে মনে করে, দিন দিন এ এলাকায় ভাসমান ও ছিন্নমূলদের সংখ্যা বাড়ছে, সেক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের আয় কমে যাচ্ছে। তাই এই এলাকা অর্থনৈতিক উৎসের জন্য নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় নয়।

### ৫.৫ নিগ্রহ, শোষণ ও নিপীড়নের শিকার সংক্রান্ত তথ্য

এ অংশে উত্তরদাতারা ভাসমান/ ছিন্নমূল হিসেবে সমাজে নিগৃহীত হয়েছে কি না, কেন সমাজে নিগৃহীত হয়েছে বলে মনে করে, কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশি নিপীড়িত হয়েছে, কি ধরনের শোষণ, পুলিশ কখনও মারধর বা ঝামেলা করেছে কি না, চাঁদা দিতে হয় কি না বা কাদের দিতে হয়, এ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে টেবিল এবং Cross Tabulation ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### ৫.৫.১ ভাসমান/ছিন্নমূল হিসেবে সমাজে নিগৃহীত হয়েছে কি না

টেবিল নং-২৮

| উত্তর | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৫৬ | ৯১.৩ |
| না | ৬ | ৯.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ৯১.৩% উত্তরদাতা মনে করেন, ছিন্নমূল/ ভাসমান হিসেবে সমাজে নিগৃহীত হচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ৯.৭% মনে করে, তারা নিগৃহীত হচ্ছে না।

### ৫.৫.২ কেন সমাজে নিগৃহীত হয়েছেন বলে মনে করেন

নিগৃহীত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, তারা দরিদ্র, বাবা-মায়ের খবর নেই, তাদের দেখার কেউ নেই, বাবা-মা শিক্ষিত না এবং আয় কম, নোংরা পরিবেশে বা ফুটপাতে থাকে। সর্বোপরি সমাজের উচ্চপদে আসীন না তাই তারা সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে নিগৃহীত হচ্ছে।

### ৫.৫.৩ কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশি নিপীড়িত হয়েছে

টেবিল নং- ২৯

| শ্রেণী | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| পুলিশ | ৬ | ৯.৭ |
| ধনী লোকজন | ৩৩ | ৫৩.২ |
| আমজনতা | ৯ | ১৪.৫ |
| মাস্তান | ৪ | ৬.৫ |
| অন্য ভাসমানরা | ৩ | ৪.৮ |
| ছাত্রছাত্রী | ১ | ১.৬ |
| প্রযোজ্য নয় | ৬ | ৯.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ৫৩.২% উত্তরদাতা বলেছে, তারা ধনী মানুষের কাছে বেশি নিপীড়িত বা অবহেলার সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া নানানভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে ৯.৭% পুলিশ, ১৪.৫% আমজনতা, ৬.৫% মাস্তান, ৪.৮% অন্য ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের দ্বারা এবং ১.৬% ছাত্র-ছাত্রীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে । এখানে ‘প্রযোজ্য নয়’ বলতে যারা নির্যাতনের শিকার হয় নি তাদের বুঝানো হয়েছে।

### ৫.৫.৪ কি ধরনের শোষণ

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। টাকা চাইতে গেলে বকা বা ধাক্কা দিয়েছে। বাজে মন্তব্য করেছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

### ৫.৫.৫ কেন নিপীড়িত হয়েছেন বলে মনে করেন

টেবিল নং- ৩০

| শ্রেণী | সংখ্যা (জন) | শতকরা (%) |
|---|---|---|
| ভাসমান বলে | ৪৪ | ৭১.০ |
| রাস্তায় কাজ করার জন্য | ১১ | ১৭.৭ |
| বাবা-মা সাথে থাকে না | ১ | ১.৬ |
| প্রযোজ্য নয় | ৬ | ৯.৭ |
| সর্বমোট | ৬২ | ১০০.০ |

প্রায় ১৭.৭% মনে করে তারা রাস্তায় রাস্তায় তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘুরে বেড়ায় বলে নির্যাতিত হয়। অন্যদিকে ৭১% মনে করে তারা ভাসমান বলে নির্যাতিত হয়। বাবা-মা না থাকায় ১.৬% নির্যাতিত হচ্ছে বলে মনে করে। এখানে 'প্রযোজ্য নয়' বলতে যারা নির্যাতনের শিকার হয় নি তাদের বুঝানো হয়েছে।

### ৫.৫.৬ পুলিশ কখনও মারধর বা ঝামেলা করেছে

৭২.৬% উত্তরদাতাকে পুলিশ মারধর করে নি বা কোন ঝামেলা হয় নি। অন্যদিকে ২৭.৪% কয়েকবার পুলিশের নির্যাতন সহ্য করেছে। বেশিরভাগ সময় আবাসন নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। রাতে রাস্তায় শুয়ে থাকা ভাসমানশিশুদের পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে মারধর করে। ঝামেলা হবার পরও তাদের রাস্তায় থাকতে হচ্ছে, কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এ এলাকাতে আয় করা যায়। অন্যত্র গেলে আয়ের ভাসমান বন্ধ হয়ে যাবে।

### ৫.৫.৭ চাঁদা দিতে হয় কি না এবং কাদের

প্রায় ৯৫.২% জানিয়েছে, কাউকেই কোনো চাঁদা দিতে হয় না। কিন্তু ৪.৮% বলেছে চাঁদা দিতে হয় মাস্তান ও পুলিশকে। কারণ চাঁদা না দিলে তাদের রাস্তায় থাকতে দেওয়া হয় না এবং মাস্তানরা ঝামেলা করে।

# অধ্যায় ছয় : ফলাফল পর্যালোচনা

## ৬.১ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা

ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে। একদিকে যেমন নগরায়ণ হচ্ছে অন্যদিকে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এদিকে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্যের দাম। সে জন্য গরিব মানুষের পক্ষে ঢাকা শহরের মত জায়গায় মৌলিক চাহিদাগুলো ভালো করে পূরণ সম্ভব হয় না। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে শহরে আসছে বা অবস্থান করছে।

রাজধানীর অধিকাংশ ভাসমান শিশুরা বাবা-মা বা একা বিভিন্ন ফুটপাতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বারান্দায় রাত্রি যাপন করে। যাদের আমরা ভাসমান বা পথশিশু যাই বলে থাকি। বেশিরভাগ ভাসমান শিশু দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে এবং রাস্তা-ঘাটে ফেরি করে বেড়ায় একমাত্র জীবিকার তাগিদে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার পর যা দাঁড়ায়, ঢাকা শহরের অন্যান্য জায়গার তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টে মাজার সংলগ্ন এলাকায় ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরা বেশি বসবাস করে। উত্তরদাতারা বলেছেন যে, তাদের অর্থনৈতিক উৎসের জন্য এ এলাকা নিরাপদ হওয়ায় তারা উক্ত এলাকায় বসবাস করছে। ৬২ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৪ জন ছেলে এবং ২৮ জন মেয়ে ভাসমান ও ছিন্ননমূল শিশু ছিলেন। যাদের মধ্য ১০ জন ছিন্নমূল অর্থাৎ বাবা-মা বা কোন জন্মপরিচয় নেই। অধিকাংশ শিশুদের বয়স ৯-১১ বছর এবং বেশিরভাগ শিশুদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ভাসমান বা পথশিশুদের জন্য পরিচালিত পাঠশালাতে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে পড়াশুনা করে।

দেখা যায় ভাসমান শিশুদের বাবা-মা অধিকাংশই নিরক্ষর। তাদের সর্বোচ্চ মাসিক আয় হচ্ছে ৩০০০-৪০০০ টাকার মধ্যে। যারা ছিন্নমূল তাদের অবস্থা আরও করুণ। কেননা তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। অনাদরে-অবহেলায় শহরের বৈরী পরিবেশে বেড়ে উঠছে তারা। বাবা-মা না থাকায় বিপদের সময় কারও কাছে সাহায্য পায় না। প্রায় নিয়মিতই মানুষের গালিগালাজ সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয়।

তারা মনে করে, তাদের বাবা-মা থাকলে এ সমস্যা হত না এবং অন্য মানুষের মতো ভালোভাবে চলতে পারত তারা। ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের আশ-পাশের পরিবেশ নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। তারা কেউই নিজেদের বাসস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট না, কেননা বাসস্থান বসবাসের জন্য উপযোগী না এবং বিভিন্নবার তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের এ আবাসন সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সন্ধান করতে পারে নি। এছাড়া বাসাভাড়া দিয়ে স্বল্প আয়ে বসবাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুরা রাস্তা-ঘাটে খুবই অনিরাপদ। তাই তারা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আবেদন জানিয়েছে। অধিকাংশ শিশুর খাবারে অস্বাস্থ্যকর ও পুষ্টির পরিমাণ কম থাকে, কারণ তারা বেশিরভাগ খাবার পথচারীদের থেকে সংগ্রহ করে। গবেষণা চলাকালীন সময়ে বেশির ভাগ সুস্থ থাকলেও আগে জ্বর, আমাশয়সহ অন্যান্য সমস্যায় ভুগে তবে সেক্ষেত্রে তারা ফার্মেসি থেকে ব্যবস্থাপত্র

ছাড়ায় ওষুধ সংগ্রহ করে যেহেতু ডাক্তার দেখানোর সামর্থ নেই। অধিকাংশ শিশুই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। বাধ্য হয়েই তারা এভাবে ভাসমান অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

### ৬.২ সেকেন্ডারি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের অপরাধ এবং অপরাধ কর্ম সম্পর্কে সরাসরি প্রাইমারি সোর্স থেকে জানা যায় নি। তাই এ সম্পর্কে জানার জন্য, বিভিন্ন গবেষক এবং লেখকের গবেষণার ফলাফল ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ শিশুরা অপরাধ চক্রের ফাঁদে পরে অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়। যেখানে মাত্র দৈনিক ১০০-২০০ টাকার জন্যে তারা বাসে, রাস্তাঘাটে সহিংসতামূলক কান্ড করেছে। যেমন, পিকেটিং এর কাজ করা, ছিনতাই কিংবা বস্তি এলাকাতে কাউকে উচ্ছেদ করার জন্য শিশুদের ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন মস্তান গোষ্ঠী ভাসমান শিশুদের রাজনৈতিক সহিংসতামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য ভয় দেখায়, জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য হয়ে উঠে। তাদের কথা না শুনলে মারধর করে এবং মানসিকভাবেও হেনস্থা করে। বিভিন্ন বস্তি এলাকায় মস্তান শ্রেণী তাদের ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এ সমস্ত শিশুকে বস্তি এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়। পরবর্তীতে তাদের কিছু টাকা দেয়া হয়। তাছাড়া মাফিয়া গোষ্ঠী ভাসমান ও পথশিশুদের দিয়ে মাদকদ্রব্য চালান দেয়া, আমদানি করা এবং সরবরাহের কাজ করে। বিভিন্ন জায়গায় ওদের হিরোইন, ইয়াবা পাঠানোর জন্য ব্যবহার করে। যেহেতু এসব শিশু ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে, সে জন্য ওদের ব্যবহার করা মাফিয়া গোষ্ঠীদের কাছে নিরাপদ। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ওদের পরিচয় নির্ধারণ করতে পারবে না এবং ভয়ে ওরাও মাফিয়াদের নাম-পরিচয় বলতে পারবে না।

বেশিরভাগ ভাসমান শিশুরা তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক থাকে না, ওদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। অত্যাধিক স্নায়ুচাপে ভুগে, হতাশাগ্রস্ত থাকে। স্বাভাবিক চলাফেরায় মনে হবে ওরা চিন্তিত এবং ভবিষ্যতের প্রতি উদাহীন। সমাজে নিগ্রহের শিকার হয়ে ওরা পারিপার্শ্বিক মানুষকে সহ্য করতে পারে না এবং অসহ্য মনে করে। চারপাশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে আপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

### ৬.৩ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইতালিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতত্ত্বের মূল কথা অনুযায়ী, সমাজের নির্দিষ্ট কোন ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থা থেকে অন্য একটি ইকুইলিব্রিয়ামের পরিবর্তন ঘটে। ভাসমান ছিন্নমূল শিশুদের দরিদ্রতা ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে যদি একটি ইকুইলিব্রিয়াম ধরা হয় তবে অন্য একটি অবস্থান হবে সমাজে তাদের অবস্থান। সে অনুযায়ী, দরিদ্রতার কারণে, শিশুরা ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা সমাজের

মানুষের কাছে নিগৃহীত হচ্ছে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান অনেক নিচু স্তরে। সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখে না। এক্ষেত্রে ভিলফ্রেডো প্যারোটোর সমাজতত্ত্ব ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের অবস্থা বের যাচাই করতে সাহায্য করেছে।

ম্যাক্স ওয়েবারের Social Action তত্ত্ব অনুযায়ী ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা এ অবস্থানের জন্য একটি লম্বা গল্প লুকিয়ে আছে। যা পূর্বেই বলা হয়েছে। সামাজিক বর্জন তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা প্রথমে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দরিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করে জীবন ধারণের জন্য এবং ধীরে ধীরে তারা পুরো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এর কারণ, তারা দরিদ্র, তাদের সামাজিক অবস্থান নিচে, শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, বাবা-মায়ের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ভালো না। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাথে তাদের উঠা-বসা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে তাদের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরাও গ্রহণ করে না। সর্বোপরি, সামাজিক কাঠামোবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি প্রপঞ্চ থেকে অন্য প্রপঞ্চসমূহের সাথে কার্যকরণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে। যা তাদের পুরো জীবন প্রবাহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। যেখানে একটি ঘটছে স্বাভাবিকভাবে অন্যটি ঘটবে।

# অধ্যায় সাত : উপসংহার ও সুপারিশ

## ৭. উপসংহার ও সুপারিশমালা

ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আগামীর জীবন হোক সুন্দর। দেশের সরকার ও সচেতন মহল এই শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে এগিয়ে আসুক এটাই সকলের প্রত্যাশা। সমাজের মূলধারার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এরাও একদিন মিশে গিয়ে সমাজ ও দেশের কল্যানে কাজ করার সুযোগ পাক। বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী পরিবার পরিকল্পলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পেছনে কোটি টাকা ব্যয় করলেও মাঠ পর্যায় এর কোনো ভালো ফলাফল দেখা যাচ্ছে না। তাই এই বিষয়ে সরকারকে আরো সচেতন হতে হবে। তাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপারে উদ্বেগ গ্রহণ করতে হবে। দেখা গেছে যে,এসব শিশুদের বেশিরভাগ পরিবারে একাধিক সন্তান থাকে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ করার লক্ষ্যে সরকার সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করলেও এই শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। পরিবারের দরিদ্রতা ছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক শিশুকেই পরিবার স্কুলে পাঠাচ্ছে না। স্কুলের পড়ালেখার যে খরচ তারা তা বহন করতে পারছে না। কিংবা শিশুকে পড়াশোনা করানোর দরকার, তারা তা অনুভবই করছে না। কেউ কেউ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেও এর একটি বড় অংশ এই সুযোগ পায় না। এসব শিশু রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান হল শিক্ষার অধিকার। সকলেই শিক্ষার অধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত মনে করে এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারা স্বাবলম্বী হতে চায়। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি হবে কারণ ভবিষ্যতে তারা আরো মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পাড়বে।

যেসব শিশু গ্রাম থেকে এসেছে তারা যখন শহরে বাসস্থানের ভালো কোনো সুযোগ পায় না, তখন তারা রাস্তায় ও ফুটপাতে বাস করতে বাধ্য হয়। সরকার এই ভাসমান শিশুদের জন্য বাসস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে। কিংবা এই শিশুদের জন্য কোন নির্দিষ্ট আশ্রমের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। যেখানে তাদেরকে থাকার পাশাপাশি শিক্ষারও সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এসব শিশু ভালো খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না। তাই খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টির মান খুব কম। এজন্য তারা বিভিন্ন রোগে ভুগছে। সরকার একটি আইন পাশ করেছেন যে, ‘কাজের বিনিময় খাদ্য’ কিন্তু দেখা গেছে যে, এসব শিশু কোনো ভালো খাদ্য খেতে পারছে না এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসারও সুযোগ পায় না। এরা যে খাদ্য খায় তা হতে প্রাপ্ত পুষ্টির মান খুব কম। দৈনিক তারা যে পরিমাণ কাজ করছে তার তুলনায় পুষ্টি খুব কম পাচ্ছে। এই ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তারা যেন অন্তত কাজের বিনিময়ে পুষ্টিসম্পূর্ণ খাদ্য পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তারা যেন চিকিৎসার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন পাস করে। কিন্তু তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি।

যে আইনগুলো পাস হয়েছে তাতে কিছু মানদণ্ড মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি যে সংস্থাগুলো কাজ করছে তাতে শিশু অধিকার আইনগুলোও অন্তর্ভুক্ত নেই। এসব ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য যে আইন পাশ হয়েছে তাতে সরাসরিভাবে শিশুদের দ্বারা কাজ করানো বন্ধ করতে হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলোতে শিশু অধিকার আইনগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের জন্য নেওয়া যেকোনো পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিতে হবে। তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সাহায্যের আবেদন করতে হবে। শিশুরা কাজ করে তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করে। এক্ষেত্রে তাদের যদি শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় পরিবারে আর্থিক অভাব দেখা দিবে। তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে কারিগরি স্কুলের ব্যবস্থা করে উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে যেন তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ভাসমান শিশুরা তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে পারে খেয়াল রাখতে হবে। এই হাজারো অসহায় শিশুদের জীবনমান পরিবর্তন হলে দেশের উন্নয়নে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশের জন্য তারা ভালো কিছু করতে পারবে।

এ শিশুরা যদি শিক্ষার সুযোগ পায় তাহলে তারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে অবগত থাকে। তারা যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের বৃত্তিমূলক শিক্ষার হাজারো ক্ষেত্র রয়েছে। কৃষি শিল্প, কারিগরি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, ছাপাখানার কাজ, দর্জির কাজ কাঠমিস্ত্রির কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ ইত্যাদি নানা রকম কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের জনসংখ্যাকে কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। কর্মমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সাধারণভাবেই পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। স্বল্পমেয়াদি কোর্সে উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে আমাদের তরুন বেকারদের সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এ সব কর্মমুখী শিক্ষার উপকারিতা দেখে ভাসমান শিশুরা আগ্রহী হবে। এবং ভাসমান শিশুদের পিতামাতা তাদের সন্তনকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উৎসাহিত হবে।

শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। আগামী প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিবে এ শিশুরাই। কোন একটা অংশকে রেখে অন্য একটা অংশ কখনও এগিয়ে যেতে পারে না। তাই সমাজের সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চত করতে গেলে ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুদের বাদ দিলে হবে না বরং ওদের জন্য অন্যদের চেয়ে বেশি নজর দেয়া উচিত যাতে ওদের বিকাশ ভালো হয়। কেননা ওদের বাবা-মা ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না। যদি এ বিশাল অংশের প্রতি সুনজর না দেয়া হয়, একসময় ওরা আরও বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়বে এবং সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিবে। বিভিন্ন মাফিয়া ও মাস্তান গোষ্ঠী বর্তমানের চেয়ে আরও বেশি করে ওদের অপরাধ, ড্রাগ সাপ্লাই ও নৈরাজ্যমূলক কাজে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীল অবস্থা অস্থিতিশীল করে দিবে। তাই আমাদের স্বার্থেই সরকারের পাশাপাশি, বেসরকারি, এনজিও, ধনীক শ্রেণী ও সকল জনগণের উচিত ওদের জন্য ভালো কিছু করা। ওদের ভাসমান, টোকাই বা ছিন্নমূল না বলে সাধারণ শিশুর মতোই আপন করে নেয়া ও ভালোবাসা। তাহলে ওরাও নিজেদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে।

শিশুদের মাঝেই সুপ্ত থাকে বিভিন্ন প্রতিভা। আর তাদের এই প্রতিভাকে বিকশিত করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি কখনো উন্নতির শিখরে আহরণ করতে পারে না। ছিন্নমূল, ভাসমান ও অধিকারবঞ্চিত শিশুদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ। শিশুদের ছোটকাল থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। একটি দেশের সুশিক্ষিত লোকেরাই দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করার পরিকল্পনা বা সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

দেশের বেশির ভাগ লোক এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। তাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। তারা ছেলে-মেয়েদের ঠিকমতো খাবার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না। ঠিক তখনই এসব শিশু জীবন বাঁচানোর তাগিদে সংগ্রামে নেমে বিভিন্ন কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ে। কুলি, হকার, রিকশাশ্রমিক, ফুল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, হোটেল শ্রমিক, বুনন কর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ঝঁকিপূর্ণ কাজে তারা নিয়োজিত হয়, যা আমাদের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের অযত্ন, অবহেলা, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষা-সুযোগের অভাবে তারা যেন কখনোই ঝরে না যায় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশের ছিন্নমূল বা ভাসমান শিশুদের উজ্জল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হলে আমাদের সবার এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের এলাকা ভিত্তিক যে সমস্ত ছিন্নমূল বা ভাসমান শিশু রয়েছে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে স্ব স্ব এলাকার বিত্তবান লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশের শহর, বন্দর, গ্রামসহ যেখানে এসব শিশুরা রয়েছে তাদের সাহায্যর্থে সরকারের পাশাপাশি এলাকার বিত্তবান ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের এ শিশুদের পুর্নবাসন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এসব শিশুকে শিক্ষার বাইরে রেখে দেশকে কখনও সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব না। দেশের প্রতিটি নাগরিক সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। দেশের প্রতিটি ভাসমান শিশু শিক্ষিত হলে তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

# পরিশিষ্ট–১ : কেস স্টাডি

## (কেস স্টাডি– ১)

## শৈশব থেকেই ফুটপাতে

আলম (ছদ্মনাম) একজন ছিন্নমূল শিশু। বয়স আনুমানিক ১০-১২ বছর। ছোটবেলা থেকেই সে ফুটপাতে একজন অপরিচিত মহিলার সাথে বসবাস করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পাঠশালায় সন্ধ্যা কিংবা বিকালে পড়াশুনা করে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বলতে তার কেউ নেই। সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিক্ষা, চকোলেট, কিংবা ফুল বিক্রি করে নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। মাঝে মাঝে ভাগ্য সহায় হলে ২০০-৩০০ টাকা আয় করতে পারে দিনে। তবে অধিকাংশ সময় ১০০-২০০ টাকা আয় করে সে। অভাবের তাড়নায়, পিতা-মাতাহীন কিংবা দরিদ্রতার করাল গ্রাসে পরে সে এরকমভাবে রাস্তায় ঘুরে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র কিংবা ডাস্ের (বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়া) বরান্দায় ঘুমায়। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার গরম কাপড় কিংবা শীত নিবারণের জন্য কাঁথা-কম্বল কিছু থাকে না। বৃষ্টির পানি এসে শরীরে পরে কিংবা অধিক গরম সহ্য করেও সে রাত্রি যাপন করে। স্বাভাবিকভাবে অর্থাভাবে সে পথচারী (বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসা) কিংবা শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে চেয়ে চেয়ে টাকা নেয় এবং তা দিয়ে খাবার কেনে। আবার বিভিন্ন সময় খাবার ভাসমান দোকানগুলো থেকে ও পথচারী থেকে চেয়ে খায়। এভাবে কোনদিন ১/২/৩ বেলা খাবার খেতে পায়। অন্যান্য ছিন্নমূল/ভাসমান শিশুরা স্বাভাবিকভাবে পথশিশুদের সাথে খাবার খায় এবং সে খাবারে পুষ্টির অভাব থাকে, আবার স্বাস্থ্যসম্মতও না। তাছাড়া এসব খাবার পরিমাণেও কম থাকে। আলম মনে করে, সারাদিন ঘুরে ভিক্ষা করে কিংবা ফুল ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে বিধায়, অনেক পরিশ্রম হয়। তাই তাদের অন্যান্য শিশুদের তুলনায় বেশি খাবার খাওয়া উচিত। আলম অসুস্থ হলে, ডাক্তার কাছে যেতে পারে না অর্থের অভাবে। মাঝে মাঝে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে আনে আবার শুধু হাতে-মুখে পানি দিয়েই ক্ষান্ত থাকে। দেখা যায়, তার হাত-পায়ে এবং পিঠে কয়েক স্থানে জখম হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, নির্দিষ্ট একটা মহল তাকে রাত্রি যাপনকালে লাঠি দিয়ে মেরেছে। তবে সে কোন ব্যবস্থা নেয়নি জখম সারানোর। কয়েকবার সে এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে শুধুমাত্র এ অবস্থায় ঘুমানোর জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক শারীরিক, মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তার ইচ্ছা একদিন সেও অনেক বড় হবে, চাকরি করবে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অন্য সাধারণ মানুষের মতো ভালোভাবে জীবনকে উপভোগ করবে।

(কেস স্টাডি- ২)

## স্কুলে যাওয়ার অপূর্ণ ইচ্ছে

সুমন (ছদ্মনাম) একজন ভাসমান শিশু। বয়স ১৩ বছর। জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। গ্রামে থাকাকালীন সে স্কুলে পড়ত। বাবা-মা পড়াশুনার খরচ দিবে না এবং স্কুলে গেলে মারধর করত বিধায় ঢাকা এসেছে কর্মসংস্থানের জন্য। এখন সে আর পড়াশুনা করে না। সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পানি বিক্রি করে। আর এ দিয়েই নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করছে সে। মাঝে মাঝে ভাগ্য সহায় হলে ২০০-৩০০ টাকা আয় করতে পারে এভাবে। অভাবের তাড়নায়, পিতা-মাতাহীন শহরে দরিদ্রতার করাল গ্রাসে পরে সে এরকমভাবে রাস্তায় ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করে। কামরাঙ্গীর চরে এক পরিচিত মামার সাথে থাকে। সারাদিন পানি বিক্রি করে যে টাকা আয় করে তা দিয়ে নিজের ভরণপোষণ করে এবং বাকি টাকা বাড়িতে পাঠাতে হয়। তা না করলে বাবা-মা আবার বকা-ঝকা করে। অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণও তাকে করতে হচ্ছে।

অথচ তার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে যেতে পারছে না। অন্যান্য ভাসমান ও পথশিশুদের সাথে স্বাভাবিকভাবে খাবার খায় এবং সে খাবারে পুষ্টির অভাব থাকে, আবার স্বাস্থ্যসম্মতও না। তাছাড়া পরিমাণেও কম থাকে। সে মনে করে, সারাদিন ঘুরে পানি বিক্রি করে বিধায়, অনেক পরিশ্রম হয়। তাই তাদের অন্যান্য শিশুর তুলনায় বেশি খাবার খাওয়া উচিত। সুমন অসুস্থ হলে, ডাক্তার কাছে যেতে পারে না অর্থের অভাবে। মাঝে মাঝে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে আনে আবার হাতে-মুখে পানি দিয়েই ক্ষান্ত থাকে। তার বাসার অবস্থা ভালো না। কোন মতে সে, রাত্রি যাপন করে। চারপাশের নোংরা ও দুর্গন্ধ তাকে নিয়মিত সহ্য করতে হয়। বৃষ্টির দিন মাঝে মাঝে বৃষ্টির পানি ঘরে আসে। আবার শীতকালে অনেক শীত এবং গরমে অনেক গরম সহ্য করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন মস্তান, বখাটে কর্তৃক প্রহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়।

সুমন স্বপ্ন দেখে, সেও একদিন অনেক বড় হবে, ভালো চাকরি করবে, অন্য সবার মতো সমাজে মাথা উঁচু করে চলবে।

(কেস স্টাডি–৩)

# হাত পেতে জীবন-সংসার

শিরিন ( ছদ্মনাম) একজন ভাসনাম শিশু। বয়স আনুমানিক ১৩/১৪ বছর। বাবা-মা হারা শিরিন ভাগ্যের সন্ধানে ঢাকা আসে। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সহায়তায়। এরপর শুরু হয় তার জীবনের নতুন অধ্যায়। ওই আত্মীয় এক দিন তাকে এক অপরিচিত ব্যাক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। সুভাগ্যক্রমে সেখানে থেকে পালিয়ে এসে গুলিস্থান মাজারে বসবাস শুরু করে ।

এরপর মমিন নামের এক মধ্য বয়সী পুরুষের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। কিন্তু বছর দুয়েক যেতেই ছাড়াছাড়ি হয় তার সঙ্গে। তারপর থেকেই হাইকোর্ট এলাকায় দূর সম্পর্কের খালার সঙ্গে জীর্ণশীর্ণ ভাবে জীবন যাপন করছে। ফুল বিক্রি করে যে টাকা আয় হয় তা দিয়েই চলে তার প্রাত্যহিক জীবন। এছাড়া কোর্ট এলাকার সাধারণ মানুষ ও আইনজীবীদের কাছে থেকেও কিছু টাকা চেয়ে চেয়ে কিছু পায় সে।

অর স্বপ্ন ছিল একটি সংসার হবে। কিন্তু নিষ্ঠুর বর্তমান ছাড়া তার চোখে তো কোন সম্ভাবনার আলো নেই। সে ও মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে চায়। সে সুযোগ কি আদৌ পৃথিবী তাকে দিবে? তবু ভাগ্যেও নির্মম ইতিহাস, তাকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনই মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে হবে। তবে সেও অন্য সাধারণের মত ভালোভাবে বাঁচতে চায়।

(কেস স্টাডি-৪)

# ছেলেটি জানে না কি তার আগামী

মোঃ ওহাব (ছদ্মনাম) একজন ছিন্ন মূল শিশু। ফার্মগেট এলাকা থেকে সম্প্রতি হাইকোর্ট এলাকায় বসবাস শুরু করেছে । সেখানে সে তার থেকে দুই বছরের বড় মিলনের সঙ্গে থাকে। মিলনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

দুই বছর আগে পকেটমার সন্দেহে ফার্মগেটে বেশকিছু লোক তাকে মারছিল। তখন মিলনই তাকে বাচাতে এগিয়ে আসে ওহাবের বর্তমান বয়স ১৬। দেখতে হ্যাংলা পাতলা ওহাব টোকাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। একাজ করে দিনে ১০০-২০০ টাকা আয় হয় তার। তবে অসুস্থ হলে দোকানে দোকানে চেয়ে বা পড়ে থাকা খাবার সংগ্রহ করে খায়।

এছাড়া ভাল খাবার খাওয়ার জন্য প্রায়ই জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় যায়। সেখানে গিয়ে পড়ে থাকা অবশিষ্ট খাবার খায়। অথচ জীর্ণশীর্ণ পোশাকের ছেলেটি জানে না কি তার আগামী । সারাদিন কাজ করে রাতে তাস খেলে কিংবা আড্ডা দিয়ে সময় ব্যয় করে। তবে বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত শীতের সময় ঘুমাতে কষ্ট হয় খুব।

সে জানায়, তাদের জন্য এমন কিছু করা হোক, যেখানে তারা শ্রম দিয়ে হলেও নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য ভালো কিছু করতে পারবে। তাহলে তাদের এ দুর্দশা আর থাকবে না।

(কেস স্টাডি-৫)

## এখনও স্বপ্ন বুকে তার

শারীরিক প্রতিবন্ধী আকবার (ছদ্মনাম) একজন ভাসমান শিশু। বয়স আমুনানিক ১০-১১ বছর। রাস্তার পাশে বিভিন্ন ফুটপাতে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করে সারাদিন খুব বেশি আয় হয় না তার, সামান্য যা আয় হয় তা দিয়েই চলতে হয় তাকে। এভাবে দিনে অন্তত ২০০ টাকা আয় হয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ও শীতকালে ওর খুব কষ্ট হয়। কারণ কাজ না করলে তখন না খেয়ে থাকতে হয়। পাশাপাশি, থাকার জন্য ভালো কোনো জায়গাও থাকে না।

সে  ঢাকায় তার একজন পাতানো বোনের সংসারে ভাগাভাগি করে থাকে। নিজের ও বোনের সংসারের মূল খরচাটা তাকেই বহন করতে হয় বলে সে জানায়। বোনের ২ সন্তান। বোন জামাই সারাদিন নেশা করে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে আকবারের গায়েও হাত তুলে টাকার জন্য। তাই মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হয় আকবারকে।

আকবারের স্বপ্ন সে বড় হয়ে আর দশজন সাধারণ মানুষের মত ভালোভাবে জীবনযাপন করবে। যেখানে থাকবে সম্মান। সে টাকা জমিয়ে একটা দোকান করতে চায়। তার আর ভাল লাগে না এই জীবন। মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে- সে কি মুক্তি পাবে নির্মম এই যাপিত জীবন হতে? তার উত্তর মেলে না। তবু আশায় বুক বাঁধে- হয়তো এ সমস্যা আর থাকবে না।

## পরিশিষ্ট-২ : চেকলিস্ট

১. পারিবারিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থা।

২. আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থা।

৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য ।

৪. অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস।

৫. নির্যাতন ও নিপীড়ন সংক্রান্ত তথ্য।

# পরিশিষ্ট-৩ : সাক্ষাৎকার অনুসূচী

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় উত্তরদাতা,

আমি বিএসসএস (অনার্স), এমএসএস (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমার এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য 'ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমার শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা' নিয়ে একটি গবেষণা করছি। এ জন্য আপনাদের উপর একটি নমুনা জরিপ করছি। আমার গবেষণার জন্য আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এবং মতামত প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত করছি যে, আপনার তত্ত্ব এবং মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। সাক্ষাৎকারটি সম্পন্ন করতে আমার ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

**আপনি সাক্ষাৎকার দিতে আগ্রহী? (ক) হ্যাঁ (খ) না**
(উত্তর হ্যাঁ হলে সাক্ষাৎকার শুরু করবেন, আর না হলে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিবেন।)

ধন্যবাদ, সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হবার জন্য। আমারা তাহলে শুরু করছি-

অনুসূচী নং- ☐

গবেষণা এলাকা পরিচিতিঃ

১.১ স্থানঃ...........................................................

১.২ থানাঃ...........................................................

১.৩ জেলাঃ.......................................................

## ১। ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমি

| (প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে খালি ঘরে টিক চিহ্ন দিন) | Coding Categories |
|---|---|
| ১.১ উত্তরদাতার নামঃ | |
| ১.২ লিঙ্গ | ছেলে= ১ ☐ মেয়ে = ২ ☐ |
| ১.৩ বয়স | ১= ৬-৮ বছর ☐ ২ = ৯-১১ বছর ☐ ৩= ১২-১৩ বছর ☐ ৪= ১৪-১৫ বছর ☐ ৫= ১৬-১৭ বছর ☐ |
| ১.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ১= নিরক্ষর ☐ ২= ১-৩ শ্রেণী ☐ ৩= ৪-৫ শ্রেণী ☐ ৪= ৬-৮ শ্রেণী ☐ ৫= অন্যান্য ☐ |
| ১.৫ আপনি কি একজন ছিন্নমূল/ভাসমান শিশু? (উত্তরদাতা ছিন্নমূল হলে ১.৫ থেকে ১.১১ প্রশ্নগুলো করবেন না) | ভাসমানশিশু = ১ ☐ ছিন্নমূল =২ ☐ |

<table>
<tr><td>১.৬ ছিন্নমূল/ভাসমান শিশু হওয়ার কারণ?</td><td colspan="2">১= দরিদ্রতা ☐ ২= অর্থ উপার্জনের জন্য ☐ ৩=বাবা নেই ☐ ৪= মা নেই ☐ ৫= সৎ মায়ের নির্যাতন ☐ ৬= অন্যান্য....................</td></tr>
<tr><td>১.৭ আপনি, কার সাথে বসবাস করেন?</td><td colspan="2">১=বাবা-মা'র সাথে ☐ ২=বাবার সাথে ☐ ৩= মায়ের সাথে ☐<br>৪= একা ☐ ৫= অন্যান্য..........................</td></tr>
<tr><td>১.৮ আপনার পরিবারের ধরন কি?</td><td colspan="2">একক= ১ ☐ যৌথ = ২ ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১.৯ বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা</td><td>বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা</td><td>মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা</td></tr>
<tr><td>১=নিরক্ষর ☐<br>২=স্বাক্ষর দিতে পারে ☐<br>৩=প্রাইমারি পাস ☐<br>৪=বাবার সাথে থাকে না ☐<br>৫=প্রযোজ্য নয় ☐<br>৬= অন্যান্য ☐</td><td>১=নিরক্ষর ☐<br>২=স্বাক্ষর দিতে পারে ☐<br>৩=প্রাইমারি পাস ☐<br>৪=মায়ের সাথে থাকে না ☐<br>৫=প্রযোজ্য নয় ☐<br>৬= অন্যান্য ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১.১০ বাবা-মায়ের পেশা</td><td>বাবার পেশা</td><td>মায়ের পেশা</td></tr>
<tr><td>১= দিন মজুর ☐<br>২= রিক্সা চালক ☐<br>৩= চাকরি ☐<br>৪= প্রযোজ্য নয় ☐<br>৫= ভিক্ষা ☐</td><td>১= গৃহিণী ☐<br>২= দিন মজুর ☐<br>৩= কিছু করে না ☐<br>৪= ক্ষুদ্র ব্যবসা ☐<br>৫= প্রযোজ্য নয় ☐<br>৬= ভিক্ষা ☐</td></tr>
<tr><td>১.১১ পরিবারের মাসিক আয়</td><td colspan="2">১= ১০০০-২০০০ টাকা ☐ ২= ৩০০০-৪০০০ টাকা ☐<br>৩= ৫০০০-৬০০০ টাকা ☐ ৪= ৭০০০-৮০০০ টাকা ☐<br>৫= ৯০০০-১০০০০ টাকা ☐ ৬= অন্যান্য ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">১.১২ (উত্তরদাতা ছিন্নমূল হলে ১.১২ থেকে ১.১৩ প্রশ্নগুলো করবেন)<br>ছিন্নমূল হওয়ার জন্য আপনি, কি ধরনের সমস্যা অনুভব করেন?</td></tr>
<tr><td colspan="2">১.১৩ বাবা-মা থাকলে আপনি, কি ধরনের সুযোগ পেতেন বলে মনে করেন?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">১.১৪ আপনার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কি আপনার বসবাসের উপযোগী</td><td>(ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">১.১৫ (উত্তর হ্যাঁ অথবা না হলে) কেন?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">১.১৬ (উত্তর না হলে) কোন দিকটা পরিবরতন করা উচিত বলে মনে করেন?</td><td></td></tr>
</table>

## ২। আবাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়সমূহের তথ্য

| | |
|---|---|
| ২.১ আপনার বাসস্থানের ধরন কেমন? | (ক) ফুটপাত ☐ (খ) আধাপাকা ☐ (গ) সেমিপাকা ☐ (ঘ) কাঁচা ☐ (ঙ) পাকা ☐ |
| ২.২ আপনার বাসস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ২.৩ (হ্যাঁ হলে,জিজ্ঞাস করতে হবে কেন এবং না হলেও কেন?... | |
| ২.৪ আপনি, কি কখনও আবাসন সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ২.৫ (উত্তর হ্যাঁ হলে), কি ধরনের সমস্যা? | |
| ২.৬ আপনি, সর্বমোট কতবার আবাসন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? | |
| ২.৭ কিভাবে সমাধান করেছেন? | |
| ২.৮ আপনার, বাসস্থান কি আপনার জন্য নিরাপদ? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ২.৯ হ্যাঁ হলে, কেন এবং না হলেও কেন?... জিজ্ঞাস করতে হবে | |
| ২.১০ (যদি অনিরাপদ বলে মনে হয়), কি ধরনের অনিরাপত্তার সম্মুখীন হয়েছেন? | |
| ২.১১ আপনার আবাসন নিরাপত্তা ঝুঁকি কিভাবে সমাধান করেছেন? | |
| ২.১২ আপনি, কি মনে করেন "ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু" হিসেবে আপনি রাস্তাই পর্যাপ্ত নিরাপদ? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ২.১৩ (উত্তর হ্যাঁ অথবা না হলে), কেন? | |
| ২.১৪ আপনি, রাস্তাই কি ধরনের নিরাপত্তা পান এবং কার থেকে? | |
| ২.১৫ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করার কারণ কি? | |
| ২.১৬ আপনি, কি চান আপনাদের জন্য আর নিরাপত্তা জোরদার করা হোক? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ২.১৭ (উত্তর হ্যাঁ অথবা না হলে), কেন? | |
| ২.১৮ আপনারা, কাদের থেকে আরও বেশি নিরাপত্তা বেশি চান? | |

## ৩. ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য

| | |
|---|---|
| ৩.১ আপনি, সাধারণত দিনে কতবার খাবার খান? | (ক) ১ ☐ (খ) ২ ☐ (গ) ৩ ☐ (ঘ) ৪ ☐ (ঙ) নির্দিষ্ট না ☐ |
| ৩.২ (১ এবং ২ বেলা হলে) কারণ? | |
| ৩.৩ আপনি, সাধারণত কোথায় থেকে খাবার পান? | (ক) পরিবার ☐<br>(খ) রাস্তার অপরিচিতদের ☐<br>(গ) ডাস্টবিন ☐ (ঘ) অন্যান্য ☐ |

| | |
|---|---|
| ৩.৪ আপনি, সাধারণত কোথায় খাবার খান? | (ক) পরিবারের সাথে ☐ (খ) অন্যান্য ভাসমান/ছিন্নমূল শিশুদের সাথে ☐ (গ) একা ☐ |
| ৩.৫ আপনি, কি পর্যাপ্ত খাবার খেতে পান? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ (গ) কখনও পায় কখনও না ☐ |
| ৩.৬ আপনি, কি প্রতিদিন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ (গ) জানি না ☐ |
| ৩.৭ আপনার খাবার কি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ (গ) জানি না ☐ |
| ৩.৮ (৩.৭ উত্তর যদি “না” হয়) আপনার খাদ্যে পুষ্টিহীনতার অভাবের কারণ কি? | |
| ৩.৯ আপনার মতে, পুষ্টিকর খাদ্য আপনাদের শরীরের জন্য কতটা জরুরি অন্য শিশুদের তুলনাই? | (ক) অনেক বেশি ☐ (খ) অনেক ☐<br>(গ) মোটামুটি ☐ (ঘ) বেশি না ☐<br>(ঙ) একেবারেই না ☐ |
| ৩.১০ অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য কি কখনও কোন সমস্যা হয়েছিল? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ৩.১১ (৩.১০ উত্তর যদি “হ্যাঁ” হয়) কি সমস্যা? | |
| ৩.১২ আপনি, কি বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| (৩.১২ উত্তর যদি “না” হয়) আপনি, কোন ধরনের অসুখে ভুগছেন? | |
| ৩.১৩ আপনি কতদিন যাবত অসুস্থ? | |
| ৩.১৪ এরকম অসুখে আগে কখনও ভুগেছেন? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ৩.১৫ তখন কি ডাক্তারের পরামর্শ (যদি ৩.১৪ উত্তর “হ্যাঁ” হয়) নিয়েছিলেন? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ৩.১৬ (যদি ৩.১৫ উত্তর “হ্যাঁ” হয়) ডাক্তার কি বলেছিল? | |
| ৩.১৭ (যদি ৩.১৫ উত্তর “না” হয়) কেন ডাক্তারের পরামর্শ নেন নি? | |
| ৩.১৮ আপনি, সাধারণত কি ধরনের অসুখে ভুগেন? | |
| ৩.১৯ সাধারণত অসুস্থ হলে কি করেন? | ক) ডাক্তারের কাছে যাই (খ) বাবা-মা কে বলি (গ) ফার্মেসিতে গিয়ে বলি কি হয়েছে<br>(ঘ) কিছু করি না (ঙ) অন্যান্য....... |
| ৩.২০ (আগের উত্তর “কিছু করি না হলে) কেন কিছু করেন না ? | |
| ৩.২১ আপনি, কি ধূমপান করেন? (উত্তর হ্যাঁ হলে পরবর্তী প্রশ্ন) | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ৩.২২ স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জানা সত্ত্বেও কেন করেন? | |

## ৪. জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণের উৎস সংক্রান্ত তথ্য

| | |
|---|---|
| ৪.১ আপনার আনুমানিক দৈনিক আয় কত? | ১= ১০০ টাকার কম ☐ ২= ১০০-২০০ টাকা ☐<br>৩= ২০০-৩০০ টাকা ☐ ৪= ৩০০-৪০০ টাকা ☐<br>৫= ৪০০-৫০০ টাকা ☐ ৫= ৫০০ টাকার বেশি ☐ |
| ৪.২ পেশা | ১= টোকাই ☐ ২= ভ্যান চালক ☐ ৩= রিকশা চালক ☐<br>৪= ভিক্ষা ☐ ৫= কুলি ☐ ৬= ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী<br>[(ক) ফুল বিক্রেতা<br>(খ) চকোলেট বিক্রি (গ) অন্যান্য..........................] ☐<br>৭= অন্যান্য |
| ৪.৩ আপনি, এই এলাকাতে কত দিন /বছর যাবত আছেন? | |
| ৪.৪ কেন এই এলাকাতে বসবাস করেন? | |
| ৪.৫ আপনার অর্থনৈতিক উৎসের জন্য কি, এই এলাকা নিরাপদ? | (ক) হ্যাঁ ☐ (খ) না ☐ |
| ৪.৬ (যদি উত্তর হ্যাঁ /না হয়) কেন? | |

## ৫. নিগ্রহ, নির্যাতন ও নিপীড়ণের শিকার সংক্রান্ত তথ্য

| | |
|---|---|
| ৫.১ আপনি, কি ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু হওয়ার জন্য সমাজে নিগৃহীত বলে মনে হয়? | ১= হ্যাঁ ☐ ২= না ☐ |
| ৫.২ কেন? | |
| ৫.৩ কোন শ্রেণীর মানুষ আপনাদের বেশি নিপীড়ন করে? | ১= পুলিশ ☐ ২= ধনী লোকজন ☐<br>৩= আমজনতা ☐ ৪= মস্তান ☐<br>৫= অন্য ভাসমান ও ছিন্নমূল শিশুরা ☐<br>৬= ছাত্রছাত্রী ৭= অন্যান্য .. |
| ৫.৪ আপনি, সাধারণত কি ধরনের শোষণের শিকার হয়েছেন? | |
| ৫.৫ কি কারণে আপনি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে মনে হয়? | (ক) ছিন্নমূল/ ভাসমান শিশু বলে<br>(খ) রাস্তায় কাজ করার জন্য<br>(গ) বাবা-মা সাথে থাকে না<br>(ঘ) অন্যান্য .. .. |
| ৫.৬ পুলিশ কখনও আপনাকে মারধর বা ঝামেলা করেছে? | ১= হ্যাঁ ☐ ২= না ☐ |
| ৫.৭ (৫.৬ যদি উত্তর হ্যাঁ হয়) কতবার? | |
| ৫.৮ কি ধরনের ঝামেলা হয়েছিল? | |
| ৫.৯ ঝামেলা হবার পরও কেন আপনি এই এলাকাতে আসেন? | |

| | |
|---|---|
| ৫.১০ আপনাকে, কি কোন চাঁদা দিতে হয়? | ১= হ্যাঁ ☐ ২= না ☐ |
| ৫.১১ (যদি ৫.১০ উত্তর হ্যাঁ হয়) কাদের? | (ক) পুলিশ ☐ (খ) মস্তান ☐ (গ) অন্যান্য (নামটা লিখুন) .. .. |

**সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ-**

স্বাক্ষর ও তারিখঃ-.......................................................

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

# গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, T. (2014) : *Survival Pattern and Psycho-Social Consequences of Disadvantaged Children: A Study on Dhaka City,* Dhaka : Dspace, 27 April.

Ahmed, S. (2008) : BANGLADESH: Moving Towards Universal Birth Registration, *The IRI* (e-newspaper) Retrieved from http://www.irinnews.org/report/79258/ Bangladesh, 12 July.

Aktar, Jesmin (2004) : *Health and Living Conditions of Street Children in Dhaka City,* Dhaka : ICDDR, B, 4 May.

Aptekar (1988) : Colombian Street Children, Gamines and Chupagruesos*, In Adolescene*, Vol. 24, 8 September.

Atkinson-Sheppard, S. (2017) : Street Children and Protective Agency : Exploring Young People's Involvement in Organized Crime in Dhaka, *Childhood,* Vol. 24 (3):1-14, 23 October.

Bangladesh Institute for Development Studies (BIDS) (2004) : *Street Children in Bangladesh, a Socioeconomic Analysis,* Dhaka : BIDS, 15 August.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2019) : *Statistical Pocket Book,* Dhaka : BBS, 7 May.

Brick C. P. (2002) : Street Children, Human Rights and Public Health: A Critique and Future Direction*, In Journal of Annual Review of Anthropology*, (31), 147-171, 12 December.

Bangladeshi Shishu Adikar Forum (BSAF) (1998) : *Case Studies of 10 Tokai Children*, Dhaka : BSAF, 1 May.

Child Policy In Bangladesh (2013) : Retrieved From www.childpolicy.bd.com, 19 March.

Frederic Thrasher (1927) : *The Gang : A Study of 1, 313 Gangs in Chicago,* University of Chicago Press.

Green, D. (1998) : *Hidden Lives : Voices of Children in Latin America and the Caribbean,* London: Cassell.

Harpham, T. (2003) : *Measuring Social Capital of Children,* vol. Working Paper N.4: Young Lives.

ICDDR, B (2010) : *Street Dwellers Performance for Health Care Services in Dhaka*, Dhaka: ICDDR, B.

Kabir, R. (1999) : *Adolescent Girls in Bangladesh,* Dhaka: United Nations Children's Fund.

Kabir, R. (2002) : *Adolescent Boys in Bangladesh,* Dhaka: United Nations Children's Fund.

Kacker L. (2007) : *Studies on Child Abuse*: India : Ministry of Women and Child, p 38-39.

Khan, S. (1999) : *Studies on Street Children*, Dhaka: Save the Children (UK)

Khatun T.M. & Jami H. (2013) : *Life Style of the Street Children in Khulna City,* Bangladesh Research Publications Journal*,* ISSN: 1998-2003, Volume: 9, Issue: 1, Page: 50-56.

Kotalova J. (1993) : *Belonging to Others: Cultural Construction of Womanhood in a Village in Bangladesh,* Uppsala: Uppsala University.

Lucchini R. (1996) : *The Street and its Image, Childhood*, *Global Journal of Child Research* 3(2):235-246.

Lucchini R. (1996) : *Theory, Method and Triangulation in the Studies of Street Children,* Global Journal of Child Research 3(2).

Mia Ahniadullah (1990) : Special Needs of Streets and Working Children, *New Delhi: Presented in Kathmandu at the regional Consultant Meeting, Organized by WHO Regional office for South-East Asia Region.*

Myron W. (1991) : *The Child and the State in India, Child Labor and Education Policy in Comparative Perspective,* Princeton : Princeton University Press.

Nabi Ayesha. (1973) : *Negligence to The Children in Ahniadullah Mia and Mohammad Alauddin, Problems of Children and Adolescents in Bangladesh*, Dhaka: ISWR.

Panter-Brick C. (2002) : *Street Children, Human Rights and Public Health*, Annual Review of Anthropology.

Panter-Brick C. and T. M. Smith. (2000) : *Abandoned Children,* Cambridge : Cambridge University Press.

Parazelli M. (2002) : *La Rue Attractive: Parcours et Pratiques Identitaires des Jeunes de la Rue*, Sainte-Foy : Presses de L'Université du Québec.

Pare M. (2003) : Why have Street Children Disappeared? The Role of International Human Rights Law in Protecting Vulnerable Groups*, The International Journal of Children's Rights* 11(1):1-32.

Pareto V. (1961) : *Theories of Society: Foundation of Modern Sociological Theory,* The Free Press of Glencoe Inc. Volume-II

Rahman A. & Hakim A. Md. (2016) : Malnutrition Prevalence and Health Practices of Homeless Children: A Cross-Sectional Studies in Bangladesh*, In Science Journal of Public Health,* 4(1-1): 10-15. ISSN: 2328-7942.

Rahman, Chowdhury and Rahim (1997) : *Evaluation of Birth, Death and Marriage Registration Practice in Bangladesh*, Dhaka: Unique Press.

Rahman, Helen (1990) : *Hazards Child Labor in Bangladesh, IPEC-ILO and the Government of Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh.

Raffin C. (2014) : *Our work in India*, Retrieved from http://www.railwaychildren.org.uk, 19 June.

Reza H. Md. (2005) : *Struggle for Survival: A Studies on the Needs and Problems of the Street and Working Children in Sylhet City,* Retrieved from www.publishingindia.com , 14 November.

Robert E. Park (1937) : *Cultural Conflict and the Marginal Man in Everett V Stonequist, the Marginal Man, Introduction*, New York: Charles Scribner's Sons.

Salaam Baalak Trust (2009) : *Health Program*, Retrieved from http://www.salaambaalaktrust. com, 24 June.

Save the Children (1998) : *A Street Children Research,* Dhaka: Save the Children Fund (UK).

Save the Children (2005) : *Global Submission by The International Save the Children,* Alliance: UN Studies.

Solito L. (1994) : *Where are the Children in the City Agenda? In Urban Children in Distress, edited by S. C. Blanc,* Florence: United Nations Children's Fund.

Stepputat F. and N. N. Sorensen (2001) : *The Rise and Fall of 'Internally Displaced People' in the Central Peruvian Andes*, Development and Change 32(4):769791.

Susanna A. (1986*) : Street children, a growing urban tragedz: a report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*. Weidenfield and Nicolson, 123, p.8

Tacoli C. (1999) : *Urban Governance, Partnership and Poverty*: IIED.

Talukder U.M. (2015) : A *Study on The Nutritional Status of the Street Children at Shahbagh Area of Dhaka City,* Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 240-245. ISSN: 2327-2694.

United Nation (UN) (2002) : *We the Children: Meeting the Promises of the World Summit for Children,* New York : UN.

UNDP (2000) : *Bangladesh Human Development Report 2000*, Dhaka: UNDP.

UNICEF (1993) : *Street and Working Children: Global Seminar Report*, December 6.

UNICEF (1989) : *An Analysis of the Situation of Children in Bangladesh, BRAC Printer*, Dhaka.

UNICEF (2009) : *Protection of Children Living on the Street,* Dhaka, Bangladesh.

UNICEF, UNESCO, ILO (2008) : *Child Labor and Education in Bangladesh: Evidence and Policy Recommendations, Dhaka, Bangladesh*.

UNICEF (2002) : *We the Children: Meeting the Promises of the World Summit for Children*, NY: United Nations Children's Fund.

US State Department (2005) : *Quoting a 2002 report by Government news agency Bangladesh Shongbad Songostha*.

Weber Max. (1947) : *Theory of Social and Economic Organization.*

World Health Organization (1997), *Child Abuse and neglect.* Retrieved from https://apps.who.int/inffs/en/fact150.html

## বাংলা সংবাদপত্র

নিখিল মানখিন (২০১৫) : দেশে পথশিশু ১০ লাখ রাতে ঘুমানোর বিছানা নেই শতকরা ৪১ জনের, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২ অক্টোবর, পৃষ্ঠা ৩

মোঃ ওসমান গনি (২০১৮) : ভাসমান শিশুদের রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৫

কামরুল হক (১৯৯৫) : *শিশু-কিশোরদের উপর বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রভাব*, ঢাকা : পিআইবি

আনোয়ারা বেগম ফাল্‌গুনী (২০১০) : শিশু হকার: জাতির উন্নতির অন্তরনাল, *আমাদের জার্নাল*, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা ৪

সঙ্গীতা সরকার (২০১৬) : *অবহেলিত* জীবনঃ পথশিশু-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ব্লগ*, ২৬ জানুয়ারি

জান্নাতুল ফেরদৌস (২০১৭) : ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কী আমরা গড়ে তুলতে পারি?, *সময়ের নিউজ*, ১৮ নভেম্বর, পৃষ্ঠা ১

শর্মী চক্রবর্তী (২০১৫) : অপরাধ চক্রের খপ্পরে পড়ে ১৪ লাখ পথশিশু মাদকাসক্ত হচ্ছে, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ১৯

আতাউর রহমান (২০১৫) : অপরাধ জগতে হাঁটছে পথশিশুরা, *দৈনিক যুগান্তর*, ৯ জুন, পৃষ্ঠা ১১

মুর্শিদ হক (২০১৭) : অবহেলিত জীবন: প্রসঙ্গ– পথশিশু, *নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৫ মে, পৃষ্ঠা ১৩

আপেল মাহমুদ (২০১৭) : ঢাকার বস্তিতেই ৪০ লাখ পথশিশু, *মহানগর সময়*, ২০ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ১২

মনিরুজ্জামান প্রান্ত (২০১৭) : পথশিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কি আমরা গড়ে তুলতে পারি না?, *সময়ের নিউজ*, ৮ ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা ৪

এম. আফতাবুজ্জামান (২০১৭) : বাংলাদেশের পথশিশু সমস্যা ও আগামী বাজেট, *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৩ মে, পৃষ্ঠা ১১

সাজিদা ইসলাম পারুল (২০১৭) : বস্তির অন্ধকারে অসহায় পথশিশুরা, *দৈনিক সমকাল*, ১৫ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৬

আনোয়ারুল ইসলাম (২০১৫) : রাজধানিতে অর্ধ লক্ষ পথশিশু মাদকাসক্ত, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৯ জুন, পৃষ্ঠা ৮

## ইংরেজি সংবাদপত্র

BBS (2003) : *A Baseline Survey of Street Children in Bangladesh*, Dhaka : BBS.

*Taufiq Apu (2002) :* Bangladesh Street Children Face Bleak Future, *BBC News*, 15 February, Page 15.

*Pankaj Karmokar (2018) :* Report on Educational Condition of the Street Children in Dhaka City, *Assignment Point*, 2 March, Page 13.

*Kazi Anis (2010) :* Tale of Homeless Children in Bangladesh*, Daily Sun,* 2 June, Page 6.

*Atiqur Rahman ( 2011) :* Children Are Being Involve in Beg by Making Them Disable, *New Nation*, 17 June, Page 8.

*Hasan Farid (2015) :* Children are working restlessly just for some foods, New Age, 3 July, Page 13.

*Rashid Mamun (2018) :* The Floating and Street Childrens' Face Problems*, The Bangladesh Observer*, 29 December, Page 5.

*Mahbubur Rahman (2004) :* Critical Situations in Dhaka City of Street Children*, The Daily Star*, 10 December, Page 4.